শ্রীশ্রীআল্লাহ তালা।

শরণং।

প্রেমলীলা।

হিন্দি মছনাবির অনুবাদ

শালিকা নিবাসী

মৌলবী শ্রীআব্দর রহিম

প্রণীত।

প্রথমবার

মুদ্রিত

কলিকাতা।

শুজাপুর, ফকির চাঁদ মিত্রের লেন. ৯ নং ভবন

গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭৮

মূল্য ।৵০ আট আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক মছনবি নামক প্রসিদ্ধ উর্দ্দু গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া মদরসা কালেজের যিনি অধ্যাপক তাঁহার নয়ন গোচর করিলাম, তিনি মনোযোগ পুর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া অধিক প্রশংসা করিলেন, এবং দুই এক স্থানে যে দোষ হইয়াছিল তাহা সংশোধন করিয়া দিলেন, পরে অনেকানেক গুরু-জন এবং বন্ধু বান্ধবগণের অনুরোধে মুদ্রিত করিলাম, রস ভাষানুরাগী মহাশয়েরা এই নূতন ইতিহাস মনো-যোগ পুর্ব্বক এক একবার অবলোকন করিলেই আপন পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব এবং রচনারও শ্রান্তি দূর হইবেক, আর সকলের নিকট এই নিবেদন যে, যদ্যপি কোন স্থানে ভ্রম হইয়া থাকে, কিম্বা দর্শক ব্যক্তির মনো-নীত না হয়, তাহা অনুগ্রহ পুর্ব্বক ক্ষমা করিবেন, [redacted] গ্রহণ করিবেন না ইতি।

শ্রীআবদর রহিম।

শালিকা নিবাসী।

প্রেম লীলা।

রাগিণী ললিত, তাল আড়া ঠেকা।

প্রভু নাম জপ রে মন যদি ভবে হবে পার। ধ্রু। প্রভু জ্ঞানে, প্রভু ধ্যানে, বহ এই দেহ ভার॥ প্রভু নাম লও মুখে, সতত থাকিবে সুখে, তরাবে পড়িলে দুঃখে, আপনি সে নিরাকার। প্রভুদাস মোর নাম, প্রভু সেবা মোর কাম, মন মোর প্রভু ধাম, প্রভু জগতের সার॥

আল্লাতালার প্রশংসা এবং পায়গম্বরের দরূদ।

পয়ার।। সমস্ত প্রশংসা গুণানুবাদ আল্লার। ভুবনের নাথ তিনি প্রভু সরাকার।। একা সেই কর্ত্তা নাই দ্বিতীয় তাঁহার। দ্বিতীয় জানিলে হয়

অপরাধী তার॥ জনম দায়ক তিনি মরণের কর্ত্তা। গগন ধরণী আদি সকলের ভর্ত্তা॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি বায়ু অগ্নি বারি। জীব জন্তু বৃক্ষ আদি তাঁর আজ্ঞাকারী॥ সর্ব্ব ঠাঁই দেখে সেই সর্ব্ব স্থানে থাকে। কারে দুঃখ দেয় কারে উদ্ধারে বিপাকে॥ কারে দীন করিয়াছে কারে বা অদীন। ইচ্ছাতে তাহার হয় রাত্রি আর দিন॥ কারে প্রজা করিয়াছে কারে প্রজাপতি। পুরুষে দিয়াছে ভার্য্যা যুবতীরে পতি॥ দাস করিয়াছে কারে কারে তার নাথ। কেহ নাথ সহ আছে কেহবা অনাথ॥ কেহ প্রবাসেতে আছে কেহ গৃহবাসি। পাদপে নূতন পুষ্প আর কত রাসি॥ এ সকল চিহ্ন তার করেছে প্রকাশ। রহিম তাহার নাম কহে তার দাস॥ হানিফি মজ্‌হব রাখি মহাম্মদি দিনে। আশীর্ব্বাদ কর সবে মিলি এই দীনে॥ দরুদ হউক সেই রছুল উপরে। যার অনুরোধে মুক্তি হইবেক পরে॥ নিবাস জানিবে মোর সালথিয়া গ্রাম। বাস্তবিক বাসস্থান আর জন্ম ধাম॥

শিক্ষকগণের গুণ বর্ণন।

রাগিণী ললিত, তাল আড়া ঠেকা।

গুরু ভক্ত হও রে মন, পাবে পরকালে ত্রাণ। ধ্রু। গুরুর চরণদ্বয় সর্গপুরীর সোপান॥ গুরুর সেবক হও, গুরুর সেবনে রও, গুরু দাস নাম লও, পরে বুঝি হবে মান। প্রভুদাস গুরুদাস, সদা মনে এই আশ, করি যেন বার মাস, গুরুপদে অবস্থান।

পয়ার।। মহাম্মদ ছইদ নাম প্রথম শিক্ষক। বাল্য কালাবধি তিনি মম অধ্যাপক॥ গুণে গুণান্বিত সর্ব্ব ভাসে পারদর্শী। বাঙ্গালা ইংরাজি নাগরি আরবি ও পার্শি॥ সমূহ বিদ্যায় তিনি অত্যান্ত পণ্ডিত। বুদ্ধি তার তীক্ষ্ণ অতি বুঝেন্ হিতাহিত॥ এক মুখে তার গুণ বলা নাহি যায়। মূর্খতা হইতে মুক্ত করেন আমায়॥ বিদ্যা রূপ আল দিয়া অন্তরে আমার। নিধন করেন ধ্বান্ত রূপ মূর্খতার॥ সুশীল করুণাবান, আর প্রভু জ্ঞানী। কি কহিব তুল্য তার নহে কোন প্রাণী॥ দ্বিতীয় শিক্ষক অধ্যাপক গুরুতর। দ্বিতীয় তাহার নাই ধরার উপর। মহাম্মদ

অজি নাম গুরু সবাকার। তাঁহার গুণের কথা ধরায় প্রচার॥ ধর্ম্ম শাস্ত্র শিখিলাম নিকটে তাঁহার। তাঁহাকে বলেন মন্দ হেন সাধ্য কার॥ বাঙ্গালা শিক্ষক মোর অতি সুপণ্ডিত। আবদুল ওয়াহেদ নাম গুণে গুণান্বিত॥ গুণশালী বুদ্ধিশালী প্রেমরস শালী। তাহার বিপক্ষ মোর দুচক্ষের বালি॥ করপুট মত দোঁহে থাকি রস রঙ্গে। কাল ক্ষেপ করি প্রেম প্রীতির প্রসঙ্গে॥ জনমের স্থান তার বাবনান গ্রাম। সতত তাহার কাছে সুশাসিত কাম। প্রভু দাস কহে সম্বোধন করি মনে। গুরু ভক্ত হও স্বর্গ গুরুর চরণে॥

পুস্তক লিখিবার হেতু।

রাগিণী ললিত, তাল আড়া।

বিদ্যারূপ নারী নিয়া বসিয়া রহিনু কেন। ধ্রু। বয়োরূপ বিভাবরী বিফলে হয় যাপন॥ হইল মনেতে আশ, করি কিছু রসভাষ, ভুলিয়া পাপের ত্রাস, করি তারে আলিঙ্গন। এসে এই মধু মাস, লাগে মনে কাম ফাঁস, বহে মলয়া বাতাস, প্রভু দাস উচাটন॥

ত্রিপদী॥ শুন সব ভ্রাতাগণ, করি এই নিবেদন, তোমাদের চরণ পদ্মেতে। রচনের হেতু কহি, এতে আমি গর্ব্বি নহি, যেই জন্য লিখিনু পদ্যেতে॥ পুস্তক রচিলে পরে, নাম তার মৃত্যু পরে, থাকে দেশে বিদেশে বিখ্যাত। গ্রন্থকারে লিখিয়াছে, লোক মধ্যে খ্যাত আছে, লিপি লেখা অর্দ্ধেক সাক্ষাত॥ আর এক হেতু শুন, জ্বলে মোর মন আগুণ হেয় হেয় গ্রন্থকার দেখি। মহামান্য গ্রন্থকার, কত শত আছে আর, জুড়ায় হেরিয়া গ্রন্থ আঁখি॥ যেমন ভারতচন্দ্র, ছিল সেই কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা মহারাজের সভায়। অন্নদামঙ্গল তার, ধন্য ধন্য গ্রন্থকার, শতবার বাখানি তাহায়। আর যে জীবন তারা, রসিকের নেত্র তারা, রচিল রসিকচন্দ্র রায়॥ বাখানি তাহার তরে, উত্তম পুস্তক করে, লেখে শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায়। এই রূপে গ্রন্থকার, আছে কত শত আর, ভাল বটে সবার পুস্তক। উত্তম পণ্ডিত তারা, কবিতা গগন তারা, দেহ মধ্যে যেমন পুস্তক॥ হেয় ভাষা বাঙ্গালার, আছে কত গ্রন্থকার, তাদিগেও গুণি বলে মানি॥ যেমন এরাদতল্লা, আর

নামীগরিবল্লা, যত্নরূপে সবারে রাখানি। এই মত কত শত, আছে কাব্যকর কত, নাই বলি তাহাদিগে মন্দ। আর কত গ্রন্থকর, নাই পদ নাই কর, মূর্খ হয়ে লেখে পদ্য ছন্দ॥ না পড়ে বিদ্বান্ হয়, নাম কবি মহাশয়, গ্রন্থ হেরে দুঃখ হয় মনে। বুঝে দেখ কবিগণ, কিবা ছিল প্রয়োজন, তাহাদের পুস্তক রচনে॥ আপনাকে জানে বড়, পুথি লিখিবারে দড়, পদ নাই চলিবারে চাহে। এই সব দেখে শুনে, জ্বলিলাম ক্রোধাগুনে, ভাসিলাম কোপের প্রবাহে॥ এনিমিত্ত গ্রন্থে মন, নহে কিছু প্রয়োজন, পুস্তক লিখিতে মোর ছিল। তবে হের গ্রন্থগণ, উচাটন হৈল মন, রচনের বাসনা হইল॥ আল্লাতালা দয়াময়, তার ক্ষুদ্র দাস কয়, পুস্তক আরম্ভ করি তবে। হিন্দিতে মছনবি হেরি তাহা অনুবাদ করি বক্তা করি পার হই ভবে॥

অথ গ্রন্থারম্ভ।

রাগিণী ললিত. তাল আড়া

রবে না রবে না পৃথ্বী এক দিন লয় হবে। ধ্রু। খুলিবে লোচনদ্বয় মরণ হইবে যবে॥ শমন আসিবে হবে. একাকী যাইতে হবে, কেহ নাহি সঙ্গী হবে, রাজ্য ধন পড়ে রবে॥ জায়া পুত্র ভ্রাতা আর, পিতা মাতা পরিবার, করিবেক পরিহার প্রণয় ত্যজিবে সবে। রচে কহে প্রভুদাস, এই মোর মন আশ, না পাই শমন ত্রাস, যেন পার হই ভবে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী॥ কোন এক নগরেতে, বিচক্ষণ বিচারেতে, কোন এক ছিল নরপতি। প্রজার পালন করে, পৃথিবীকে রক্ষা করে, প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল অতি॥ অধিক আছিল ধন, ভৃত্য আর সেনাগণ, পেয়েছিল সুখের সাগর। কত ভূমি অধিকারী, ছিল তার আজ্ঞাকারী, নিত খাতা খোতনের কর॥ যে দেখে

তাহার সৈন্য, মুখে বলে ধন্য ধন্য, ধরণীতে তরঙ্গ উঠিল। মন্দুরা আছিল কত, গজ শালা শত শত, লক্ষ লক্ষ রত্নশালা ছিল॥ ছিল কত পক্ষশালা, বাদন সঙ্গীত শালা, অশ্ব করি আছিল কতেক। হিংস্রক অরাতি যত, ছিল তার আজ্ঞা মত, পদতলে বিপক্ষ যতেক॥ প্রজাগণ সুখে থাকে, ভয় নাহি রাখে কাকে, পরিতৃপ্ত আছিল সকলে। ডাকাত চোরের ভয়, নাহি ছিল সে সময়, কেহ কার নাহি নিত বলে॥ সকলে আছিল ধনী, পরে সবে মুক্তা মণি, দীন দুঃখী নাহি ছিল সেথা। অত্যন্ত বিস্ময় কর, হয়ে ছিল সে নগর, অক্ষয় নরেন প্রভু যথা॥ গৃহ আর পথ তার, ছিল প্রস্তর ইটার, শোভা দেখি স্বর্গ লজ্জা পায়। ক্ষিতিতল হরিদ্বর্ণ, পাদপে নূতন পর্ণ, শোভা হেরি মনস্তাপ যায়॥ কূপ নদী আছে কত, সরোবর শত শত, জল যন্ত্র আছয়ে নির্ম্মিত। হেরি যায় মনস্তাপ, দূরে যায় শোক তাপ, মনে হয় আনন্দ উদ্দিত॥ কোটা বালা খানা দেখি, পরিতৃপ্ত হয় আঁখি, সুখে আছে পুরুষ রমণী। দীর্ঘ তার পরিমাণ, যেইরূপ এ

স্কেহান, আছে খ্যাত অর্দ্ধেক ধরণী ।। কতবিধ রোজগারি, নানা রঙ্গ কর্ম্মকারি, সর্ব্ব লোক অতি বুদ্ধিমান। বাজারের পথ যত, ছিল স্বর্ণপাত্র মত, সুখে লোক বাজারে বেড়ান ।। চক আছে মনোহর, দোকানাদি শোভাকর, নেত্রপাত করা অতি কষ্ট। লেপন করেছে চুনে, চমৎকৃত দেখে শুনে, শ্বেতবর্ণ নাহি বর্ণ কৃষ্ণ ।। উচ্চ ছিল দুর্গ তার, উল্লঙ্ঘন করা ভার, পর্ব্বত হইল ভয়ে নত। সদা থাকে রাগ রঙ্গে, সতত রূপসী সঙ্গে, পৃথিবীতে থাকে স্বর্গ মত ।। প্রভুর কিঙ্কর কয়, সেই প্রভু দয়াময়, হন যার পক্ষেতে সদয়। সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি হয়, সর্ব্বক্ষণে সুখে রয়, সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ তার হয় ।।

অথ রাজার অপত্যাভাবে খেদ।

রাগিণী ললিত. তাল আড়া।

পুত্র ধন না পাইলে জীবনে কি ফল বল। ধ্রু। অতি হতভাগ্য সেই যার নাহি পুত্র হল ।। পুত্র জীবনের সার, পুত্র বিনা ঘরান্ধার। পুত্র না জন্মিল যার, রাজ্য তাহার বিফল ।। রচে প্রভু

দাস কয়, ভূপতির খেদ হয়, দুঃখ পরিতাপে রয়, সদা মনে শোকানল ॥

পয়ার ॥ এই রূপে সর্ব্বসুখ প্রাপ্ত হয়েছিল। কোন বিষয়েতে নাহি ভাবনা আছিল। কেবল দুঃখিত ছিল সন্তান অভাবে। পুত্র না আছিল বলি দিবা নিশি ভাবে। প্রদীপ নাছিল তার অন্ধকার ঘরে। অন্তরীক্ষে নাই চন্দ্র কে তিমির হরে ॥ এক দিন মহারাজ ডাকি মন্ত্রিগণে। অন্তরিত বিবরণ কহে সর্ব্ব জনে ॥ কোন ফল নাহি হেরি রাজ্য আর ধনে। মন মোর সুস্থ নহে সন্তান বিহনে ॥ ইচ্ছা আছে যোগীবেশ ধারণ করিব। বাঁকি আয়ু তপ জপে বনেতে কাটাব ॥ যৌবন গিয়াছে মোর জরা উপস্থিত। কালবর্ণ লোমে মোর ধবল উদিত ॥ যৌবন গিয়াছে নাই গিয়াছে জীবন। বৃদ্ধতা এসেছে নাই এসেছে মরণ ॥ ক্লেশ সহিলাম কত রা-জ্যের কারণ। পৃথিবীর ভাবনায় ফুরাল জীবন ॥ আয়ু মোর শেষ হৈল অত্যন্ত বিফলে। নাভাবিনু কি হইবে পশ্চাতে মরিলে ॥ মন্ত্রিগণ এই সর্ব্ব শুনিয়া সংবাদ। আশা পূর্ণ হকু বলি করে

আশীর্ব্বাদ ।। বৈরাগ্য করিবে মনে বাঞ্ছা যদি হয় । রাজ্যের সহিত কর বৈরাগ্য উদয় ।। রাজত্বের সঙ্গে কর যত ধর্ম্মাচার । হেথা সুখ পরে স্বর্গলাভ যে তোমার ।। বুঝিয়া করহ কর্ম্ম নাকর হঠাৎ ॥ এমন না হয় লোকে কহেন পশ্চাৎ ।। পৃথিবীর কর্ম্মে নাহি হইল ক্ষমতা । পরে কি হইবে বলি ধরে বৈরাগ্যতা ॥ পৃথিবী জানিবা রাজা রোপনের স্থান । বৈরাগ্যেতে যেন কাটায়না সাবধান ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম রূপ বারি যোগাও ক্ষেত্রেতে । প্রস্তুত পাইবে ফলে মরণ পরেতে ॥ সুবিচার কর আর দীনে কর দান । এই পুণ্যে পরলোকে হবে পরিত্রাণ ।। তবে এক সন্তানের আছয়ে ভাবনা । আমরাও সহিতেছি ইহাতে যাতনা ।। কামনা হইবে সিদ্ধ বিস্ময় কি ইথে । রাজত্ব নাহিক হয় ইথে খোয়াইতে ।। নৈরাশ না হও তুমি এই বিষয়েতে । অধিক নিষেধ আছে এতে কোরানেতে ।। প্রভুদাস কহে শুন রাজা মহাশয় । [illegible]মাত্যের বুদ্ধিতীক্ষ্ণ জানিবে নিশ্চয় ।।

অথ জ্যোতিঃ শাস্ত্রজ্ঞদিগকে ডাকন।

রাগিণী মুলতান, তাল পোস্ত

ডাকি জ্যোতিভ্যাসী জনে ॥ ধ্রু ॥

ললাটে কি আছে মোর দেখি জানে কি না জানে। সতত কি শোক রবে, কিম্বা কভু সুখ হবে। হেন দিন হবে কবে পুত্র হবে, হরিষ জন্মিবে প্রাণে। কেন ইচ্ছা হয় মনে, প্রাণ ত্যজি হুতাশনে। কিম্বা মরি অনশনে পুত্র বিনে। কি লাভ মোর এই জীবনে॥ প্রভুদাস কয় রাজনে, কেন রাজা ভাব মনে। পাইবেক কিছু দিনে, পুত্রধনে, জানিলাম আমি ধ্যানে।

পয়ার॥ মন্ত্রিগণ মিলি কহে শুন নরপতি। সন্তান অভাবে কেন হও দুঃখমতি॥ ডাকিতেছি মোরা সব জ্যোতিঃ শাস্ত্রকারে। ললাটে তোমার কিবা আছে দেখিবারে॥ প্রবোধ দিলেক তারে বাক্যের ছলেতে। জ্যোতিভ্যাসীদিগে লিপী লেখে সকলেতে॥ জ্যোতিঃ শাস্ত্রকারী আর গণক ব্রাহ্মণ। রাজার সমীপে নিয়া করিল গমন॥ নেত্রের গোচর যবে হইল রাজন। আশীর্ব্বাদ করে বাড়ে সম্পত্তি ও ধন॥ রীতি মত প্রণা-

নাদি করিল সকলে। এস এস আবশ্যক আছে রাজা বলে ।। পুস্তক বাহির কর তোমরা এখনি। জিজ্ঞাসি যে কোন বার্ত্তা কহ দেখি শুনি ।। কপালে দেখহ মোর করিয়া গণনা। কাল ক্রমে সন্তানাদি পাব কি পাব না ॥ এতেক শুনিয়া সবে পুস্তক খুলিল। গণনা করিয়া সবে দেখিতে লাগিল ।। যে যাহা জানিত মনো-যোগেতে দেখিল। রাজার সমীপে তারা পরে নিবেদিল।। অধিক আছয়ে রাজা হর্ষের চিহ্নিত। অপত্য অভাবে তুমি না হও চিন্তিত ।। পুত্র হবে পুত্র হবে থাক ভার্য্যা সঙ্গে। রাজ্যভোগ কর তুমি অতি রস রঙ্গে ।। পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিবে ত্বরিত। ধর্ম্মাচার কর তুমি রাজ্যের সহিত ।। অতিথে করহ দান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে। ভোজন করাও পুত্র পাইবে ত্বরিতে ।। চন্দ্রমা স্বরূপ পুত্র হইবে তোমার। অচিরাৎ পাবে পুত্র সন্দেহ কি আর ।। দেখিনু তোমার ভাল করিয়া গণন। অধিক পাইনু মোরা হর্ষের লক্ষণ ।। কিন্তু এক শঙ্কা আছে জানিবে নিশ্চয়। দ্বাদশ বৎসরাবধি আছে কিছু ভয় ।। বারো

বৎসরের মধ্যে কোটার উপরে। নাহি উঠে. থাকে যেন পুরীর অন্তরে।। ভয় মুক্ত হয়ে রাজা করেন জিজ্ঞাসা। প্রাণে বেঁচে থাকিবে ত. তারা দিল আশা।। কহে রাজপুত্র নাহি প্রাণেতে মরিবে। দুঃখ ভোগ হবে আর ভ্রমণ করিবে।। তার প্রতি কারো হবে প্রণয় সঞ্চার। সেও কটাক্ষেতে আজ্ঞাকারি হবে কার।। কারো প্রিয় হবে সেই কারো বা আসক্ত। কেহ তার অনুরক্ত সেও কারো ভক্ত।। এমনি প্রকাশ হৈল পুঁথি গণনেতে। কষ্ট ভোগ হবে তার এই কারণেতে।। শুনিয়া কিঞ্চিৎ হর্ষ হৈল ভূপতির। আর কিছু দুঃখ শুনে দুঃখ সন্ততির।। ভাবনাও হর্ষোদয় যমজ জানিবে। যথা আছে হর্ষ তথা বিষাদ পাইবে॥ তাহার দৃষ্টান্ত দুর্য্যোধনের মরণ। হরিষ বিষাদ হয়ে একত্রে মিলন॥ তার পরে মনে ভাবি কহেন রাজন। যাহা ইচ্ছা তাহা করে সেই নিরঞ্জন॥ এত বলি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গণকেরা স্বীয় স্বীয় ভবনে চলিল।। তদবধি সৃষ্টিকর্ত্তা স্মরণ করিয়া। সন্তান মাগেন রাজা তারে আহ্বানিয়া॥ নিত্য তপোগৃহে রাজা

প্রদীপ জ্বালিত। স্বহস্তে দরিদ্র দীনে ভোজ করা-ইত॥ নিশি যোগে পৃথ্বীনাথ অর্চনা করিয়া। পুত্রচাহে সাষ্টাঙ্গেতে তারে প্রণমিয়া॥ ভক্তিতে হইয়া তুষ্ট সেই দয়াময়। সেবক জানিয়া তারে হইল সদয়॥ দয়ারূপ নবমেঘ করিয়া উদয়। বাঞ্ছারূপ ক্ষেত্রে বারি দিলেন নিশ্চয়॥ সেই বৎসরেতে তার এক পত্নী সতী। প্রভুর ইচ্ছায় তিনি হৈল গর্ভবতী॥ যে কিছু আছিল দুঃখ রাজার মনেতে। পরিবর্ত্ত হৈল তাহা আহ্লাদ রূপেতে॥ প্রভুদাস কহে শুন রাজা মহাশয়। দুঃখের দিবস গেছে সুখের উদয়॥ অচিরাৎ হবে জন্ম তোমার সন্তান। অবিলম্বে দীনে কর পূর্ণ পাত্র দান॥

অথ রাজপুত্র বেনজিরের জন্ম।

রাগিণী ললিত, তাল আড়া।

শোকের দিবস গেল হৈল হরিষ উদয়।
উদয় হয়ে পুত্র শশী হৈল ঘর আলময়॥ কলুষিত আছিল মন, নির্ম্মল হইল এখন, জন্মে ঘরে

সন্তান ধন, দুঃখ দূরীভূত হয়। পূর্ণ হৈল মন আশ, গাত্রে নাহি আটে বাস, শ্রবণ করে প্রভু-দাস, অতি হরষিত হয়॥

পয়ার॥ এইরূপে নয় মাস হইলে অতীত। রাজপুত্র রূপচন্দ্র হইল উদিত॥ এমনি বিস্ময়কর হৈল রূপ তার। রবি শশী হেরে তারে হয় চমৎকার॥ উজ্জ্বল বয়ানে তার নেত্রপাত ভার। অবতীর্ণ হৈল যেন সাক্ষাৎ কুমার॥ অধীর আছিল সবে হইল সুস্থির। বেনজির তার নাম করিলেন স্থির॥ কঞ্চুকী ও দাসীগণ রাজার সদনে। নিবেদন করে আসি প্রফুল্ল বদনে॥ সুসংবাদ দেয় তারা স্ফুটিত বচনে॥ রাজপুত্র হৈল জন্ম তোমার ভবনে॥ তোমা পরে প্রজা যেই করিবে পালন। সেই প্রজাপতি হৈল তোমার নন্দন॥ রাজ্য আর ধন তার হৌক আজ্ঞাকারী। সরস্বতী ত্যজে বিষ্ণু হৌক তার নারী॥ কমলের বন ত্যজে আপে লক্ষ্মী সতী। তার গৃহে নিরন্তর করে যেন স্থিতি॥ ইহা শুনি মহারাজ পৃথিবী রক্ষক। পবিত্র শয্যায় করে পতিত মস্তক॥ সাষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত করেন ঈশ্বরে।

আপনাকে অতি ভাগ্যবান জ্ঞান করে ॥ দাসী-গণে শিরোপা সুবর্ণ রূপা দিল। তাহাদের উপকার গ্রহণ করিল ॥ হর্ষোৎফুল্ল লোচনেতে আপনি ভূপতি। বাদ্য আড়ম্বর লাগি দিল অনুমতি ॥ ভাণ্ডার খুলিয়া দিল লইতে সবায়। দীন দুঃখি দরিদ্রেতে কত ধন পায় ॥ ধনশালা হইতে ধন বাহির করিল। উত্তম উত্তম সভা প্রস্তুত হইল ॥ নাটশালা হৈতে সজ্জা করি আনয়ন। সাজায় উত্তম রূপে রাজার ভবন ॥ পরে বাদ্য করে ডাকি আপনি ভূপতি। নৌবত বাজাতে সবে দিল অনুমতি ॥ হর্ষের নৌবত সবে ত্বরিত বাজাও। সমুদ লোকেরে এই সংবাদ জনাও ॥ তাহারা শুনিয়া ইহা হয়ে হরষিত। বাদ্য যন্ত্রে স্বর্ণ মণি লাগায় ত্বরিত ॥ বাদ্যশালা পট্টাম্বর বনাতে মুড়িল। বাদ্যের সামগ্রী যত প্রস্তুত করিল ॥ অগ্নি জালি যন্ত্র আদি সেকিয়া লইল। নৌবত ঝাঝর রোল বাজাতে লাগিল ॥ বাদ্যের শুনিয়া শব্দ মোহিত হইয়া। পুরুষ রমণী কত রহে দাঁড়াইয়া ॥ সঙ্গীতের ধ্বনি ব্যাপ্ত হইল চতুর্দ্দিকে। চতুর্দ্দিক হৈতে লোক ধায়

সেই দিকে ॥ পথ হৈল আলোময় লোক আনন্দিত। বসন্ত কালেতে যেন চন্দ্রমা উদিত ॥ নগর হইল পূর্ণ বাদ্য আড়ম্বরে। বাদ্য সঙ্গীতের ধ্বনি হয় ঘরে ঘরে ॥ সত্য কাল ফিরে যেন আইল পুনর্ব্বার। প্রভেদ নাহিক রয় যামিনী দিবার ॥ নর্ত্তকেরা নৃত্য করে গায়কেরা গায়। বাদ্যকর বেণু বীণা তবলা বাজায় ॥ যাত্রাকর যাত্রা করে মধ্যে মধ্যে রঙ্গ। ভাঁড় লোকে আসি কের করে রঙ্গ ভঙ্গ ॥ কবিদল কবি গায় শুনে পায় হাসি। এ উহাকে গালি দেয় তুলো নাতা নাসি ॥ পাঁচালির দল গায় সুখেতে পাঁচালি। হিজড়ারা আসি ফের দেয় করতালি ॥ বাই নারী নেত্র ঠারি অঙ্গুলি হেলায়। খেমটার নর্ত্তকী আসি নিতম্ব দোলায় ॥ আড় খেমটা গায় আর নাচে তালে তালে। সোণার ভূষণ অঙ্গে সিন্দূর কপালে ॥ আর কত সুন্দরীরা আসিয়া সভায়। নাচিয়া গাইয়া যত লোকেরে ভুলায় ॥ মুচকিয়া হাসি কভু বদন ফিরায়। ঘোমটা টানিয়া কভু আনন লুকায় ॥ ছল করি কখন বা তুলিয়া অঞ্চল। মস্তক উপরে দিয়া

হাসে লে থল ।। থমকিয়া নাচে ধীরে ধীরেতে গমন । চলনে লোকের মন করে আকর্ষণ ।। বাজিকরে বাজি করে আশ্চর্য্য দেখিতে । তামাসা দেখায় কত জ্ঞান ভেলকিতে ॥ সাপড়িয়া লোকে সর্প খেলে মন্ত্র বলে । মানির মায়ের জ্ঞান বারম্বার বলে ।। পরে পাত্র মিত্র আর সভাসদ্ গণ । নানা উপহার দিল রাজার সদনে ।। সবে রাজপুত্রে পুষ্প লাজাঞ্জলি করে । ধন সহঃ তব বৃদ্ধি করেন ঈশ্বরে ।। মহারাজ উপহার করিয়া গ্রহণ । সম্মান করিয়া সবে দিল সিংহাসন ।। বসিয়া তামাসা হেরে আনন্দিত মনে । সম্মুখে আসিয়া নাচে বাই দলগণে ।। ফলতঃ যতেক ছিল নগরে মানব । আহ্লাদেতে পুলকিত হৈল তারা সব ।। অন্তঃপুরেতেও হয় অতি ধাম ধুম । সদা গীত গায় সবে নাহি নেত্রে ঘুম ।। পুরি মধ্যে নারীগণ নাচে কত রঙ্গে । ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে এ উহার অঙ্গে ।। ষষ্ঠ দিনাবধি মহা থাকে ধুম ধাম । লিখিলে বাড়িবে পুথি তাই ছাড়িলাম ।। অন্তঃপুরে যত্নে পুত্রে পালিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে এক বৎসর

হইল ।। হইল বৎসর চারি যবে বয়ঃ তার। চন্দ্রের স্বরূপ তার হইল আকার।। অস্ফুট মধুর বাক্যে মন প্রাণ হরে। এক অঙ্ক দেশ হৈতে যায় অঙ্কান্তরে।। তখন হইল ফের পূর্ব্ব মত ধূম। হরিদ্রা মাখেন সবে চন্দন কুঙ্কুম ।। আমোদ প্রমোদ পুনঃ হৈল নানা রঙ্গে। নর্ত্তকীরা আসি ফের নাচে রস রঙ্গে।। যখন লাগিল পুত্র ভ্রমণ করিতে। পদে পদে মন প্রাণ লাগিল হরিতে।। যেই দিকে নেত্রপাত করে রাজসুত। স্তব্ধ হয় লোকে ঘটে ব্যাপার অদ্ভুত।। প্রভু-দাস কহে হৈল এখনি এমন। নাহি জানি কিবা হয় আইলে যৌবন ।।

অথ উদ্যান নির্ম্মাণ।

রাগিণী কালেংড়া, তাল জলদ তেতালা।

লুকাইয়া পুত্র ধনে রাখি গোপনে। ধ্রু। নির্জ্জনেতে রাখি সেই অমূল্য রতনে।। রচে নির্জ্জন ভবন, রাখি তায় পুত্র ধন, পাছে নাকি আসে শমন, লয়ে যায় তায়। তা হইলে হব

ফণী মণিহারা প্রায় ।। মরণ হইব প্রাণ্ডে রব না জীবনে । হেন স্থানে রাখিব তায়, যেন কেহ দেখা না পায়, প্রভুদাস দিলেক সায়, বুঝিয়া মনে ।। বানাইয়া উপবন রাখ নির্জ্জনে। পাছে কেহ হরে সেই অমূল্য ধনে ।।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।। ভৃত্যগণে নরপতি, দিল সবে অনুমতি, নির্ম্মাণিতে উত্তম উদ্যান । তার মধ্যে সরোবর, দেখিবারে মনোহর, প্রবেশিলে তৃপ্ত হয় প্রাণ ।। রাজ অনুমতি পরে, বাগান প্রস্তুত করে, দেখে লোকে লাগে চমৎকার । মধ্যে ইন্দ্র পুরী হয়, চন্দ্রাতপ স্বর্ণময়, যত দ্বার নির্ম্মায় রূপার ।। যবনিকা আর চিক, স্বর্ণময় চারি দিক, শোভা যেন থাড়া দ্বারে দ্বারে । কাঞ্চনের রজ্জু কত, আছে সেথা শত শত, ঠিক প্রাতঃ সূর্য্যের প্রকারে ।। চিক সব দেখনেতে, জাল পড়ে লোচনেতে, নেত্র তায় না হয় পতিত । রূপাময় তার ছাত, বিছায়েছে রূপা পাত, প্রাচীরেতে সুবর্ণ লেপিত ।। গবাক্ষে দর্পণ আছে, শুক শারী তার কাছে, সুমধুর কলরব করে । হেরি-বারে মনোহর, অতি মাত্র শোভা কর, ইন্দ্রপুরী

অমর নগরে ॥ মখমলের শয্যা তায়, দেখি বাঞ্ছা জ্ঞান যায়, প্রভা দেখি স্বর্গ বোধ হয়। নাস্তিক যদি দেখিত, নাস্তিকতা ছেড়ে দিত, পার হৈত মরণ সময়॥ সুগন্ধাদি মনোহর, রাখা আছে থর থর, পরিমল ঘ্রাণে যায় জ্ঞান। সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক তায় মরি কিব শোভা পায় শয়নেতে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ॥ শোভা তার ভূমিপরে, গ্রহ যেন ব্যোম পরে, যামিনী যোগেতে তমো হরে। সেথাকার মৃত্তিকায়, কি প্রভা কহিব আর, চন্দনের কাষ্ঠ স্তূপ পরে॥ জল যন্ত্র মর্ম্মরের, মধ্যে মধ্যে প্রাচীরের, অতি মনোহর শব্দ তার। পুষ্পতরু কাছে তার, সারি সারি আছে আর, গন্ধবহ-বহে গন্ধ যার॥ ফল বৃক্ষ শত শত, অঙ্কুর আছয়ে কত, সুরাপায়ী দেখে হরষিত। পাদ-পাদি পল্লবিত, পুষ্পলতা কুসুমিত, পরিমলে দিক্ আমোদিত॥ মল্লিকা মালতী ফুল, সহকা-কারাদি বকুল, ফুটে, আছে অতি শোভা করে। কোকিল বসিয়া ডালে, কুহরে বসন্ত কালে, পুষ্পে বসি ভ্রমর গুঞ্জরে॥ এলা ও লবঙ্গলতা, নানাবিধ তরুলতা, হরিদ্বর্ণ অছে দুর্ব্বাদল।

কি কব তাহার শোভা, প্রাণ আর মনোলোভা, হেরে অঙ্গে নাহি থাকে বল ॥ বহিছে মলয়ানিল, সদা ডাকিছে কোকিল, পিঞ্জরেতে শারী শুক ডাকে। ময়না বাবুই আর, কাকাতুয়া কাছে তার দধিয়াল শ্যামা ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ স্ফুটিত ফুল শোভায়, উদ্যান জ্বলন্ত প্রায়, আমোদিত গন্ধযুক্ত বাতে। বকুল পাদপতলে, প্রভাত মলয়ানিলে, পুষ্প শয্যা হয় ফুলপাতে ॥ তার মধ্যে সরোবর, জল অতি মনোহর দর্শনেতে জন্মায়ে আহ্লাদ। ফুটে পুষ্প কুবলয়, হেরে মন তুষ্ট হয়, আকাশেতে উঠে যেন চাঁদ ॥ কুমুদ কমল ফুল, উড়ে বৈসে অলিকুল, মত্ত সদা থাকে মধুপানে। জলে বিহঙ্গমদল, সদা করে কোলাহল, যেন সুধা বৃষ্টি করে কানে ॥ কুমারী নারী রূপসী, কত ভ্রমে কত বসি, স্বর্গের অপ্সরা রূপ জিনি। নিরন্তর রসরঙ্গে, সদারাজ পুত্রসঙ্গে, সুখে ভুঞ্জে দিবস যামিনী ॥ নাচে গায় চলে ফেরে, কিছু নাহি চিন্তান্তরে, স্বর্গ বাসী জিনি সুখে থাকে। দেখিলে দেবতা বর্গ, কহিতেন এই স্বর্গ, ত্যজিতেন কৈলাবাসাকে ॥ ছিল যত সহচরী, আহা আহা মরি

মরি. কেহ নিশানাথ কেহ সূর্য্য। কিবা নাক মুখ কান, কি না ভঙ্গ কি বা মান, কি বা যুবা ফাঁদ দেশ গুয়া॥ কারো মুখে সদা হাসি, যুবাপুরুষের ফাঁসি, কেহ কেহ আছে কুরঙ্গাঁখি। সে সব নারী রূপসী যার ক্রোড়ে ভুঞ্জে নিশি, পৃথিবীতে সেই জন সুখী॥ করে সবে অভিমান, কভু উদ্যানে বেড়ান, কখন বা নামে সরোবরে। যৌবনের অহঙ্কারে, গ্রাহ্য নাহি করে কারে, সতত থাকেন মান ভরে॥ বাজায় কভু অঙ্গুলি, কখন বা করতালি, কভু হাসে কভু দেয় গালি। কেহ অলঙ্কার পরে, হেলায়ে ঝঙ্কার করে, তাকে লোকে তুই শব্দবলি॥ কেহ বা ঘুঙ্গুর পরি, চলিতেছে শব্দ করি, নূপুর বাজায় কেহ পদে। পদপরে পদ দিয়ে, কেহ বা তামাকু পিয়ে, আছে সবে আমোদ প্রমোদে॥ কেহ সরো-বরে গিয়া, স্নান করে ডব দিয়া, কেহ তীরে বসি পদ নাড়ে। কেহ বসে শুক কাছে, কেহ সারি নিয়া আছে, কেহ পুষ্প কেহ ফল পাড়ে॥ কেহ কেহ কামরঙ্গে, এ উহার ধূলি অঙ্গে, দেয় আর হুড়াহুড়ি করে। দর্পণ দেখিছে কেহ, কেশ বান্ধিতেছে কেহ, কেহ মিশি লাগায় অধরে॥

ওষ্ঠেতে মিশির ছটা, লাগায় কপালে ফোটা, সম্মুখেতে দর্পণ রাখিয়া। ফলতঃ হেতু ইহার, নানা নারী রাখিবার, অপাত্যের হর্ষের লাগিয়া॥ মাতা পিতার সম্মুখে, পালিত হইল সুখে বিদ্যা অভ্যাসের বরং হয়! আচার্য্য নিযুক্ত হন, সর্ব্ব-বিদ্যাভ্যাসীগণ, দিবানিশি তার কাছে রয়॥ অল্পকাল ক্ষেপ পরে, সর্ব্ব বিদ্যাভ্যাস করে, পারদর্শী হৈল সর্ব্বশাস্ত্রে। কাব্যশাস্ত্র রাজ-নীতি, গদ্যে পদ্যে কবি অতি, বাড়ে বল ব্যায়া-মেতে গাত্রে॥ বৈদ্য বিদ্যা শাস্ত্র জ্যোতিঃ, শি-খিয়া বিদ্বান অতি হইলেন অল্পকাল মধ্যে। শিখি রাগ আর তান, বাদ্য আর নৃত্য গান করি-তেন অতি মাত্র সুছন্দে॥ আর্বি ও বাঙ্গালা পার্শি, শিখে হৈল পারদর্শী, ইংরাজি ও নাগরি সকল। জর্ম্মনি চিনি তুরানি, উড়িষ্যা ও এবরানি, নীতি শিখে হইল সরল॥ গাত্রেতে হইল বল, মাং-সল বাহুযুগল, দীর্ঘ অতি হৈল বক্ষঃস্থল। কটি দেশ অতি ক্ষীণ, হস্তপদ হৈল পীন, হইলেন সমরে অটল॥ তীর বাণ কামানাদি, তোপ গোলা বন্দুকাদি, শিখিলেন ফিরিঙ্গি জিনিয়া।

চারি আর দশ শাস্ত্র, শিখিলেন রাজপুত্র জ্ঞানঃ শালী বুঝালি চাহিয়া॥ এরূপে বাগানে রহে, রাজা রাণী মিলি দোঁহে প্রাতে আর সন্ধ্যা আসি হেরে। প্রভুর সেবক কয়, যারে সে সদয় হয়, সর্ব্ব দ্রব্যে পূর্ণ তারে করে॥

অথ বেনজিরের আরোহণের উদ্যোগ করিতে অনুমতি।

রাগিণী কালেংড়া, তাল জলদ তেতালা।

দেখ পূর্ণ শশি করে অশ্বে আরোহণ। ধ্রু। প্রাতঃকালে উঠে যেন গগণে তপন॥ গৃহরূপ পূর্ব্ব হৈতে, দেশ রূপ গগণেতে, উঠে শশি ভ্রমণেতে, হরষিত মন। হেরে বিরহিণীগণ মন উচাটন॥ সতী রমণীর হয় সতীত্ব দমন। তারা রূপ ভৃত্যগণ সঙ্গে যায় সর্ব্বজন, সঙ্গে নিয়া পুত্রধন, চলিল রাজন॥ প্রভুদাস বসি সব করে দরশন। মনে ভাবি অদ্য বুঝি হেরিনু মদন॥

পয়ার॥ দেখিতে দেখিতে হৈল যৌবন উদয়। নব পল্লবেতে যেন নব ফুল হয়॥ দ্বাদশ

বৎসর হৈল বয়স্ক তাহার। শোক তাপ অস্তগত হইল সবার॥ অনুমতি দিল রাজা নকিব সবারে। আপামর সাধারণ কহ সবাকারে॥ কল্য প্রাতে আসে যেন প্রস্তুত হইয়া। বিনস্ক্রির বারি হবে ভ্রমণ লাগিয়া॥ করি তুরঙ্গাদি আর শকট খচর। প্রস্তুত করিতে ভৃত্যে আজ্ঞা জ্ঞাত কর॥ যাহা আবশ্যক হয় করয়ে প্রস্তুত। সাজিয়া আসয়ে যেন সেনা রাজপুত॥ প্রজা-গণে হরষিত করোনা ত্বরিতে। বেনজির কল্য বারি হবে নগরীতে॥ এই আজ্ঞা দিয়া রাজা প্রবেশে ভবন। নকিব লোকেরা করে স্বকার্য্যে গমন॥ সূর্য্য গেল অস্তাচল আইসে শর্ব্বরী। রাত্রি হয় চন্দ্রোদয় পৃথ্বী আল করি॥ উদয় হইল নিশানাথ গগনেতে। কুমুদ খুলিল আঁখি হাস্য বদনেতে॥ ব্যোমরূপ রাজ্যালয়ে তিমির হরিতে। শশি তাম্রারূপ দীপ লাগিল জ্বলিতে॥ শীঘ্র করি বিভাবরী করিল গমন। ইন্দুজাগি শ্রান্তি লাগি করিল শয়ন॥ নিদ্রাতে আছিল প্রাতে জাগিল ভাস্কর। লুকায় ডরেতে দেখি নক্ষত্র তস্কর॥ কুমদ মুদিত হৈল কমল স্ফুটিত।

পেচক বিমন হইল চক্রবাক প্রীত॥ প্রভাত মলয়ানিল বহিতে লাগিল। সুখে পণ্ডিতদের মনে আহ্লাদ জন্মিল॥ নরপতি অনুমতি দিল নরবরে। স্নান করি বস্ত্র পরি সাজ শীঘ্র করে॥ প্রভুদাস কহে শুন প্রজাপতি সুত। শীঘ্র করি সাজ করি না হও প্রস্তুত॥ এখানেতে সেরূপ মন প্রাণ হরে। নাহি জানি কিবা হবে মানে অন্তরে॥

অথ বেনজিরের স্নান।

রাগিণী কালেংড়া, তাল জলদ তেতালা।

অপরূপ দেখিলাম গিয়া সরোবরে। স্নান করিতে দেখে আইলেম পূর্ণ শশধরে॥ কভু দেখি নাই যাহা, আজ হেরিলাম তাহা, মরি মরি আহা আহা, কি শোভা মুখের। সরোবরে উঠে যেন তরঙ্গ রূপের॥ দেখিয়া চৈতন্য যায় পড়ি মূর্চ্ছা ধরে। মুখ যেন সুধাকর, নাভি কাম সরোবর, পদ্ম তার পদকর, বাক্য সুধাময়, হেরিলে অপ্সরোগণ। দাসী হয়ে রয়, প্রভুদাস দাস হয়, তাহারে হেরে॥

পয়ার। যুবরাজ স্নানাগারে প্রবেশ করিল। গ্রীষ্মেতে শরীর তার স্বেদার্দ্র হইল॥ ভিজাঙ্গ হইল হয়ে ঘর্ম্ম বারি বারি। যেন পুষ্প আর্দ্র পড়ে শিশিরের বারি॥ দাসীগণ বস্ত্র নিয়া আসিয়া পৌঁছিল। কোমল শরীর তার দলিতে লাগিল॥ কি কহিব স্নান কালে শোভা শরীরের। মেঘাবৃতাকাশে যেন আলো তড়িতের॥ অধর উপরে বারি পড়িল তাহায়। যেন পুষ্প পর্ণে পড়ে শিশির নিশায়॥ জলবিন্দু পড়ে যবে লোচনে তাহার। বোধ হয় ইন্দীবরে পড়েছে নীহার॥ প্রকাশ হইল রূপ নাহিক উপমা। আকাশে উদয় যেন সাক্ষাৎ চন্দ্রমা॥ সরোবর তীরে যবে গেল বেনজির। প্রতিবিম্ব পড়ে যেন জলেতে শশির॥ উজ্জ্বল বদন আর ভিজা কুন্তলের। শোভা যেন প্রাত আর সন্ধ্যা শ্রাবণের॥ কেশ হৈতে বারি ভূম্যে পড়িতে লাগিল। রূপের তরঙ্গ যেন বহিয়া চলিল॥ ভৃত্যগণ মলনার্থে পদে হস্ত দিল। হাসিয়া অস্থির হয়ে টানিয়া লইল॥ রোমাঞ্চ হইল তার সমস্ত শরীর। ভুরুতে গুঙুরি চিহ্ন হইল বাহির॥

হাসিয়া সকল লোকে আশীর্ব্বাদ করে। হরষিত থাক তুমি ধরণী উপরে॥ অবগাহনাদি সব সমাপন করি। বাটীতে আইল রায় শুভ্র বস্ত্র পরি॥ জলাশয় রূপ মেঘ হৈতে বেনজির। রূপচন্দ্র পৃথিবীতে হইল বাহির॥ কলত সেবক যত স্নান করাইয়া। রাজ যোগ্য পট্টাম্বর দিল পরাইয়া॥ মণিময় আভরণ পরিল যখন। রতনের রত্নাকর হইল তখন॥ গলেতে মুক্তার হার পরে বেনজির। নক্ষত্রের হার যেন গলায় শশির॥ মুকুট পরিল শিরে মণিমুক্তাময়। রৌদ্রেতে দর্পণ মত তার শোভা হয়॥ এইরূপ বেশ করি হইয়া ভুষিত। গৃহরূপ পূর্ব্ব হইতে হইল উদিত॥ ঘোটক উপরে পরে হৈল আরোপিত। পাত্র মিত্র রত্নকরে চরণে পতিত॥ ঘন ঘটামত শব্দ হৈল দুন্দুভির। নকিব চীৎকারে বারি হৈল বেনজির॥ হস্তী খাড়া কোটি২ পৃষ্ঠেতে আমারি। সোণার রূপার তায় আছে কারিগরি॥ আধিপত্য ছত্র আদি সোণা ও রূপার। পালকি নালকি মৃগ তৃষ্ণিকা আকার॥ কাহারদিগের বস্ত্র সব মণিময়। আস্তে আস্তে

গতি তার কিবা শোভা হয়॥ শিরে আছে পাগ কটিদেশে কটিবন্ধ। ঝক ঝক করে দেখিবারে কিবা ছন্দ॥ সমারোহ ধুম ধাম হইল এমন। পাণি গ্রহনাদি সময়ে হয় যেমন। পাত্র মিত্র সুহৃদাদি চলে সঙ্গে সঙ্গে। বাদ্যকর বাদ্যকরি চলে নানা রঙ্গে॥ সকলের পরিধেয় বস্ত্র মণিময়। গন্ধর্ব্ব-নগর মত শোভাকর ন্যায়॥ নগরের লোক হেরে হয় হরষিত। বসন্ত আইলে যেন হয় আনন্দিত॥ দর্পণে মুড়িয়া ছিল নগরের গর। দ্বিগুণ হইল শোভা দেখিতে সুন্দর॥ নগরের নারীগণ সংবাদ শুনিয়া। আপন আরব্ধ কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া॥ অট্টালিকা পরে সবে করে আরোহণ। এক দৃষ্টে পথ পানে করয়ে দর্শন॥ সৌন্দর্য্য হেরিয়া তারা পড়ে ভুমি পরে। ঝপ ঝপ মুর্চ্ছা সবা-কার সংজ্ঞা হরে॥ কুলের কামিনী সব করিতে হেরণ। গবাক্ষের দ্বার যত করে উদ্ঘাটন॥ যেন পুরী রাজপুত্রে করিতে দর্শন। সহস্র সহস্র নেত্র করে উন্মিলন॥ কত জাতি দেখে রায় কত কার থানা। প্রভুদাস কহে তাহা করিয়া রচনা।

অন্ত্যযমক পয়ার। সন্ন্যাসী যোগিরা বসি করিতেছে জপ। ধনী লোকে বসি আছে উঙ্কে চন্দ্রা তপ॥ অন্ধ আর খঞ্জকেরে হাতে ধরি দণ্ড। কোটাল ধরিয়া নষ্টে করিতেছে দণ্ড॥ কার দুই চক্ষু আছে কত আছে কান। রাজ ভৃত্য ধরি করে কাটে নাক কান॥ মছলমান লোক সব বসি জপালয়ে। পড়িছে কোরাণ তারা হস্ত পরে লয়ে॥ ব্যাধে শর মারে টানি ধনুকের গুণ। ভ্রমর পুষ্পেতে বসি করে গুন গুন॥ এই রূপে নগরেতে ভ্রময়ে কুমার। আর পরে কত হেরে ছুতার কুমার॥ কুমার ঘুরায় চাক গড়ে শরা হাঁড়ি। তার পরে দেখে কত বাগ্দি ও হাড়ি॥ শুঁড়ি লোকে দোকানেতে বেচিতেছে মদ। বেশ্যা করে নষ্ট সঙ্গে আমদ প্রমদ॥ কসবি যতেক আছে নানা রস রঙ্গে। কত বাঁকা পদে ভ্রমে কেহবা তুরঙ্গে॥ নানা লোক পরি আছে নানা রঙ্গ বেশ। তার পরে রায় করে রাজারে প্রবেশ॥ ব্যবসায়ী লোকে বেচে মুলা বারতকি। ক্রেতাগণ কহিছে ক্রয়নিয়ক ভকি॥ মৎস্য বেচিতেছে যত মেছনি ও জেল্যা। দিবা ভাগে

শুখে বেচে রাত্রে দীপ জ্বেল্যা ॥ কতবা পুরুষ আছে কতবা রমণী। স্বর্ণ লেন্যা বেচিতেছে স্বর্ণ মুক্তা মণি ॥ কত লোক বেচিতেছে কাপড়ের থান। আসিয়াছে বণিকেরা ত্যজিয়া স্বস্থান ॥ পরে রায় সন্মুখেতে দেখে গঙ্গাকুল। কেলি করি চরিতেছে জল চর কুল ॥ তীরে বসি ঋষিগণ বাজাইতেছে গান। ডাড় টানিতেছে বসি নির্ব্বোধ বাঙ্গাল ॥ তরণী দেখায় আর করয়ে প্রণাম। বোলা গাজি মান গাজি এই রূপ নাম ॥ ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারেতে কহে প্রভু দাস। পরকালে হয় ত্রান হইলে প্রভুদাস ॥

অথ মহারাজের পুত্র সহ পরিত্যাগ মন্দ।

দীর্ঘ ত্রিপদি। এই রূপে নরপতি, করি সমারোহ অতি, ভ্রমিলেন সমস্ত নগরে। অদৃষ্টবান দরিদ্রে, দেখায়ে আপন পুত্রে, ফিরিয়া আইল নিজ ঘরে ॥ রাজা রূপ দিবা নাথ, পুত্র রূপ নিশানাথ, প্রবেশিল গৃহ রূপাকাশে। পাত্র মিত্র চোবদার, গেল নিজ নিজাগার, সৈন্য ভৃত্য গেল স্বীয়াবাসে ॥ ভবনের সহচর,

আইল হয়ে অগ্রসর, রায় পদে করে প্রাণ দান। ভৃত্য সঙ্গে বেনজির, প্রবেশে মধ্যে পুরির, গায়-কেরা আরম্ভিল গান॥ বেশ ভূষা করি অঙ্গে, অর্দ্ধনিশি রাগ রঙ্গে, গান বাদ্য করেন শ্রবণ। ছিল পূর্ণিমার নিশি, কিরণ বিস্তারি শশী, আল করি আছিল ভুবন॥ চন্দ্রের কিরণ শোভা, হৈল তার মন লোভা, বসি জ্যোৎস্না দেখে কবি-বর। নিশানাথ কিরণেতে, হেরিলে হয় মনেতে, পৃথ্বী হৈল পারার সাগর॥ হেরি চন্দ্রের কিরণ, হৈল মন উচাটন, অনুমতি দিল সহচরে। আ-মার মনেতে লয়, কোঠা পরে শয্যা হয়, শয়ন করিব ছাত পরে॥ আজ হেরে মনোহর, ইচ্ছা হৈল মনে মোর, অদ্য ছাতে করিব শয়ন। সহচর শুনি বাণী, গেল যেথা চক্রপাণি, নিবেদিল এই বিবরণ॥ শুনি কহে মহিপাল, গেল অমঙ্গল কাল, শঙ্কা কিবা শুইতে কোঠায়। কিন্তু সাব-ধান সবে, বারি মত জাগি রবে, মন্ত্র পাঠ কর তার গায়॥ আজ্ঞালয়ে ভৃত্যগণ, করে পরি-ত্যাগ মন, সৌধশিরে পালঙ্গ রাখিল। ললাটে লিখন যাহা, কভু নাহি খণ্ডে তাহা, দ্বাদশ বৎসর

সেই ছিল॥ স্থিতি করে ভুতজ্ঞান, যথা ছিল বর্ত্তমান, বিদ্বান লোকের বাক্য যথা। যে কিছু করেন বিধি, গণকেরা হত বুদ্ধি হয় তাতে নাহি সরে কথা॥ ফলত যতেক দ্বারী, থাকে তারা শারি শারি কি দুঃখ ঘটিবে নাহি জানে। শির লেখা হবে সত্য এই জন্য সবে মত্ত, থাকে রাগ রঙ্গ বাদ্য গানে॥ কাল রূপ কাল সাপ, দেয় লোকে পরিতাপ, এক মতে কভু নাহি থাকে। প্রভুদাস কহে সবে, সাবধান হয়ে রবে, দেখ যেন পড় না বিপাকে॥

অথ রাজকুমারের হরণ।

রাগিণী টোড়ি তাল এক তালা।

একি বিপরীত, হয়ে মুগ্ধচিত, নারী হয়ে করে পুরুষ অপহৃত। ধ্রু। আসক্তা হইয়া, লিয়া যায় হরিয়া, নারিরা শুনিয়া হইবে লজ্জিত॥ পূর্ব্বে দশানন, আসিত পবন, জনক নন্দন, করিল হরণ, এহেরি কেমন, পুরুষ হরণ, শুনি বিবরণ, প্রভুদাস বিস্মিত॥

লঘুত্রিপদি। পরে বেনজির, নিদ্রায় অস্থির, হইয়া যায় পালঙ্কে। মণিময় খাট, রাজা যোগ্য ঠাট, স্পর্শে লোম উঠে অঙ্গে॥ শুইলে তাহায, মনো দুঃখ যায়, মৃদু উপধান তায়। পালঙ্ক যেমন, শ য্যাও তেমন, সুখে শুয়ে নিদ্রা যায়॥ বসন্ত সময়, পবন মলয়, দিগ্ধ গুল আল ময়॥ চৌকি ছিল যারা, আনন্দেতে তারা, নিদ্রাগত সবে হয়॥ সুক্ষ চন্দ্রোদিত, আছয়ে জাগ্রত, বেনজিরের প্রহরি। জগতের হিত, লাগিয়া উদিত, আছে পৃথ্বী আল করি॥ নর-পতি পুত্র, উত্তরির বস্ত্রে, গাত্রে দিয়া নিদ্রা যান। পুষ্প পরিমলে, হস্তদিয়া গালে, যৌবন ঘুমেতে অজ্ঞান॥ প্রভুর ইচ্ছায়, তথা হৈতে যায়, কোন একস্ত্রী অবলা। গগন মার্গেতে, যামিনী যোগেতে, যাইতে ছিল সে সরলা॥ গন্ধর্ব্ব যুবতী, অতি রূপবতী, রূপতার মনোহর। দৈবের ঘটন, পড়িল নয়ন, বেনজিরের উপর॥ দেখিয়া কুমারে, অনঙ্গ সঞ্চারে, মন অগ্নি উঠে জ্বলে। হইল অজ্ঞান, মদনের বাণ, ফুটে তার বক্ষ স্থলে॥ হৈল উন্মাদিন, যেন কুমুদিন, শশির

লজ্জা পাত্তিনী। প্রাণ আর মন, করি সমর্পণ, হইল অনুরাগিণী ॥ অবলা পাইয়া, প্রবল হইয়া, পঞ্চশর বাণ হানে। হয়ে আজ্ঞাকারী, গন্ধর্ব্ব কুমারী, সিংহাসন তথা আনে ॥ নামিয়া তথায় দেখে স্বর্গ প্রায়, পালঙ্কে শুয়ে নাগর। যেন রতিপতি, ত্যাগ করি রতি, নিদ্রাবেশে খাটপর ॥ পঞ্চশরে হর, মাতি নিজ শর, ক্রোধে ভস্ম করে ছিল। তাহার কারণ, আপনি মদন, এই স্থানে জন্ম নিল ॥ নিদ্রাবস্থাতেও, অজ্ঞাতসারেও, হানিল মন্মথ বাণ। এইরূপে লোকে, শর মারি বুকে, করে কত দুঃখ দান ॥ ব্যস্তে গেল কাছে, বস্ত্র গায় আছে, দেখি করে উন্মোচন। সাত্ত্বিক ভাবেতে, অজ্ঞাতসারেতে, বদন করে চুম্বন ॥ ত্যজে লাজ ভয়, মনে সাধ হয়, করে তারে আলিঙ্গন। কিন্তু অবশেষ, দিয়া উপদেশ, লজ্জা করিল বারণ ॥ কন্দর্প আসিয়া, উপদেশ দিয়া, কহিল তাহার কানে। পালঙ্ক তুলিয়া, চল না লইয়া, আপন গন্ধর্ব্ব স্থানে ॥ শুনি উপদেশ বুঝিয়া বিশেষ, উড়িল লয়ে পালঙ্ক। সাহায্যে য়ার, হইয়া কাহার, সঙ্গে চলিল অনঙ্গ ॥

কিঞ্চিৎ উপরে, ব্যোম পথ পরে, গেলে ভ্রান্তি হৈল মনে। যেন গ্রহগণ, করিয়া কিরণ, উঠিয়া আছে গগণে॥ দেখিতে দেখিতে পৌঁছিল ত্বরিতে, নিজ গন্ধর্ব্ব নগরে, কহে প্রভুদাস, অনঙ্গ বিলাস সঞ্চারিলে জ্ঞান হরে॥

অথ রাজা রাণীর খেদ।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

একি বিড়ম্বনা, বিধির ঘটনা, পুত্র বিনা প্রাণ বাঁচে না বাঁচে না। ধু। পেয়ে পুত্র ধন, হারা হোলেম এখন, ললাটের লিখন, খণ্ডে না খণ্ডে না॥ সাধনের ধন, সন্তান রতন, বল কি কারণ, ত্যজিলে ভবন। তোমার মাতা পিতা, রৈলে গিয়া কোথা, পুত্র শোক প্রাণে সহে না সহে না॥ বিনা পুত্র ধন, ত্যজিব জীবন, হইলে মরণ, যায় জ্বালাতন। প্রভুদাস কয়, রাজা মহাশয়, ধৈর্য্য ধর মনে ভেব না ভেব না॥

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী॥ নিদ্রায় আছিল সক লেতে এক জন নিমিষ পরেতে, উঠিয়া দেখিতে

পায়, নাহি খাট নাহি রায়, কর হানে আপন শিরোতে। নাহি আছে সেথায় পালঙ্ক। নাহি আছে তথা সে অনঙ্গ॥ নাহি আছে সে কমল, নাহি তার পরিমল, হেরিয়া কাঁপয়ে তার অঙ্গ॥ কেন্দে হৈল ভূতলে পতিত, শব্দে সবে করিল জাগ্রত। শুনি এই সমাচার, করে সবে হাহাকার, কান্দে সবে হৈল খেদান্বিত॥ কেহ শিরে করে করাঘাত, কেহ ভূমে দেহ করে পাত। দন্তেতে অঙ্গুলি রাখি, কেহ বহাইছে আঁখি, কেহ কান্দে শিরে দিয়া হাত॥ কেহ গাল দণ্ডেতে রাখিয়া প্রতিমার আকার হইয়া। কহে রাজ্য হৈল নষ্ট, রাজা শুনি পাবে কষ্ট, কেহ কান্দে বিনিয়া বিনিয়া॥ কেহ করি আকুল কুন্তল, কান্দিয়া পড়য়ে ধরাতল। চাপড়েতে দুই গাল, ফুল মত করে লাল, ভূপতিরে জানায় সকল॥ নরপতি শুনি বিবরণ দেহ করে ধরায় পতন। পুত্রে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, কান্দে কত আর্ত্ত স্বরে, কহে শূন্য হইল ভবন॥ সংবাদ শুনিল পরে রাণী। শুনি তার নাহি সরে বাণী। হা হতোস্ম বলি কান্দে, মনে না ধৈরয বান্ধে পড়ে ধরা

শিরে কর হানি ॥ কহে রাজা যত সহচরে, তোমরা আমারে শীঘ্র করে। বেনজির ছিল যথা আমারে লইয়া তথা চল দেখি কে তাহারে হরে॥ তারা সব রাজার আজ্ঞায়, ভূপালে লইয়া তথা যায়। কহে এই স্থানে ছিল নাহি জানি কোথা গেল, শুনি রাজা বলে হায় হায়॥ হায় হায় হায় পুত্র মোর, এমনি আছিল মনে তোর। পিতা মাতা তেয়াগিয়া, কোথায় রহিলে গিয়া, কহে কত হইয়া কাতর॥ অর্দ্ধনিশি ঘুমে কেটে ছিল, বাঁকি অর্দ্ধ বিলাপে কাটিল। চন্দ্র গেল অস্তাচল, সূর্য্য উঠে করি বল, অন্ধকার বিপক্ষে বধিল॥ প্রভাত করিল আগমন, শুনি কষ্ট পায় প্রজাগণ। মুখে বলে হায় হায়, প্রলয় কালের প্রায়, উপস্থিত দেখি যে এখন॥ নগরের সমস্ত মানব, আঃ আঃ বলি শোকে কান্দে সব। পক্ষী আর তরুগণ, শুনিয়া করে ক্রন্দন, কান্দে যত দেবতা দানব॥ পক্ষী কান্দে অতি কোলাহলে, বৃক্ষ কান্দে পর্ণপাত ছলে। পরিবস্ত্র বর্ণ কৃষ্ণ, বারি কান্দে পেয়ে কষ্ট, অগ্নি কান্দে হুহু হুহু বলে॥ অঙ্গুর পড়িল মুর্চ্ছা স্বরে,

ছায়া বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ পরে, ফুল হয়ে দুঃখযুক্ত অঙ্গ চক্ষুময়ে রক্ত, বারি হয়ে পড়ে ভূমিপরে। বায়ু কান্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া, মেঘ কান্দে নীর বর্ষাইয়া ।। শিখী কান্দে কেকা রবে, অশ্ব কান্দে হেষা রবে, দেশ শূন্য তাহার লাগিয়া। রাজা আছে হয়ে অচেতন যায় তথা যত মন্ত্রিগণ, করি তাঁরে সচেতন বুঝাইল জনে জন, সর্ব্ব কর্ত্তা সেই নিরঞ্জন ॥ যথা বটে সহেনা বিরহ, কিন্তু কিবা সাধ্য আছে কহ। ললাটে আছয়ে যাহা, অবশ্য ঘটয়ে তাহা, এক মতে নহে গন্ধবহ ॥ ইচ্ছা যদি করে নিরঞ্জন, অবিলম্বে পাবে পুত্র ধন ॥ যত দিন আছে দেহ, নৈরাশ না হয় কেহ, পুরানেতে আছয়ে লিখন। একমতে নহে কোন জন, যাহা ইচ্ছা করে নিরঞ্জন ।। কারে করে দুঃখ দান, কারে দেয় পরিত্রাণ, হস্ত তার জীবন মরণ। এইমত কহে মন্ত্রিগণে, প্রবোধ পাইল রাজা মনে। করিবারে অন্বেষণ, ধন করে বিতরণ, খুজে লোক সমস্ত ভুবনে ॥ কিন্তু কিছু না পাইল চর, কোথা গেল সেই শশ-

ধর। প্রভুদাস পেয়ে ব্যথা, কহে কবি নাই হেথা, গিয়াছে সে গন্ধর্ব্ব নগর॥

অথ রাজকুমারকে গন্ধর্ব্ব নগরে লইয়া যাওন।

গন্ধর্ব্ব কুমারী লয়ে আপন নাগরে। উত্তরিল গিয়া ধনি গন্ধর্ব্ব নগরে॥ তথায় আছিল এক তাহার উদ্যান। আহ্লাদ জন্মায় ফুলে লইলে আঘ্রাণ। নানা বৃক্ষ আছে তায় আছে নানা ফুল। মল্লিকা মালতি আর গোলাব বকুল॥ ঘর আর দ্বার যত সকলি মায়ার। হেথাকার মত নহে গৃহ আর দ্বার॥ স্বর্ণময় রূপাময় কারিগরি তার। সাধ্য কি সূর্য্যের করে প্রবেশ তথায়॥ অগ্নিশঙ্কা নাহি সেথা নাহি বর্ষা ভয়। গ্রীষ্ম হিম নাহি লোক থাকেন নির্ভয়॥ সতত বসন্তকাল নাহি অন্য কাল। সর্ব্বদা মলয়ানিল যেমন ফাল্গুন। অলি সদা পুষ্পে বসি করে গুণ গুণ॥ সমস্ত মৃত্তিকা সেথাকার হেম মণি। দ্রব্যাদির সাধ হৈতে প্রস্তুত অমনি॥ চরিতেছে জীবজন্তু বিহঙ্গ

রত্নের। কেলি করে ফিরিছে উপরে দালানের॥ দিনে ফেরে পশু বেশ ধারণ করিয়া। রাত্রেতে করয়ে কর্ম্ম মনুষ্য হইয়া॥ মাণিক সকল রাখা আছে থরে থরে। দিনে রত্ন রাত্রে দীপ দিক আল করে॥ নাহি ঠোকে ঘণ্টা কেহ বাজয়ে আপনি। আপনি হইছে তথা নৃত্য বাদ্য ধ্বনি॥ গৃহ মধ্যে সকল শয্যাদি মখমলের॥ শোভা তার হেরে যায় মালিন্য মনের॥ মায়াতে রেখেছে যত দারে ঠিক গড়ে। ইচ্ছা মত উঠে আর ইচ্ছা মত পড়ে। সহচরী যত তার গন্ধর্ব্ব কুমারী। সে বনে তাহার বসি আছে সারি সারি॥ আটচালা নির্ম্মিত আছে জলের উপর। দেখে মনে হয় এই বরুণের ঘর॥ শীতল আবাস সেই অতি মনোহর। পালঙ্ক লইয়া রাখে তাহার ভিতর॥ ক্ষণকাল পরে আঁখি খোলে কুমারের। নাহি পায় পরিমল আপন দেশের॥ আপন আবাস আর লোকে না দেখিল। সকলের মুখ পানে চাহিয়া রহিল॥ বিস্মিত হইয়া ভাবে আইনু কোথায়। নাহি জানি কেন জন আনিল হেথায়॥ বালক বলিয়া

ত্রাস পায় দেখে শুনে। সাহস করিল শেষে মনে ভেবে গুণে॥ মস্তক নিকটে এক দেখে রূপবতী। পরিচিত নহে কিন্তু রূপে যেন রতি॥ ভুরুর ভঙ্গিমা হেরে ভোলে ত্রিভুবন। শশধর জিনি তার আছিল আনন॥ কুরঙ্গের চক্ষু জিনি তাহার নয়ন। কেশ তার ছিল জিনি কালির বরণ॥ সুন্দরীরে আহ্বানিয়া জিজ্ঞাসেন রায়। কে তুমি কাহার গৃহ আনে কে আমায়॥ বদন ফিরায়ে ধনী মুচকিয়া হাসে। উত্তর করিল তারে মুখ ঢাকি বাসে॥ প্রভু জানে তুমি কেবা আমি কোন জন। আমিও বিস্মিত আছি ইহার কারণ॥ যাহা হকু তুমি আগন্তুক মম ঘরে। স্নেহ দৃষ্টি-পাত কর আমার উপরে॥ এই গৃহ মোর বটে নহে যে তোমার। এখন তোমার গৃহ নহেত আমার॥ তব প্রতি মোর হৈল অনঙ্গ সঞ্চার॥ তোমার লাগিয়া বুক বিদরে আমার। তোমার নগর আর ঘর ছাড়া করি। আনিয়াছে এই অপরাধী সহচরী॥ গন্ধর্ব্ব নারী আমি এ গন্ধর্ব্বের স্থান। শুনিয়া নিশ্বাস দীর্ঘ ছাড়ে গুণবান॥ কোথায় গন্ধর্ব্ব আর কোথায় মানব।

কোথায় অসুর আর কোথায় দানব।। আনন্দিত রূপবতী কবি বিষাদিত। প্রিয় আসক্তের হস্তে একি বীপরিত।। অসাধ্যে রহিল মন লাগাইয়া তথা। যাহা বলে সে রূপসী বলে রায় যথা।। কিন্তু বুদ্ধি শূন্য আর জ্ঞান শূন্য হয়ে। উচাটন রহে মন কিন্তু কি করয়ে॥ প্রভুদাস কহে এই আকাঙ্ক্ষা আমার। আশীর্ব্বাদ কর সবে ভবে হই পার।।

অথ বেনজিরের অবস্থা বর্ণন।

লঘু ত্রিপদী। নরপতি সুত, হয়ে দুঃখযুত রহিল গন্ধর্ব্ব স্থানে। কখন কান্দেন, নিশ্বাস ছাড়েন, বস্ত্র ভিজে নীর বানে।। কভু হরষিত, কভু বিষাদিত, কভু শোক কভু সুখ। ঠাট বাট গৃহ, মা বাপের স্নেহ, স্মরণেতে বাড়ে দুঃখ।। কভু বসি কান্দে, কভু ধৈর্য্য বান্ধে, মন্ত্র পড়ি ফুকে অঙ্গে। কভু প্রীয়া নিয়া, আমোদে বসিয়া, মত্ত থাকে রস রঙ্গে।। রাজ্য আর ধন, করিয়া স্মরণ, দুঃখাক্রান্ত হয় মন। নিদ্রার ছলেতে, পালঙ্ক পরেতে, সতত করে শয়ন।। একা থাকে

বিহঙ্গ যেমন, জালেতে বন্ধন, হইয়া পড়য়ে ধরা॥ যদি, নেত্র নীরে নদী, বহায়ে ভিজায় ধরা। গন্ধর্ব্ব নন্দিনী, কুলের কামিনী, চন্দ্রাননী নাম তার। বাপে না কহিয়া, নাগর আনিয়া, রাখে উদ্যানে তাহার।। কভু থাকে ঘরে, কখন নাগরে লইয়া করে বিহার। মনে ছিল ভয়, যদি ব্যক্ত হয়, ক্রোধ হইবে পিতার॥ নাম চন্দ্রাননী, রূপে চন্দ্র জিনি, জ্ঞানে জিনি সবাকারে। দ্রব্যাদি নূতন, হর্ষের কারণ, নিত্য আনি দিত তারে।। রাত্রিতে আসিয়া, সঙ্গে করে নিয়া, তামাসা দেখায় কত। নানা অম্ল ফল, বারিও শীতল খাদ্য দ্রব্য শত শত।। লইয়া তাহায়, তামাসা দেখায়, তাহার হর্ষ কারণ। পদে শির রাখি, বহাইয়া আঁখি, তুষিত প্রিয়ের মন।। সুরা ও যৌবন, চুম্ব আলিঙ্গন মদন সদা সেখানে। বসন্ত অনিল কোকিলা কোকিল, মত্ত সদা মধুপানে।। এরূপে আছিল, দুঃখ নাহি ছিল, সর্ব্বদা থাকে সুখেতে। কেবল মা বাপ, বিরহের তাপ, জাগ্রিত সদা মনেতে।। হেরিয়া এমনি, দুঃখে কহে ধনী, শুনহে প্রিয় নাগর। কেন সদা ভাব, বল দেখি

ভাব, দুঃখ হয় মনে মোর ।। আনিয়াছি হরে, বদ্ধ আছ করে, ছাড়ি কি থাকিতে প্রাণ। স্বীয় মন চোরে, আনিয়াছি ধরে, নাহি দিব পরিত্রাণ॥ সন্ধ্যার সময়, মোরে যাইতে হয়, সদা মা বাপ নিকটে। যদি হয় মন, করিবে ভ্রমণ, তব তাতে ভাল বটে ।। দিনু এই হয়, মনে যদি হয়, ভ্রমিবে এক প্রহর॥ অনায়াসে ভ্রম, কার সঙ্গে প্রেম করো না পশ্চাতে মোর।। কর দেখি পণ, যদ্যপি এমন, কর তবে দণ্ড হবে। কহিল কুমার, সকলি স্বীকার, যত কিছু তুমি কবে ।। চন্দ্রাননী কহে, প্রিয় নাগর হে, তোমার কপাল গুণে। এমন অশ্বেরে, দিলাম তোমারে, বাধা হয়ে তব গুণে, উঠিতে উপর, বাঞ্ছা হৈলে পর, এইরূপ মোড় কল। নামিবে যখন, মুড়িবে এমন, আসিবে ধরণীতল॥ ধরা ও গগণ, যেথা লয় মন, যাইবে নির্ভয়ে সেথা। কহে প্রভুদাস, এই মোর আশ, সুখ পাই সেথা হেথা ।।

অথ ঘোটকের গুণ বর্ণন।

পয়ার ॥ সেই ঘোটকের গুণ কি কহিব আর। অমূল্য রতন সেই গগন ধার ॥ যেমন পাইল গোপীনাথ পক্ষরাজ। উচ্চৈ শ্রবা অশ্ব যেন পাইল ইন্দ্ররাজ ॥ তেমনি পাইল তুরঙ্গম গুণ-বান। দেবতাদিগের হয় যেমন বিমান ॥ কি-ঞ্চিৎ মুড়িলে কল উঠে গগনেতে। নিমিষ মধ্যেতে আসে ধরণী তলেতে ॥ না করে ভোজন পান না করে শয়ন। না হয় শ্রান্ত নাহি পীড়িত কখন ॥ নাহি রাত্রি অন্ধ আর নাহি মুখবল। নাহি খঞ্জ বৃদ্ধি আর নাহি দুর্ব্বল ॥ সামান্য প্রকৃত নহে ছিল সে ঘোটক। আছিল তাহার নাম গগন ভ্রমক ॥ অশ্ব পেয়ে হরষিত রাজার নন্দন। নিত্য এক প্রহর সে করিত ভ্রমণ ॥ প্রহর বাজিলে পরে ত্বরিত অমনি। কৌতুক করিত আসি লইয়া রমণী ॥ প্রভুদাস কহে শুন রাজার সন্তান। ভ্রমণ করিবে হয়ে অতি সাব-ধান ॥ দেখ যেন কার সঙ্গে মজাওনা মন। নিরন্তর তব সঙ্গে আছয়ে মদন ॥ গণকেরা কয়ে-ছিল শুনিয়া থাকিবে। অনঙ্গ প্রভাবে তুমি

যাতনা পাইবে ॥ তব প্রতিকার হবে অনঙ্গ সঞ্চার। কটাক্ষে হইবে তুমি আজ্ঞাকারী কার ॥ কার প্রিয় হবে তুমি কার বা আসক্ত। কেহ তব অনুরক্ত কার তুমি ভক্ত ॥ যথাকালে এক কথা ঘটীয়াছে তার। দ্বিতীয় ঘটিবে এতে সন্দেহ কি আর ॥

অথ বেনজিরের উদ্যান দর্শন।

পয়ার ॥ এই রূপে অশ্ব পরে করি আরোহণ। নিত্য সন্ধ্যা কালে ভ্রমে রাজার নন্দন ॥ এক দিন ব্যোম মার্গে উঠে কবিবর। সম্মুখে দেখিল উপবন মনোহর ॥ তার মধ্যে সরোবর অতি শোভাকর। দেখিলে অচ্ছাদত্য যে আসিত শঙ্কর ॥ বারি তার ঠিক যেন যমুনার জল। কলহংসগণ সদা করে কোলাহল ॥ স্ফুটিত আছয়ে তায় কুমুদ কমল। দিক আমোদিত করে তার পরিমল ॥ উদ্যান মধ্যেতে এক আছয়ে ভবন। শুভ্র বর্ণ তার জিনি শশীর কিরণ ॥ শীতল মলয়ানিল সদা প্রবাহিত। বসন্ত আগত যেন গিয়া কাল শীত ॥ মনোহর হৈল তার

সেই উপবন। গগন ভ্রমকে করে তথা আনয়ন॥ ঊর্দ্ধ হইতে দেখে কেহ আছে কি না হেথা। অপূর্ব্ব পদার্থ কিছু দেখিলেন সেথা॥ ভুলিল গন্ধর্ব্ব নারী যাহা বলি ছিল। আস্তে আস্তে কোঠা হইতে ধরায় নামিল॥ নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার ছায়া লুকাইয়া। কুঞ্জবন দিকে কবি লুকাইল গিয়া॥ পাদপের আড়ে আড়ে লাগিল ভ্রমিতে। কোঠাপানে দেখে চায়ে যাইতে যাইতে॥ একস্থান আচ্ছাদিত ছিল তরুগণে। বল্লভ বল্লভা যেন গাঢ় আলিঙ্গনে। সেথা হইতে গুপ্ত ভাবে করে নিরীক্ষণ। লতাকুঞ্জে যেন শশী কিবা সুশোভন॥ দেখিল বিস্ময় কর আছে সেথা সভা। প্রদীপের প্রভা আর চাঁদনির শোভা॥ অপূর্ব্ব রমণী আর অপূর্ব্ব ভবন। হেরিয়া তাহার মন হইল উচাটন॥ মানবের গন্ধ পেয়ে হইল হরষিত। স্বজাতির স্নেহ মনে হইল উদিত॥ চমৎকৃত হয়ে রায় করেন দর্শন। চন্দন রসের মত চন্দ্রের কিরণ॥ দিগ্বগুল আলময় যেমন দিবস। ক্রোধিতের রোষ যায় জন্ময়ে সন্তোষ॥ অবলা সরলা আর কুলের কামিনী।

চঞ্চল সবার মন হেরে সে যামিনী।। শোভা হেরে বৃদ্ধ মরে কামের জ্বালায়। অবলা চঞ্চলা হবে আশ্চর্য্য কি তায়।। ইতস্তত নারীগণ করিছে ভ্রমণ। পূর্ণিমার শশী জিনি সবার বদন॥ মানব দেহের ন্যায় উত্তুঙ্গ দর্পণ। শোভায় তাহার হয় শোভিত ভবন॥ বৃক্ষগণ স্বর্ণময় বস্ত্রে মুড়িয়াছে। ভূপাল ভূষিত হয়ে যেন খাড়া আছে॥ প্রস্রবণ আছে কত শব্দ ঝর ঝর। দূরে হৈতে শুনিবারে অতি মনোহর॥ ফুটিয়া আছয়ে ফুল মল্লিকা মালতী। জুঁই জবা টগরাদি শোভাকর অতি॥ পুষ্পবন ঠিক যেন নারীর আনন। সাজিল আসিতে দেখে বসন্ত রমণ॥ প্রফুল্ল গোলাব আর নিশি গন্ধা ফুল। জাঁতি সহকার আর বকুল মুকুল॥ পরিমল নিয়া বহে মলয় অনিল। আকুল হইয়া ডাকে কোকিলা কোকিল॥ মকরন্দ পান করি পুষ্পেতে বেড়ায়। লম্পট পুরুষ মত হেথা হোথা যায়॥ বদন খুলিয়া পুষ্প আছে বেশ্যা মত। এই জন্য লম্পটের আনা গোনা এত॥ আসিতেছে বসিতেছে না করে বারণ। বারনারী মত সদা স-

হাস্য বদন ॥ কিবা শোভা অচ্ছদের লতা কুঞ্জ-বনে। কৈলাস ত্যজিত চণ্ডী দেখিলে এবনে ॥ দেখিলে পণ্ডিতগণ আর দ্বিজবর্গ। কহিত পু-রাণ মিছা এই যথা স্বর্গ ॥ অন্তরীক্ষ রূপ চুলে তারা রূপ জল। স্ফটিক মালার ন্যায় অত্যন্ত নির্ম্মল ॥ আছে বাণ নিয়া সদা সেথায় মদন। কাম হীন হৈলে তবু জ্বলে অন্তঃকরণ ॥ এই রূপে গুপ্ত ভাবে করে নিরীক্ষণ। এক সুন্দরীর পরে পড়িল নয়ন ॥ অত্যন্ত যুবতি আর কুলের কামিনী। আছিল তাহার বর্ণ স্বর্ণ বর্ণ জিনি॥ অঙ্গের সৌষ্ঠব তার দর্পণ সমান। কিবা মুখ কিবা বুক কিবা নাক কাণ ॥ আছিল সে রসবতী দুহিতা রাজার। বদর মণির নাম আছিল তাহার ॥ প্রভুদাস কহে শুন রাজার কুমার। রূপের বর্ণন করি তোমার প্রিয়ার ॥ হেরিয়া যাহার রূপ হৈনু অচেতন। কেমনে তাহার রূপ করিব বর্ণন ॥

অথ বদর মনিরের রূপ বর্ণন।

রাগিণী মুলতান তাল পোস্তা।

ধনী কামের কামিনী। ধ্রু। মুখজিনি পূর্ণ শশী অধর অমৃত জিনি॥ বেনী যেন কৃষ্ণ ফণী, তায় জ্বলে মুক্তা মণি, যেন শিরে নিয়া মণি, ভ্রমিতেছে ভুজঙ্গিনী। দেব ঋষি মুনিগণ, হেরে হয় উচাটন, দেখে যদি দেব রাজন, অসুখে রয় দিন যামিনী॥ ধন্য ধন্য বলি তারে, সে নারী বরিবে যারে, বুকে নিয়া সে প্রিয়ারে, সুখে ভুঞ্জিবে রজনী। যেন ধনি কাম ফাঁস, হেরিলেই সর্ব্বনাশ, ভুলনারে প্রভুদাস, থাক হয়ে সাবধানি॥

লঘু ত্রিপদী অন্ত্যযমক। বয়ঃ পঞ্চদশ, রূপে দিক্ দশ আলো করে আছে ধনী। মুখ সুধাকর, রূপের আকর, কোকিল জিনিয়া ধ্বনি॥ অভরণ পরে, সিংহাসনোপরে, বসি ছিল জলধারে। মদন সে তীরে, আনিলে রতিরে, ভোলে হেরে সে রাধারে। সহচরী তারা, যেন ব্যোম তারা, আছে ঘিরে চন্দ্রে তারা। যেন কৈলাসেতে, দাস ও দাসীতে, বেষ্টিত আছয়ে তারা॥ বসি

রূপবতী, তরুণী যুবতী, শশির রশ্মি হেরেন। গগন উপর, হইয়া তৎপর, শশী ভ্রমণ করেন॥ নীচে জলকুলে, নাশে যুবাকুলে, বসিপুর্ণ তারাপতি। দেখিলে তাহায়, মুখে বলে হায়, ভুমে পড়ে রতিপতি॥ জলে জলবিম্ব, তায় প্রতিবিম্ব, পড়িল চন্দ্রদ্বয়ের। দেখ না বিচারি, শশী হৈল চারি, মর্ম্ম ভুজো দেখি এর॥ ব্যোমে সুধাকর, ভুম্যে রূপাকর, উভয়ের ছায়া জলে। দেখিলে এমন, যুবকের মন, কেন না উঠিবে জ্বলে॥ কহে প্রভুদাস, হৈল মনোদাস, হেরিয়া তাহার রূপ। সে এক রমণী, শশী দিন মণি, হবে না তার স্বরূপ॥

আপাদ মস্তক বর্ণন।

পয়ার॥ মস্তক উপরে বেণী যেন কৃষ্ণফণী। তায় জলে মণি যেন ফণিশিরোমণি॥ কিবা শোভাকর তার করবি ভূষণ। খোপাতে পুষ্পের হার ভোলে ঋষিগণ॥ উচ্চ নহে নীচ নহে তাহার কপাল। যে পাবে তাহাকে ধন্য তাহার কপাল॥ শ্যামের মুরলী জিনি তাহার না-

শিকা। কৃষ্ণতা ভুরুর তার জিনিয়া কালিকা॥ যুগল ইন্দ্রের চাপ নেত্রের উপরে। যেবেরে মারিলে শর প্রাণ বধ করে। উন্মত্ত লোচন তার যেন সুরাপায়ী। নিদ্রাবেশ হৈতে যেন উঠিয়াছে শায়ী॥ সুরাসুর যুবা জরা দেব ঋষি মুনি। চক্ষেতে করেন বধ সে হেন রমণী॥ বক্ষঃস্থল থাকে ভাল হৃদয় বিস্তীর্ণ। না হয় শরের চিহ্ন কিম্বা জীর্ণ শীর্ণ॥ কর্ণেতে আছিল মুক্তা ভ্রান্তি হৈল তায়। কেশ রত্নাকরে মুক্তা মুক্তা গায় প্রায়॥ গণ্ডদেশ তার যেন গোলা- বের পর্ণ। করিলে চুম্বন আশ হয় রক্ত বর্ণ॥ অধর উপরে তার নথ পড়ি ছিল। যেমন পাতিয়া ফাঁদ খাদ্য কিছু দিল॥ শশী বলি কিবা রবি বদন তুলনা। যাহা বলি বলে মন হইল না হইল না॥ দন্তগুলি তার যেন বীজ দাড়ি- মের। আড়িয়া রাখিল মুখে দাড়িম্ব বুকের॥ হিমবর্ণিতা হায় আমি কি কহিব আর। রটি- য়াছে অঙ্গুলি বুঝি কাটিয়া তুষার॥ গলদেশ তার জিনি মৃগের শাবক। ক্ষীণ গ্রীব যেন [illegible] [illegible]

জ্ঞান যায়। স্বর্গের অপ্সরা বুঝি নামিল হেথায়॥ সে গলায় যে জন করিবে গলাগলি। পড়িবে চৈতন্য তার দেহ হৈতে গলি॥ সে হস্ত হেরিলে পরে হৈতে হয় নাশ। কহিলে বাহুকে মৃণাল হয় বিশ্বাস॥ জ্ঞান যায় অঙ্গুলির শোভন দেখিয়া। পঞ্চ নখে পঞ্চ চন্দ্র আছয়ে পড়িয়া॥ হেরিয়া বিস্ময় হৈল মনেতে আমার। চারি চন্দ্র ছিল বটে কোথা পাইল আর॥ ভাবিয়া দেখিয়া হৈল বিস্ময় ভঞ্জন। অলক্তক ছিল হস্তে চন্দ্রের বরণ॥ সে হস্ত যাহার গলদেশেতে রাখিবে। সেই জন সুখে সারা যামিনী ভুঞ্জিবে॥ বুকেতে যুগল কুচ যেন বিম্ব জলে। কহিতে হৃদয় মোর উঠিতেছে জ্বলে॥ ডাড়িম্ব পাড়িয়া বুঝি বসাইয়া দিল। ধরিব বলিয়া কেহ আশা না করিল॥ উপরে তাহার কাল কিবা শোভা করে। বলিহারি যাই তার যে ধরিবে করে॥ কাচলি তাহার পরে পরেছে কসিয়া। শিবের মন্দির যেন রেখেছে মুড়িয়া॥ উদর তাহার যেন রাজসিংহাসন। রূপের রাজন বলি আছয়ে আসন॥ দর্পণ স্বরূপ জঙ্ঘ

ছিল শোভাকর। পড়িয়া নাভির ছায়া হৈল সরোবর॥ পৃষ্ঠের বর্ণন আমি কি কহিব তার। যে হেরিল সেই জানে সৌষ্ঠব তাহার॥ কি জন্যে কহিব নাই কটিদেশ তার না পাইনু দেখিতে মন্দ কপাল আমার॥ নিতম্ব হেরিলে স্তম্ভ হয় মুনিগণে। অনুচর হয়ে থাকে ত্যজে তপবনে॥ হঠাৎ দেখিলে অস্তাচল বোধ হয়। বিপরীত শশী হৈল পশ্চিমে উদয়॥ গতির সময় যেন হয় ভুমিকম্প। নাপাইয়া কত জন জলে দিল ঝম্প॥ যে জনে করিবে সেই নিতম্বে প্রহার। পৃথিবীতে স্বর্গ লাভ হইবেক তার॥ ত্যজিনু তাহার গুহ্যদেশের বর্ণণ। কর্ত্তব্য জানিবে করা সূর্য্যেরে গোপন॥ বেনজির জন্য বুঝি রচিলেক ফাঁদ। উপযুক্ত ফাঁদ বটে ধরিতে সে চাঁদ॥ উরু যেন রম্ভা তরু দিয়াছে যোড়িয়া। না হৈলে এমন গোল কিসের লাগিয়া॥ সে উরু যাহার কটিদেশেতে উঠিবে। প্রলয় তাহার পক্ষে পলক হইবে॥ মন্দ মন্দ গতি যেন হংসের চলন। হেলায় কাড়িয়া লয় যুবকের মন॥ পদের নূপুর তার বাজে ঠুনঠুন।

পাদপদ্মে যেন অলি করে গুণ গুণ॥ ফলতঃ দেহের ছিল যত সহচর। আপন আপন কর্ম্মে সকলে তৎপর॥ যেথা আবশ্যক দীর্ঘতা দীর্ঘ সেখানে। নম্রতা বঙ্কতা আছে স্বীয় স্বীয় স্থানে॥ বস্ত্র অলঙ্কারে ধনী হয়ে অনুলিপ্ত। উজ্জ্বল মণির ন্যায় আছিল প্রদীপ্ত। গলায় মতির মালা জ্বলে যেন ইন্দু। আসক্তের লোচনের যেন অশ্রুবিন্দু॥ মান ভঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ আছে সর্ব্বক্ষণ। সদা তার আজ্ঞামতে আছয়ে মদন॥ নির্লজ্জতা আদরাদি লজ্জা অহঙ্কার। বাক্য হাসি দয়া ভাব আর অত্যাচার॥ এসব পর্মাণুতে ঈশ্বর আপনি। স্বহস্তে গড়িল সেই নারী শিরোমণি॥ প্রভুদাস কহে যাহা বর্ণিনু কিঞ্চিৎ। শতাংশের এক অংশ জানিবে নিশ্চিত॥ দেখ রাজ পুত্র যেন পড়না বিপাকে। অচৈতন্য আছি আমি কি কব তোমাকে॥ সাবাসি তোমাকে তুমি আছ চেতনেতে। নাহি জানি কিবা হয় কিঞ্চিৎ পরেতে॥

অথ বেনজিরের আনঙ্গ সঞ্চার।

রাগিণী ... ।

মন কেমন কেমন করে। ক্রমে হেরে বামা হইল জ্বালা, মন উচাটন প্রাণ হিদরে॥ নারী করে দরশন, বিকৃত হইল মন, ঝরিতেছে দুনয়ন, মুখে নাহি বাক্য সরে, হানিয়া মদনবাণ, হরে গেল বুদ্ধি জ্ঞান, নাহি হেরি পরিত্রাণ, কেমনে যাইব ঘরে॥ হইল মোরে একি দায়, হৈনু পাগলের প্রায়, প্রভুদাস কয় সবারে, এইরূপে বিরহী মরে॥

লঘু ত্রিপদী। এইরূপে কুতূহলে, দাঁড়াইয়া বৃক্ষতলে, তামাসা দেখেন বেনজির। নজরেতে দেখেন রায়, দাসী এক দেখে তায়, হেরে তারে হইল অধীর॥ কহিল সে সখীগণে, দেখিলেক সর্ব্বজনে, কাণাকাণি করে সকলেতে। কহে এক সহচরী, আহা আহা মরি মরি, নামিয়াছে শশি ভূতলেতে॥ আর এক জন কয়, আমার মনেতে লয়, দেব কিম্বা দানব আইল। কহে আর এক জনে, বোধ হয় মোর মনে, গগণের নক্ষত্র পড়িল॥ কেহ বিস্ময়েতে কয়,

হৈল বুঝি সূর্য্যোদয়, বিভাবরি করিল গমন। আর এক জন কহে, আর কোন মায়া নহে, নরের কুমার এই জন। কেহ বলে ফুলবাণ, আসিয়েছে হানিতে বাণ, কেহ বলে আইল কুমার॥ কেহ অতি বেগে ধায়, রাজবালা কাছে যায়, কহে গিয়া নিকটে তাহার॥ শুনি ধনী উঠিলেন, দেখিবারে চলিলেন, দাসীগণ চলিল সঙ্গেতে। দাসী স্কন্ধে হস্ত রাখি, চলিলেন মৃগ আঁখি, আস্তে ব্যস্তে অত্যন্ত বেগেতে॥ মনোমধ্যে হৈল ভয়, ভূত কি অসুর হয়, বায়ু মন্ত্র পড়িতে পড়িতে। সাহসিক ছিল যারা, অগ্রসর হয় তারা, হেরে আর নাগরে চলিতে॥ পঞ্চদশ ষষ্ঠদশ, হইবে তার বয়স, দর্পণ সমান অঙ্গ তার। মুখ জিনি শশধর, অমৃত বিনি অধর, রূপ জিনি বরণ সোনার। মণিময় বস্ত্র পরে, আছে অতি শোভা করে, যুবতির পক্ষে যেন ফাঁদ। যৌবন সহায় পাইয়া, রূপ আছে জুলা হৈয়া, কি কহিব সে রূপের ছাঁদ॥ যৌবনের ভার তার, কিবা আমি কব আর, কথায় কথায় প্রকাশিত। ভা- বেতে বুঝিল সবে, অবশ্য রসিক হবে, হস্তে

পাছে বুঝে সাকাঁসিত॥ কিন্তু ভেলকির প্রায়, দাঁড়াইয়া আছে হায়, কার পরে মন লাগাইয়া। দেখে বুঝি কোন জনে, বিকার হয়েছে মনে, আছে তার ধ্যানে দাঁড়াইয়া॥ মদন হেনেছে বাণ, ভেঙ্গেছে বিরহ জ্ঞান, ঘটিয়াছে দ্বিবিধ আছে। ইহা দেখি মহচরী, যায় মনে ত্বরা করি নিবেদিল রাজসুতা কাছে। শুন ভর্ত্তৃদারিকা গো, কি কহিব আগো মাগো, কুঞ্জবনে চন্দ্র নামিয়াছে। কভু দেখিনাই যাহা, অদ্য দেখিলাম তাহা, নারীধরা ফাঁদ পাতিয়াছে॥ রূপের কথা কি কহিব, প্রত্যয় না হবে তব, স্বচক্ষেতে দেখিলে জানিবে। বিশ্বাস না হয় যেবে, যাবে যখন দেখিবে, তব মনে প্রত্যয় হইবে॥ দেখিতে দেবচরিত্র, পাছে নাকি অলঙ্কিত, হয় সেই দেবের কুমার। চল মোরা দিয়া যাই, কিছু মাত্র ভয় নাই, দেখে হবে তব জন্ম সার॥ শুনি আগে বাক্যে ধনী, চলিলেন সুরধনী, কুঞ্জবন নিকটে পৌঁছিল। হেরে সেই ফুলবাণ অধীর হইল প্রাণ, অনুরাগ হৃদে প্রবেশিল॥ শুভ লগ্নে দুই জন, করিলেন দরশন, পরস্পর হইল মিলন।

শুষ্ক হৈল সুকুমার দেহবারি বহে তায়, সংজ্ঞা শূন্য হৈল দুই জন ॥ কাঁপে দাঁতে বাম পাশ, ঘন ঘন বহে শ্বাস, রোমাঞ্চ হইল মন কায় । মূর্চ্ছা আসি শীঘ্র করে চৈতন্য হরণ করে, অজ্ঞানেতে পড়ে মৃত্তিকায় ॥ পক্ষে রাজ সপত্নের, তিন কন্যা অন্যাজোর, দুঃখ পুষে জালি তারা, প্রাণ তার ছিল তারা, রূপে জিনি শশিতারা, তক লেচে আলোতে যাহার । কৌতুক এমন বাতি, দেখিলেন সেই নারী, হৈল দেহে চৈতন্য সঞ্চার । বল পাইল শরীরে, উঠিলেক ধীরে ধীরে, পুষ্প যেন জলে ভিজা হয় ॥ বেন-জির ভেলা হয়ে, এক দৃষ্টে রহে চায়ে, সেই সুরতীর মুখ পানে । হয়ে প্রতিমার প্রায়, রহে মান শূন্য কায়, বিরহ যাতনা সহে প্রাণে ॥ আর সেই রূপবতী, সম্ভ্রম করিয়া অতি, সকল জানিল শীঘ্র বাসে । উঠে ধনী অভিমানে, চলি-লেন বাসে মনে, দাসী লয়ে আপন আবাসে ॥ তাজা ও নিজ বেশ, দেখায়ে অপূর্ব্ব বেশ, আপ-নার গৃহে প্রবেশিল । ঈশ্বরের দাস কয়, রাজ পুত্র দেখা রয়, শুনে মন দুঃখিত হইল ॥

অথ বেনজিরকে গৃহ মধ্যে আনয়ন।

পয়ার। বেনজিরে ফেলি তথা চলিল যুবতী। ছাড়িয়া মদনে যেন চলিলেক রতি॥ অলীক রোষেতে ধনী কহিতে লাগিল। কোথা হৈতে এই জন হেথায় আইল॥ ডাকিয়া উদ্যানে আনি রাইল কোথায়। বলিতে বলিতে এই গৃহেতে লুকায়॥ ফেলিয়া দিলেন চিক শঙ্কা করি অতি। যেন মেঘমধ্যে লুকাইল নিশাপতি॥ তনু মন জর জর বিরহ জ্বালায়। দুখে মনে কর যেন হেথা হইতে যায়॥ ইতিমধ্যে আইল সেই উজির দুহিতা। কহে আমি নাকি হৈলে দেখিয়া মোহিতা॥ সাহজাদী আমার মনে তব এই রীতি। নারিয়া সে যুবকেরে এই কি উচিত॥ কেন কর রাজকন্যা এই অভিমান। আজ্ঞা কর ডাকি তারে আনি এই স্থান॥ অন্তরেতে বদ্ধমূল হৈল অনুরাগ। মুখে নানা ছল কেন প্রকাশিয়া রাগ॥ আপনার জনমের ফল ভোগ কর। আনি ঐ যুবকেরে মন দুঃখ হর॥ মৃত্যু ভয় মন হৈতে বাহির করিয়া। রঙ্গ রস কর সুখে নাগর লইয়া। এমন যৌবন যেন যায় না বিফলে। প্রেমালাপ

স্তব্ধ হইল দুজনায়, স্বেদবারি বহে যায়, সংজ্ঞা শূন্য হৈল দুই জন ॥ লাগে দোঁহে কাম ফাঁস, ঘন ঘন বহে শ্বাস, রোমাঞ্চ হইল সব কায়। মূর্চ্ছা আসি শীঘ্র করে. চৈতন্য হরণ করে, অজ্ঞানেতে পড়ে মৃত্তিকায় ॥ সঙ্গে রাজ অপত্যের, ছিল কন্যা অমাত্যের, দুঃখ সুখের ভাগী তাহারা, নাম তার ছিল তারা, রূপে জিনি শশিতারা, জল সেচে অঙ্গেতে দোহার। শীতল চন্দন বারি, সেচিলেক সেই নারী. হৈল দেহে চৈতন্য উদয়। বল পাইল শরীরে, উঠিলেক ধীরে ধীরে, পুষ্প যেন জলে ভিজা হয় ॥ বেনজির ভেকা হয়ে, এক দৃষ্টে রহে চায়ে. সেই যুবতীর মুখ পানে। হয়ে প্রতিমার প্রায়. রহে জ্ঞান শূন্য কায়, বিরহ যাতনা সহে প্রাণে ॥ আর সেই রসবতী. সাহস করিয়া অতি, বদন ঢাকিল স্বীয় বাসে। উঠে ধনী অভিমানে, চলিলেন মানে মানে, দাসী লয়ে আপন আবাসে ॥ লজ্জা ও নিতম্ব কেশ. দেখায়ে অপূর্ব্ব বেশ, আপনার গৃহে প্রবেশিল। ঈশ্বরের দাস কয়, রাজ পুত্র সেথা রয়, শুনে মন দুঃখিত হইল ॥

অথ বেনজিরকে গৃহ মধ্যে আনয়ন।

পয়ার। বেনজিরে ফেলি তথা চলিল যুবতী। ছাড়িয়া মদনে যেন চলিলেক রতি॥ অলীক রোষেতে ধনী কহিতে লাগিল। কোথা হৈতে এই জন হেথায় আইল॥ ত্যজিয়া উদ্যান আমি যাইব কোথায়। বলিতে বলিতে এই গৃহেতে লুকায়॥ ফেলিয়া দিলেন চিক ত্বরা করি অতি। যেন মেঘমধ্যে লুকাইল নিশাপতি॥ তনু হয় জর জর বিরহ জ্বালায়। মুখে বলে কহ যেন হেথা হইতে যায়॥ ইতিমধ্যে আইল সেই মন্ত্রির দুহিতা।৹ কহে জানিলাম হৈলে হেরিয়া মোহিতা॥ সহেনা আমার মনে তব এই রীত। মারিয়া সে যুবকেরে এই কি উচিত॥ কেন কর রাজকন্যা এই অভিমান। আজ্ঞা কর ডাকি তারে আনি এই স্থান॥ অন্তরেতে বদ্ধমূল হৈল অনুরাগ। মুখে নানা বল কেন প্রকাশিয়া রাগ॥ আপনার জনমের ফল ভোগ কর। আনি ঐ যুবকেরে মন দুঃখ হর॥ মৃত্যু ভয় মন হৈতে বাহির করিয়া। রঙ্গ রস কর সুখে নাগর লইয়া॥ এমন যৌবন যেন যায় না বিফলে। প্রেমালাপ

কামযাগ কর কুতূহলে॥ দেখে যৌবনের ভার জ্বলে মোরে প্রাণ। মার্জ্জনা করিবে প্রভু সুরা কর পান॥ চির না রহিবে এই রমণীয় কাল। পাইলে এমন যুবা তোমার কপাল॥ নাহি পাওয়া যায় যারে করিয়া সাধন। পাইলে তাহাকে তুমি বসিয়া ভবন॥ জীবনের ফল জান প্রিয়ের মিলন। নহে জীবনেতে নাই কিছু প্রয়োজন॥ সব সময়ের মধ্যে উত্তম সময়। যবে প্রিয় প্রিয়া দোঁহে একত্রিত হয়॥ এমন অতিথি আইল ভবনে তোমার। অবিলম্বে কর তুমি অতিথিসৎকার॥ প্রস্তুত করনা সভা তাহার লাগিয়া। উজ্জ্বল করনা ঘর তাহারে আনিয়া॥ যতনেতে বসায়ে করাও সুরাপান। যৌবন করনা সেই রসময়ে দান॥ বন্ধু লয়ে দিবানিশি ভুঞ্জনা সুখেতে। হেরিয়া বিপক্ষ জ্বলে মরিবে দুঃখেতে॥ ইহা শুনি রসবতী মুচকিয়া হাসে। কহে তব অভিপ্রায় বুঝিনু আভাসে॥ হেরে ঐ পুরুষেরে হৈলে অনুরক্ত। রাখিয়া আমার পরে কর কেন ব্যক্ত॥ ইহা শুনি কহে সেই অমাত্য নন্দিনী। পড়েছিনু

বটে আমি হয়ে উন্মাদিনী ।। তুমিইত জল সেচে ছিলে মোর পরে । ভাল মম অনুরোধে ডাকহ নাগরে ।। ঠারাঠারি হয়ে দোঁহে এরূপ প্রকারে । অবশেষে ডাকি আনে নবীন কুমারে ।। সম্মান করিয়া তারে দিয়া সিংহাসন । বদরমণিরে তারা করে আনয়ন । ধরিয়া তাহার কর বসাইল বামে । যেন রাধা বসিল দক্ষিণে রাখি শ্যামে ।। প্রভুদাস কহে যাহা দিলাম তুলনা । মনে বিচারিয়া দেখিলাম হইল না ।। কৃষ্ণ বর্ণ ছিল কৃষ্ণ এ যে গৌর বর্ণ । কালীর বরণ শ্যাম এর বর্ণ স্বর্ণ ।। সেত কাল শশী ছিল এত আলময় । রতি রতিপতি বলা উপযুক্ত হয় ।।

অথ বদরমণিরের সহিত বেনজিরের মিলন ।

রাগিণী ললিত, আড়া ঠেকা ।

কিবা শুভ দিন আজি প্রিয় আছে প্রিয়ানিয়া। ধ্রু । মন জুড়াতেছে দোঁহে লাজ ভয় তেয়াগিয়া ।। রাজ্যহানি শোক তাপে, আছে দোঁহে প্রেমালাপে, ভয় নাহি রাখে পাপে, আছে

মদনে মাতিয়া। চুম্ব আলিঙ্গন দানে, সুখ দান করিছে প্রাণে, মত্ত দোঁহে মধুপানে, মুখে মুখ আরোপিয়া॥ আজ্ঞা দিল প্রভুদাস, দুজনে পুরায়ে আশ কর রঙ্গ রসাভাস কিন্তু লোকে লুকাইয়া।

পয়ার। বল করি তারা তারে আনিয়া বসায়। অধোমুখে রহিলেন অধিক লজ্জায়॥ অঞ্চলে ঢাকিল ধনী আপন বদন। ঢাকিলে কি ঢাকা যায় চন্দ্রের কিরণ॥ লজ্জায় ঘর্ম্মাক্ত হৈল কলেবর তার। স্ফুটিত পুষ্পেতে যেন পড়িল নীহার॥ লজ্জায় মোহিত হয়ে রহিল দুজন। দুই জনে দুই দিকে ফিরায়ে বদন॥ লজ্জিত দেখিয়া দোঁহে কহে তারা ক্রোধে। রাজকন্যা কথা কহ মম অনুরোধে॥ এত বলি সুরা আনি ঢালিল পাত্রেতে। কহে ওগো তুলি দাও নাগর মুখেতে॥ চরণে ধরি যে তব হেসে কথা কও। সুধাকর মুখ খোল কেন মৌনে রও॥ আমার মাথার কিরা কর প্রেমালাপ। তোমার নাগর পাইতেছে পরিতাপ॥ বারম্বার অনুরোধ করাতে তাহার। কর পদ্মে ধরে ধনী

আধার সুধার ॥ লজ্জায় মুদিয়া আঁখি অধর তুলিয়া। কহিলেন গুণমণি হস্ত প্রসারিয়া ॥ সুরাপান করিবার সাধ হয় যার। গ্রহণ করুক যদি ইচ্ছা হয় তার ॥ উত্তর করিল শুনি রাজার নন্দন। গ্রহণ করিতে মোর কিবা প্রয়োজন ॥ এই রূপে হয়ে দোহে কথোপকথন। পশ্চাতে করিল পান মিলি দুই জন ॥ দুই জনে তাম্বুলাদি ভক্ষণ করিল। ক্রমে হাস্য পরিহাস হইতে লাগিল ॥ উভয়েতে বাক্যালাপ হইল বিস্তর। জানাজানি হৈল দোঁহে কোথা কার ঘর ॥ কহিলেন কবিরাজ আপন বৃত্তান্ত। প্রিয়া জানি জানাইল সব আদ্যোপান্ত ॥ পরিচয় দিল তারে আপন জাতির। হরণের বার্ত্তা কহে গন্ধর্ব্ব নারীর ॥ কহে এক প্রহরের আছে অবসর। যাইতে হইবে মোরে বাজিলে প্রহর ॥ একেক শুনিল যদি নরপতিসুতা। কহিতে লাগিল ধনী হয়ে দুঃখ যুতা ॥ যাও প্রিয়জন নিয়া থাক রসরঙ্গে। কিবা প্রয়োজন আছে তব মম সঙ্গে ॥ তব বাক্যে জানা গেল যে তোমার ভক্ত। অবশ্য হইবে তুমি তার অনুরক্ত ॥ এমন

প্রেমেতে মোর কিছু কাজ নাই। ভাগ করে প্রেমকরা একি আই আই॥ অবশ্য সে প্রিয়া তব রূপসী হইবে। যাইলে তাহার কাছে আমাকে ভুলিবে॥ ভাল আছি একা পোহাইতেছি যৌবন। মিছা কেন প্রেম করে হইব দাহন॥ শুনিয়া কোপের কথা প্রেমের সাগর। আহা বলি পড়িলেন চরণ উপর॥ কেহ যদি প্রাণ দান করে মম পদে। তব ভক্ত আছি আমি আপদ বিপদে॥ কহে ধনী মিছা শির রেখনা চরণে। কিবা জানি আমি কার কিবা আছে মনে॥ এই রূপে হয় দোঁহে কত রসালাপ। কান্দিতে লাগিল দোঁহে পায়ে মনে তাপ॥ মনোবাঞ্ছা মনে রহে বাজিল প্রহর। শুনি কবি উঠিলেন করিয়া সত্বর॥ বদরমনিরে কহে চরণ ধরিয়া। পারি যদি কল্য মুখ দেখিব আসিয়া॥ ইহা ভেব নাই আছি সেথা সুখে। পড়িয়া তাহার করে আছি সদা দুঃখে॥ কি করিব করে তার হয়েছি বন্ধন। নহে যাইবার কিছু নাহি প্রয়োজন। দয়া কর মোরে আর মনে রেখ স্নেহ। প্রাণ রাখি চলিলাম নিয়া

শূন্য দেহ ।। এত বলি রসরাজ হইল বিদায়। সুন্দরী রহিল হেথা উন্মত্তার প্রায় ।। নিত্য অভিসার মত আইল ভবন। এদিকের বন্দি হৈল উদিকের বন্ধন।। অসুখে কাটিল নিশি নিয়া গন্ধর্ব্বিণী। প্রলয়ের মত বোধ হইল যামিনী ।। রজনী হইল সাঙ্গ আইল প্রভাত। শুইয়া উঠিল কবি গালে দিয়া হাত।। রজনীর বিবরণ হইল স্মরণ। স্মরিয়া প্রিয়ার স্নেহ হৈল উচাটন।। ঘড়ি ঘড়ি পড়ে মনে রাত্রির সংবাদ। না হেরে প্রিয়ায় মনে জন্মিল বিষাদ।। কভু ভাবে রাত্রে বুঝি দেখিনু স্বপন। জাগ্রত সময় কভু না ঘটে এমন ।। করিলে নুতন প্রেম হয় জ্বালাতন। তাই লোকে নতনের করয়ে যতন ।। প্রতীক্ষায় রহিলেন রাজার নন্দন। অস্তগিরি যাবে কবে ব্যোমের তপন।। প্রভু-দাস কহে এই মনুষ্যের রীত। পুরাতনে ফেলে হয় নূতনে মোহিত।। কুব্জারে পাইয়া কৃষ্ণ ভুলিয়া রাধায়। পাইয়া নুতন রস রহে মথুরায় ।।

অথ বদরমণিরের অবস্থা বর্ণন।

পয়ার। এইরূপে রহিলেন হেথা বেণজির। শুন কিরূপেতে আছে বদরমণির॥ শোক তাপে সে যামিনী কাটিল তাহার। পলক তাহাকে হৈল প্রলয় আকার॥ যেই দিকে দৃষ্টিপাত করে রসবতী। সেই দিকে দেখা পায় সেই তারাপতি॥ কিছু আশা হয় মনে আর কিছু ত্রাস। মুখে হাসি কিন্তু মন আছয়ে উদাস॥ তারা কহে ঠাকুরাণী ভেব না ভেব না। অবশ্য আসিবে কবি চিন্তিত হও না॥ মোর ইচ্ছা হয় তুমি বস্ত্র অলঙ্কার। পরিয়া করহ বৃদ্ধি রূপ আপনার॥ রোষিয়া কহিল কেন জ্বালাও আমাকে। রূপ বাড়াইয়া আমি দেখাব কাহাকে॥ কে দেখিবে অলঙ্কার কে দেখিবে সাজ। বস্ত্র আভরণে মোর কিবা আছে কায॥ এইরূপ করি ধনী খেদ কত শত। পশ্চাতে তারার বাক্যে হইল সম্মত॥ স্নান করি সাজিলেন মনোহর সাজ। অঙ্গের সৌন্দর্য্য হেরে রতি পায় লাজ॥ কবরী বন্ধন করি সিন্দুর পরিল। চাঁপা ফুল নিয়া ফের খোপাতে রাখিল॥ অধরে লাগায় মিসি অতি

কুতূহলে। ভ্রমর বসিল যেন বিকচকমলে ॥ লোচনযুগলে ফের দিলেক কজ্জল। তাহার শোভায় হৈল বদন উজ্জ্বল ॥ কৃষ্ণতা উপরে রক্ত বর্ণ খেয়ে পর্ণ। নিশির অগ্রেতে যেন অস্ত রক্ত বর্ণ ॥ কাচলি দেখিয়া তার ভোলে দেবগণ। দেখিলে ত্যজিত রতি আপনি মদন। মণিময় সাড়ি পরে অত্যন্ত সুরঙ্গ। তার মধ্যে হৈতে হয় প্রকাশিত অঙ্গ ॥ চন্দ্রহার পরে ফের নিতম্ব উপর। পাদুকা পরিল পদে কিবা শোভাকর ॥ সোনার আঁখিল চুম্‌কি পাদুকায় তার ॥ মাটিরূপ গগনেতে শোভন তারার। ফলতঃ চরণাবধি মস্তক হইতে। ডুবিলেন স্বর্ণ অলঙ্কারের নদীতে ॥ বেণীতে দিলেন মতি কপালে তিলক। হেরিয়া হুতাশ ছাড়ি মরে কত লোক ॥ কর্ণেতে কুণ্ডল আর করেতে কঙ্কণ। পায়ের নূপুর তার বাজে রুণ রুণ ॥ পুষ্প হার দিল গলে গাঁতি কুবলয়। পরিলেন সুবদনী কেয়ূর বলয় ॥ কণ্ঠেতে পরিল হার নাম একাবলি। পদ্য ছন্দ মধ্যে যেন ছন্দ একাবলি ॥ কেশের সৌরভ তার কস্তুরি জিনিয়া ॥ আতর গোলাবে অঙ্গ

আছয়ে ডুবিয়া। গগন উপরে যায় সৌরভ তাহার। দিক্ আমোদিত হৈল পরিমলে তার॥ অপূর্ব্ব বেশেতে ঘরে হইল ভূষিত। রবি শশী হেরে তারে হৈল লজ্জিত॥ সহচরী ছিল যারা তাহার আলয়। উত্তম রূপেতে তারা ভবন সাজায়॥ বিছাইল পালঙ্কেতে বস্ত্র মণিময়। শুইলে তাহায় মনে হয় রসোদয়॥ নানাবিধ ফল মূল রাখে থরে থরে। কস্তুরি রাখিল কের সৌরভের তরে॥ পুষ্পের মঞ্জরী কত রাখে শারি শারি। পিঞ্জর সহিত রাখে শুক আর শারি॥ পর্ণ পাত্র রাখে কের পালঙ্ক নিকটে। যেমন রাখয়ে বেশ্যা ভুলাতে লম্পটে॥ গাঁথিয়া বকুল ফুল রাখিলেক হার। বাসনা করিল দিব গলায় তাহার॥ রাখে খাটশিরোভাগে পুস্তক সকল। রসিক রঞ্জন আর অন্নদামঙ্গল॥ কাব্যশাস্ত্র রতিশাস্ত্র আর ইতিহাস। গদ্য পদ্য রাখে যা রচিল প্রভুদাস॥ কৃষ্ণকেলি রাখিলেক করিয়া যতন। রাখিল জীবনতারা রসিক রচন॥ মানভঞ্জন রাখিল অতি যত্ন করি। প্রেমসাগর রাখিল আর কাদম্বরী॥ চন্দ্রকান্ত বেতালাদি

রাখে শারি শারি। কামিনী কুমার আর রাখে নবনারী॥ কাদম্বরী রাখিলেক আধার পূরিয়া। কত রঙ্গ মাংস রাখে রন্ধন করিয়া॥ লুচি সন্দেশাদি রাখে বিবিধ মিষ্টান্ন। মৎস্যঝোল রাখে আর রাখিলেক অন্ন॥ রাখিল শীতল বারি করিয়া প্রস্তুত। ভাবে মনে কতক্ষণে আসে রাজসুত॥ ব্যস্ত মনে পুষ্পবনে করয়ে ভ্রমণ। মনে ভাবে হেরে মোরে লুকাবে তপন॥ প্রভুদাস কহে শুন বদরমণির। তোমারে চাহিয়া ব্যগ্র আছে বেনজির॥

অথ বেনজিরের সাজন এবং দ্বিতীয় বার বদরমণিরের উদ্যানে গমন।

আক্ষেপোক্তি, পয়ার॥ ভাবে বসি কবিরাজ, ভাবে বসি করিবাজ। কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে নাহি সহে ব্যাজ॥ বিরহেতে জ্বলে প্রাণ, বিরহেতে জ্বলে প্রাণ॥ ভাবিতে ভাবিতে হৈল দিবা অবসান। সূর্য্য ডুবে চন্দ্রোদিত, সূর্য্য ডুবে চন্দ্রোদিত। কমল ফুটিত ছিল হইল মুদিত॥ ফুটিল কুমুদকলি, ফুটিল কুমুদকলি। গুণ

গুণ স্বরে তায় বসিলেক অলি॥ অস্তদিক্ রক্ত বর্ণ, অস্তদিক্ রক্তবর্ণ। কুমুদ শোভিত আর কমল বিবর্ণ॥ হেরে কবি হরষিত, হেরে কবি হরষিত। ধান্য বর্ণ বেশে রায় হইল ভূষিত॥ মানিকের হার গলে, মানিকের হার গলে। অশ্ব পরে আরোহণ করে কুতূহলে॥ উড়িলেক ত্বরা করি, উড়িলেক ত্বরা করি। নামিল আসিয়া যথা ভ্রমরে সুন্দরী॥ হেরিয়া বল্লভে ধনী, হেরিয়া বল্লভে ধনী। পাদপের আড়ে লুকাইল গুণমণি॥ হেরিয়া বিস্মিত হয়, হেরিয়া বিস্মিত হয়। ধামের ক্ষেত্রেতে যেন চন্দ্রের উদয়। কিবা যৌবনের ভার, কিবা যৌবনের ভার। তার রূপ হেরে হয় অনঙ্গ সঞ্চার॥ রূপ উপযুক্ত সাজ, রূপ উপযুক্ত সাজ। কুলবালা হেরে বারি হয় ত্যজে লাজ॥ আসি কহে সহচরী, আসি কহে সহচরী। কোথা নিয়া বসাইব বলনা সুন্দরী॥ অনুমতি হয় যথা, অনুমতি হয় যথা। মোরা আজ্ঞাকারী তব নিয়া যাই তথা॥ কহিলেন মৃদুভাষে, কহিলেন মৃদুভাষে। বসাও ইহাকে নিয়া সুসাজ আবাসে॥ আজ্ঞা

মতে দাসীগণ, আজ্ঞামতে দাসীগণ। কবিবরে লুকাইয়া আনেসে ভবন ।। পালঙ্কেতে বসাইল, পালঙ্কেতে বসাইল। বদরমনির ধনী ত্বরায় আইল ।। ভাবে হেরে যুবতীরে, ভাবে হেরে যুবতীরে। ভাগ্যক্রমে অদ্য বুঝি হেরিনু রতিরে ।। লাজ ভয় ত্যাগ করি, লাজ ভয় ত্যাগ করি। টানিলেন কবি সুন্দরীর কর ধরি ।। কহে ধনী ছল করি, কহে ধনী ছল করি। ছাড় কর, ছাড় কর, গ্রীষ্মে মরি মরি॥ কহে কবি সুন্দরীরে, কহে কবি সুন্দরীরে। কাছে বস প্রাণ মোর আসুক শরীরে ।। উরুতে রাখনা শির, উরুতে রাখনা শির। সহে না বিলম্ব আর হয়েছি অধীর ।। কর প্রসারণ করি, কর প্রসারণ করি। কর আলিঙ্গন মদনেতে জ্বলে মরি ॥ অনঙ্গ প্রসঙ্গ কত, অনঙ্গ প্রসঙ্গ কত। এই মতে দুই জনে হয় শত শত ।। শেষে ধনী বসিলেন, শেষে ধনী বসিলেন। রসালাপ করি কত প্রিয়ে তুষিলেন ।। রচে কহে প্রভুদাস, রচে কহে প্রভুদাস। বসিল পালঙ্কে দোঁহে পূরাইতে আশ ॥

শৃঙ্গার, একাবলী। মাতিল দুজনে অনঙ্গ

রসে। পরিধেয় বস্ত্র পড়িল খসে॥ উন্মত্ত হয় করি সুরা পান। আপন অঙ্গের না থাকে জ্ঞান॥ উলঙ্গ হইয়া পড়ে দুজন। ভাব বুঝি পলায় সখিগণ॥ ছল করি সবে উঠিয়া যায়। মিছামিছি কর্ম্মে সকলে ধায়॥ এক ঘরে দোঁহে রহে বসিয়া। অনঙ্গ প্রভাবে দহিছে হিয়া॥ গলায় ধরিল নাতিন অনঙ্গে। কোলাকুলি করে শুয়ে পালঙ্গে॥ কণ্ঠ ধরি করি করে চুম্বন। না সহে ব্যাজ করে আলিঙ্গন॥ কপালে কপালে আঁখি লোচনে। ওষ্ঠে অধরে দশনে দশনে॥ গণ্ডে গণ্ডে আর কণ্ঠে গলায়। বুকে বুক ঠেকি বিষাদ যায়॥ ভুজ পাশে দোঁহে হয়ে বন্ধন। সাধ মিটায়ে করে আলিঙ্গন। মত্ত হয়ে অলি বসিল ফুলে। ব্যগ্র হয়ে অতি ফুটায় হুলে॥ মুদিত আছিল কমল কলি। ফুটিত করিল বসিয়া অলি॥ একত্রিত যেন ভাস্কর চাঁদ। পলকে দোঁহার মিটিল সাধ॥ দৃঢ় ছিল দোঁহে হইল অবশ। মিটে গেল সাধ ফুরাল রস॥ যেন বিষ ফেলি ভুজঙ্গ হয়। তেমনি দুজনে অবশে রয়॥ পড়িয়া রহে হয়ে অচেতন।

কেহ পাণ্ডু কেহ রক্ত বরণ ॥ রণ করি রবি ঘ-র্ম্মাক্ত হয়। লজ্জা ভরে সুন্দরী মৌনে রয় ॥ একরূপে দুজনে সুখে আছিল। ইত্যবসরে প্র-হর বাজিল ॥ শুনিয়া শীঘ্র উঠে বেনজির। শোকে বসিল বদরমনির ॥ অধোমুখে সুবদনী রহিল। নাহি দেখিল না ফিরে চাহিল ॥ রায় কয় ধনী কোপ কর না। কল্য পুনরায় হবে ঘটনা ॥ কহে রসবতী ইচ্ছা তোমার। তব পরে নাহি বল আমার ॥ কোপান্বিতা হেরে রাজ-নন্দন। কান্দিতে কান্দিতে করে গমন ॥ এই রূপে নিত্য সন্ধ্যা সময়। রবি শশি দোঁহে মিলন হয় ॥ কোথা বা ভ্রমণ কোথা বিহার। কেবল বদরমনির সার ॥ দিবসে বিরহ জ্বালা সহেন। সন্ধ্যে কান্তা লয়ে রঙ্গ করেন ॥ প্রেন্দু-দাস কহে রাজকুমার। সাবধান নাহি হয় প্র-চার ॥ এক জনে নিয়া কর সুরঙ্গ। শুনিলে দ্বিতীয় হবে কুরঙ্গ ॥

অথ গন্ধর্ব্ব কুমারীর এক অসুর কর্ত্তৃক জ্ঞাত হওয়া।

রাগিনী মলতান তাল পোস্ত।

প্রেম থাকে না গোপনে। ধ্রু। অনুরাগ সঞ্চারিলে প্রকাশ পায় দিনে দিনে। মজিলেই রঙ্গ রসে, কলঙ্ক হয় অবশেষে, প্রচার হয় দেশে দেশে, জানি লয় সর্ব্বজনে। প্রভুদাস কয় রায় হইলে পাগলের প্রায়, দেখ যেন মান না যায়, এই ভাবনা আমার মনে।

পয়ার।—কাল কাল পারিল না সহিতে মিলন। রুষ্ট হয়ে করিলেন বিরহ ক্ষেপণ॥ সহিল না সমাগম এক প্রহরের। চিন্তা করি পাইলেন চেষ্টা বিরহের॥ এক দিন সন্ধ্যাকালে বেনজির রায়। কামেতে মাতিয়া বল্লভার কাছে যায়॥ গন্ধর্ব্ব নন্দিনী কাছে আসি একীভুত। কহে শুন রসবতী ঘটনা অদ্ভুত॥ কহিতে জন্মায় খেদ আসয়ে ক্রন্দন। অন্যের নিকটে যায় তব প্রিয়জন॥ তুমিত তাহার ভক্ত মর তার জন্যে। সে তোমারে ত্যাগ করে ভাল বাসে অন্যে॥ শুনি জ্বলে উঠে ধনী হিংসার অনলে।

তর্জ্জন গর্জ্জন করি এই কথা বলে। বার বার তিন বার শপথ করিনু। সাপক্ষ আছিনু তার বিপক্ষ হইনু॥ প্রাণের অরাতি আমি হইনু তাহার। কহ দেখি কি হেরিলে কিবা সমাচার॥ কহিল অসুর শুন গন্ধর্ব্ব দুহিতে। হেরিনু উদ্যান এক আসিতে আসিতে॥ এক যুবতির সঙ্গে দেখিনু তাহায়। করে কর দিয়া খাড়া ছিল দুজনায়॥ এত শুনি গন্ধর্ব্বিণী কহিলেন রাগি। সপত্নী হইল মোর সেই হতভাগী॥ প্রভুদাস কহে কবি করিছ আমোদ। কিঞ্চিৎ পরেতে দেখ ঘটিছে আপদ॥

অথ বেনজিরের আগমন এবং গন্ধর্ব্ব-
কুমারীর ভৎর্সনা।

মালঝাঁপ।—দ্বেষে মরে, ক্রোধ ভরে, দর্প করে, কয়। মারি দণ্ড, করি খণ্ড, তবে দণ্ড, হয়॥ এত জোর, প্রিয় মোর, নিয়া ভোর, করে। রাগে ফুলে, কাটি লে,শূ পাড়ি চুলে, ধরে॥ দেখা পাই, কাঁচা খাই, রাখি নাই, তারে। না আনিব, না জ্বলিব, কি কহিব, কারে॥ রাজ-

বেটা, এলে সেটা, রাখে কেটা, ভোরি। থাকে ছলে, কুতূহলে, শুনে জ্বলে, মরি ॥ করে প্রীতি, মন্দ রীতি, নাহি ভীতি, প্রাণে। নিত্য যায়, জ্বলে কায়, কে সহায়, ত্রাণে ॥ করি পণ, দিল মন, অন্য জন, পরে। ধরে হাত, ভাঙ্গি দাঁত, মুষ্ট্যাঘাত, করে ॥ নর বর্গ, অকৃতজ্ঞ, কহে বিজ্ঞজন। সত্য বটে, এ লম্পটে, দিয়া ঘটে, মন ॥ রাগ করে, ক্রোধ ভরে, চৌকি পরে, ছিল। সেই ক্ষণ, সেকশান, দরশন, দিল ॥ কোপ হেরে, ভয় করে যেন মরে, সায়। আস্তে পাপে, পরিতাপে, ডরে কাঁপে, কায় ॥ কহে ধনী চন্দ্রাননী, যেন ফণী, রোষে। বল মোরে, কেবা চোরে, যত্ন করে, পোষে ॥ করি মন, সমর্পণ, প্রিয়জন, বলে। কার বলে, কুতূহলে, থাক ছলে, করে ॥ প্রিয় যেই, দিনু তেই, তোকে এই, ঘোড়া। কিবা সেই, বেশ্যাকেই, আমি দেই, ঘোড়া ॥ রাত্রিকালে, নিদ্রা হালে, গোলমালে, সার। কত সব, কি বা কব, সেই তব, সার ॥ পণ করে, কোন জোরে, ত্যজে মোরে, থাক। নাসহিব, শোধ নিব, ক্ষমাদিব, নাক ॥ ধরে কেশ,

মন্দ বেশ, আয়ুশেষ, করি। ঘোচে পাপ, এসন্তাপ, শোক তাপ, হরি॥ মানে প্রাণ, যাবে মান, অপমান, হব। হীন বলে, মারি বলে, কিবা ফলে, রব॥ ক্রোধে মরি, বন্ধ করি, দুঃখ হরি, মোর॥ নিয়া পর, রঙ্গ কর, নাহি ডর, তোর। দৈত্য এক, আছি লেক, কহিলেক, তারে॥ ধরে পাণি, নেজা টানি, নাহি, মানি, কারে। কূপ ছিল, মুখে শীল, বলি দিল, তার। আজ্ঞাপায়, নিয়া যায়, বলে রায়, হায়॥ যে প্রস্তর, গুরুতর, ভারে পর, ছিল॥ তা উঠায়ে, রাখে রায়ে ফের তায়, দিল। কিবা তার, অন্ধকার, যমাগার, মত॥ তমো ঘোরে, ভেবে মরে, খেদ করে, কত। এই রূপে সেই কূপে, রাখে ভূপে, গাড়ে। প্রভুদাস, দুঃখ ফাঁস, লাগে শ্বাস, ছাড়ে॥

অথ বেনজিরের দুঃখবর্ণন।

খর্ব্ব ভঙ্গ ত্রিপদি। রাজপুত্র রহে তায়, কিছু নাহি দেখা পায়। ভোজ আর পান, এক সন্ধ্যা পান, মুখে বলে হায় হায়। ছিল ঘোর তমোময়, কিছু না গোচর হয়। ভেবে ভেবে মরে,

নাহি বাণী সরে, অধোমুখে মৌনে রয়॥ কূপের সৌভাগ্য অতি, রহে তায় নিশাপতি। ব্যোমের ভাস্কর, বুঝিয়া দুষ্কর, নাহি তার সেথা গতি॥ দেহ জ্যোতি করে আল, ত্যজে কূপ বর্ণ কাল। হইল সেই তারা, কূপ চক্ষু তারা, ছিল তার ভাল ভাল। যেন জ্বলে তমোমনি, যথা ফণী শিরোমনি। কিন্তু বেনজির, থাকেন অস্থির, মণি হারা যেন ফণী॥ যেন চাঁদের গ্রহণ, রাহু গ্রাসিল তপন। শুনিবারে ত্রাস, হয় সর্ব্ব গ্রাস' ভেবে মন উচাটন॥ তাতে না আছে সোপান, নাহি হয় পরিত্রাণ। ভাবে কবি বসি, পাণ্ডুবর্ণ শশী, শোক তাপে দহে প্রাণ॥ কেহ নাহি দুঃখ ভাগী, নাহি কেহ অনুরাগী। আপনি দুর্ব্বল, নাহি করো বল, কি করিবে বিধি রাগী॥ সঙ্গি নাই বিনা কূপ, ভেবে হইল কুরূপ। পড়ে তমোঘোরে, যেন আছে গোরে, থাকে মৃতের স্বরূপ॥ তম যেন যুবা মন, ঘোর যেন নব ঘন। নরক জিনিয়া দুঃখ পায় হিয়া, ঘন ডাকেন শমন॥ ক্ষুধা কালে দুঃখ খায়, রক্ত হইল বারি প্রায়। তৃষ্ণা কালে তার, সেই বারি সার, আর কিবা কোথা পায়॥

তাহার বিষাদ হেরে, কালি বেশ কৃষ্ণ ধরে। খেদের প্রভাবে, কন মত্ত ভাবে, অধোমুখে কাল হরে ॥ তাই হইয়া অধীর, সতত বহায় নীর। খেদেতে তাহারি, কাল নেত্র বারি, সদা ভূম্যে ঠেকে শির ॥ তাকে যেথায় অমৃত, সেথা অন্ধকারাবৃত। রহিল সেথায়, পড়ে সুধা প্রায়, কবি হরে শোকাবৃত ॥ হেথা বদরমণির, ভেবে হইল অধীর। কেনে আসিল না, হইল ভাবনা, দুই চক্ষে বহে নীর ॥ অতি দুঃখাক্রান্ত হয়, পৃথ্বী হেরে তমোময়। অধোমুখে বসি, কান্দে দিবা নিশি, বিরহ যাতনা সয় ॥ কত বুঝাইল তারা, তবু বহে নেত্রধারা। অধোমুখে কান্দে, নাহি ধৈর্য্য বান্ধে, যেন ফণী মণিহারা ।। কহিলেন তারা তারে, তুমি ভাল বাস যারে। তার আছে নারী, তারি আজ্ঞাকারি, সেকি ভাল বাসে কারে ।। লাগাইয়া প্রাণ মন, আছে তব প্রিয়-জন। তুমি মর হেথা, রঙ্গে আছে সেথা, এ প্রেমে কি প্রয়োজন ।। ছাড় ধনী তার আশা, কঠিন তাহার আশা। সেত জঙ্গলা পক্ষ, পাষাণের বক্ষ, আছে কোথা নিয়া বাসা ।। ইহা শুনি

সুবদনী, কিছু না কহিল ধনী।। যায় দিন কত, হইল উন্মত্ত, বিরহেতে পাগলিনী। দেখে স্বপ্ন ভয়ানক, উঠে পেয়ে তাপ শোক। খেদে বিচ্ছেদের, ইচ্ছা মরণের, ধারা বহে নাহি রোক।। ছল করি শুয়ে থাকে কিছু নাহি কয় কাকে। মুখে বস্ত্র দিয়া, কান্দেন বসিয়া, না হেরে সে বঁধুয়াকে। নাহি পূর্ব্বমত হাসি, সদা গলে প্রেম ফাঁসি। নাহি ভোজ্য পান, সদা প্রিয় ধ্যান, প্রেম প্রবাহেতে ভাসি।। বসে যেথা থাকে সেথা, অন্তরে বিরহ ব্যথা। ভাবে ধনী মনে, পড়ে সে বন্ধনে, তাই নাহি আসে হেথা।। তাহা না হইলে পরে, সে কি মোরে ত্যাগ করে। ভাবে নিরন্তর, তনু জ্বর জ্বর, যেন রোগী পড়ে জ্বরে।। কেহ যদি বলে চল, বলে ধনী চল চল। সুধালে কুশল, যেমন পাগল, বলে সকল মঙ্গল।। বিচ্ছেদেতে দহে প্রাণ, নাহি দিবা নিশি জ্ঞান। খাইতে কৈলে তারে বলেন তাহারে ভাল ভাল আন আন।। খাওয়াইলে তবে খান, দিলে বারি করে পান। কোথাও না যায়, কিছুই না খায়, সদা মনে বন্ধু ধ্যান॥ নাহি ইচ্ছা খাইবার, নাহি

সাদ পরিবার। কথা নাহি কয়, সদা মৌনে রয়, নাহি সাধ ভ্রমিবার॥ শুয়ে ধনী পালঙ্কেতে, গীত গায় বিয়োগেতে। শুনি প্রভুদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস, রচে ললিত রাগেতে॥

রাগিণী ললিত, তাল আড়া।

একি পোড়া প্রেমে পড়ে দুঃখে পুড়ে মরি মরি,। ধ্রু। যদি বিধি দেয় নিধি দুঃখ নিবারণ করি। নাগর পাইয়া বসে, মজিলাম রঙ্গ রসে, না জানি যে অবশেষে যাবে মোরে পরিহরি॥ বদ্ধ আছি প্রেম ফাঁদে, হেরিয়া বিপক্ষ হাসে, রহিলাম মিছা আশে, না জানি তায় কবে হেরি। আমি ত অবলা নারী, বিচ্ছেদ সহিতে নারি, সদা নেত্রে ঝরে বারি, হুতাশ ছাড়িয়া মরি।

পয়ার। গীত রাগ পদ্য গদ্য আর কাব্য বেদ। সেই মতে পড়ে যাতে জন্মে মনে খেদ॥ কিন্তু সদা নাহি পড়ে আর নাহি গায়। কাল ক্রমে কভু যদি গীতে মন যায়॥ মন যদি থাকে সুস্থ সব ভাল লাগে। তা না হৈলে অঙ্গ জ্বলে বাক্য শুনি রাগে॥ যেই জন সহিতেছে বিরহ যাতনা॥

গান বাদ্য তারে যেন লাগে ঝন ঝনা। সদা খেদে কান্দে ধনী ফুলিয়া ফুলিয়া॥ প্রভুদাস কহিলেক পদ্যেতে রচিয়া॥

অথ বদরমনিরের শোক তাপ এবং হাছ্না-বাইকে আহ্বান।

আক্ষেপোক্তি, পয়ার॥ নিদ্রাবেশ হৈতে ধনী, নিদ্রাবেশ হৈতে ধনী। উঠিলেন একদিন সেই সুবদনী॥ সাদ হৈল ভ্রমিবার, সাদ হৈল ভ্রমিবার। আস্তে ব্যস্তে যায় পুষ্প উদ্যান মাঝার॥ মনে এই করি আশ, মনে এই করি আশ। শোকাবিষ্ট আছি কিছু হইবেক হ্রাস॥ দিবা শেষ হইয়াছে, দিবা শেষ হইয়াছে। তিন অংশ গেছে বাকি এক অংশ আছে॥ মুখ করি প্রক্ষালন, মুখ করি প্রক্ষালন। নিজ পুষ্পোদ্যানে ধনী করিলা গমন॥ মণিময় সিংহাসন, মণিময় সিংহাসন। রাখিয়া উদ্যানে ধনী করিল বসন॥ কিবা শোভা বসিবার, কিবা শোভা বসিবার। স্বর্গের অপ্সরা হেরি হয় চমৎকার॥ সিংহাসন পরে বসি, সিংহাসন পরে বসি। পদ-

নেত্রপাত, যদি করে নেত্রপাত। আক্রমণ করে মূর্চ্ছা আসিয়া হঠাৎ॥ বয়স্যেরা আসে পাশে, বয়স্যেরা আসে পাশে। বসিয়া আছিল সাজি আভরণ বাসে॥ যেমন নক্ষত্রগণ, যেমন নক্ষত্র গণ। পূর্ণিমার চাঁদে আছে করিয়া বেষ্টন॥ মত্ত হয়ে উপবন, মত্ত হয়ে উপবন। পুষ্পনেত্র দ্বারা তারে করয়ে দর্শন॥ স্তম্ভভাবে যত ফুল, স্তম্ভভাবে যত ফুল। একদৃষ্টে চেয়ে রয় হইয়া আকুল॥ আতরে ভূষিত ছিল, আতরে ভূষিত ছিল। পুষ্প পরিমল তায় দ্বিগুণ হইল॥ হেরিতে সে শশধরে, হেরিতে সে শশধরে। ফুলগণ রহে নেত্র উন্মিলন করে॥ যেন বনে চন্দ্রোদিত, যেন বনে চন্দ্রোদিত। বসাতে তাহার হৈল উদ্যান শোভিত॥ যেমন নন্দনবন, যেমন নন্দন বন। পারিজাত বিকসিলে হয় সুশোভন॥ সুস্থ কিছু হৈল কায়, সুস্থ কিছু হৈল কায়। সখী-গণে আজ্ঞা দিল বচন সুধায়॥ কেহ হেথা আছ নাকি, ২, শীঘ্র গিয়ে ছাড়ুবায়ে আন দেখি ডাকি॥ উত্তম সময় এই, উত্তম সময় এই। করুক আ-সিয়া কিছু গান বাদ্য সেই॥ সদা মনে অগ্নি-

দ্বারে পদ রাখি রহিলা রূপসী ।। লোচন উন্মত্ত তার, লোচন উন্মত্ত তার। যেন করি মত্ত হয় কারণে সুধার ।। নূতন যৌবন ভার, নূতন যৌবন ভার। তায় ফের বসন্তের হইল সঞ্চার ।। বুকে উচ্চ পয়োধর, বুকে উচ্চ পয়োধর। কাঁচলি ঠেলিয়া উঠে দেখিতে সুন্দর ।। বসি ধনী সিংহাসনে, বসি ধনী সিংহাসনে। তামাকু করেন পান কিন্তু খেদ মনে ।। মুখনল, আছে মুখে, মুখনল আছে মুখে। হুক ধরি সহচরী আছয়ে সম্মুখে।। শোকে মন অগ্নিময়, শোকে মন অগ্নিময়। সেই হেতু মুখ হৈতে ধুম বারি হয় ।। এদিক উদিক চায়, এদিক উদিক চায়।। ফিরেরে হেরিতে চক্ষু দশদিক্ ধায়। দাসীগণ আছে খাড়া, দাসীগণ আছে খাড়া। যার যেই কর্ম্ম সেই আছে সেই দাঁড়া ।। কেহ বায়ু করে গায়, কেহ বায়ু করে গায়। মণিময় তালবৃন্ত লইয়া ঢুলায় ।। কার করে পিক দান, কার করে পিক দান। কার করে পুষ্পহার কার হস্তে পান ।। ছিল যত সহচরী, ছিল যত সহচরী। সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে বেশ ভূষা করি ।। যদি করে

জ্বলে, সদা মনে অগ্নি জ্বলে। হৃদয়ের অগ্নি নাহি নিভিবে না মলে॥ তাই বলি বাদ্য গান, তাই বলি বাদ্য গান। শুনিলে কিঞ্চিৎ সুস্থ হই-বেক প্রাণ॥ শুনি এক সহচরী, শুনি এক সহচরী। আজ্ঞা জানাইল তারে অতি ত্বরা করি॥ শুনি সে বিলাস রাশি, শুনি সে বিলাস রাশি। আসিতে লাগিল মুখে অবিরাম হাসি॥ চাহনি প্রেমের ফাঁসি, চাহনি প্রেমের ফাঁসি। চলিল থমকে কত যুবাকুল নাশি॥ সে এমন রূপ রাশি সে এমন রূপ রাশি। ভুলে হেরে তারে হইলেও কাশি বাসী॥ সাক্ষাৎ কমল বাসী, সাক্ষাৎ কমল বাসী। হেরিলে দেবতাগণ হয় তার আশী। কেশ পড়ে মুখ পরে, কেশ পড়ে মুখ পরে। যেন মেঘ ঘিরিয়াছে পূর্ণ শশধরে, মিসিতে অধর কাল মিসিতে অধর কাল। যেন মুখ পরে প্রলয়ের রাত্রি কাল॥ কর্ণ দ্বয়ে বালা দ্বয় কর্ণ দ্বয়ে বালা দ্বয়। যেন চক্র দৃষ্টি হয় হৈলে চন্দ্রোদয়॥ বেণী কবরি বন্ধন, বেণী কবরি বন্ধন। কটি দেশ ক্ষীণ আর থমকে চলন॥ চলে বিচ-লিত পদে, চলে বিচলিত পদে। যুবক পুরুষ

রনী নাশে পদে পদে। উচ্চ দুই কুচাচল উচ্চ দুই কুচাচল। পদে অলক্তক আর দুই দুই দল॥ মলে মলে ঠেকি বাজে, মলে মলে ঠেকি বাজে, ভুলিবেক যুবালোক শুনি কাজে কাজে। হেরি সৌন্দর্য্য তাহার, হেরি সৌন্দর্য্য তাহার। সমুদায় পৃথ্বীবাসি গুণ গায় তার॥ সঙ্গী চলে সঙ্গে তার, সঙ্গী চলে সঙ্গে তার। হস্তে নিয়া বেণু বীণা তবলা ছেতার। আসি সবে সেই খানে আসি সবে সেই খানে। যোড় হস্তে দাড়াইল স্বীয় স্বীয় স্থানে॥ আরম্ভিল নৃত্য গান, আরম্ভিল নৃত্য গান। কেহ বা গিটকিরি দেয় কেহ ছাড়ে তান॥ স্বর্গের নৃত্যকী জিনি, স্বর্গের নৃত্যকী জিনি। মনোহর নাচ করে সে সব কামিনী॥ দেখিলে নন্দন পতি, দেখিলে নন্দন পতি। তা-কিত নাচিতে সবে শীঘ্র করি অতি॥ বাঁচিত গন্ধর্ব্ব গণে, বাঁচিত গন্ধর্ব্বগণে। নাচিতে না হৈত গিয়া ইন্দ্রের ভবনে॥ কিবা রূপ কিবা গান, কিবা রূপ কিবা গান। বিকশিত হয়ে ফুল শোভিত উদ্যান॥ দিবা শেষ স্নিগ্ধানিল, দিবা শেষ স্নিগ্ধানিল। বকুল মুকুলে বসি ডাকিছে কোকিল॥ কিঞ্চিৎ আছে

আতপ, কিঞ্চিৎ আছে আতপ। কিবা হরিদ্বর্ণ ধান্য শোভিত সর্ষপ॥ পড়িছে বারি নির্ঝর পড়িছে বারি নির্ঝর। ঝরঝর শব্দ শুনিবারে মনোহর॥ বৃক্ষগণে পক্ষিগণ, বৃক্ষগণে পক্ষিগণ। শূন্যে দাড়াইয়া রয় না করে গমন॥ রহে খাড়া নাহি নড়ে, রহে খাড়া নাহি নড়ে। যে বসিল সে রহিল নাহি যায় উড়ে॥ এক মন হয়ে কুল এক মন হয়ে কুল। শ্রবণ করেন গান হইয়া আকুল॥ গানেতে হয়ে মোহিত, ২, উন্মত্তের প্রায় বৃক্ষ হয় সঞ্চালিত॥ পক্ষিগণে মূর্চ্ছা ধরে, পক্ষিগণে মূর্চ্ছা ধরে। পড়িতে লাগিল তারা পাদপ উপরে॥ ঘুঘু কান্দে শব্দ করে, ঘুঘু কান্দে শব্দ করে। ভ্রমর শুনিয়া কান্দে গুণ গুণ স্বরে॥ শুনি নর্ম্মরের মন, শুনি নর্ম্মরের মন। হয়ে জল ভূমিতল হইছে পতন। শুনি বদরমণির, শুনি বদরমণির। মুখে বলে আহা আহা চক্ষে বহে নীর বন্ধুকে স্মরণ হয়, বন্ধুকে স্মরণ হয়। মুখে বস্ত্র দিয়া কান্দে অধোমুখে রয়॥ মুখে বলে হায় হায় মুখে বলে হায় হায়। না হেরে বন্ধুকে প্রাণ বাহির হয়ে যায়॥ এ সময় প্রিয় নাই, এ সময় প্রিয়

নাই। গান শুনে মনাগুনে পুড়ে মরে যাই॥ যে জন বিচ্ছেদে রয়, যে জন বিচ্ছেদে রয়। প্রিয়ের বিহনে তার সব অগ্নিময়॥ পুষ্প যেন দাবানল, পুষ্প যেন দাবানল; মদন তাহার পরে সতত প্রবল॥ গীত নাট বজ্রাঘাত, গীত নাট বজ্রাঘাত। সতত অসুখী যার বিরহ পশ্চাৎ॥ বুকে যার দুঃখ শূল, বুকে যার দুঃখ শূল। কণ্টকি তাহার পক্ষে বিকচ মুকুল॥ কাছে নাই মন ফুল কাছে নাই মন ফুল। কি সুখ তাহার হবে হেরে বন ফুল॥ বিরহেতে জ্বলে কায়, বিরহেতে জ্বলে কায়; ত্যজিয়া সে গান বাদ্য উঠে চলে যায়॥ যাইয়া পড়িল খাটে, যাইয়া পড়িল খাটে। প্রিয় জন্য জ্বলে মন বক্ষঃস্থল ফাটে॥ ছিল সবে হরষিত, ছিল সবে হরষিত। অবস্থা হেরিয়া তার হইল দুঃখিত॥ নাই যার নিদ্রাগার, নাই যার নিদ্রাগার। কোথা বা নিতম্ব দোলা আর আঁখি ঠার॥ কোথা নাচ কোথা রঙ্গ, কোথা নাচ কোথা রঙ্গ। হেরিয়া তাহার দুঃখ দিল সবে ভঙ্গ॥ হর্ষ করিল গমন, হর্ষ করিল গমন। বিষাদ করিল অতি বেগে আগমন॥ এক মতে

বায়ু নয়, এক মতে বায়ু নয়॥ কভু সুখ কভু দুঃখ প্রভুদাস কয়॥ কভু হয় মধুমাস, কভু হয় মধু-মাস। কভু শীত কভু বর্ষা ভিন্ন বারে মাস॥ কভু আল কভু শান্ত, কভু আল কভু শান্ত। কেহ বিয়োগেতে আছে কেহ নিয়া কান্ত॥ কভু বিচ্ছে-দের ত্রাস, কভু বিচ্ছেদের ত্রাস। কখন বা আশা-আর কখন নৈরাশ॥ পুষ্প কখন ফুটিত, পুষ্প কখন কুটিত। বায়ুর প্রভাবে কভু আছয়ে মুদিত॥ কভু নিশি কভু দিবা, কভু নিশি কভু দিবা। বিশ্বাস হইবে কেন পৃথ্বী পরে কিবা॥

অথ বেনজিরের বিরহে বদরমণিরের অধীরতা।

রাগিণী কালেংড়া, তাল জলদ তেতালা।

বিচ্ছেদ যাতনা, প্রাণে সহেনা সহেনা। ধ্রু। মদন বাণে দহিছে প্রাণ বিনা সই প্রিয়জনা॥ হারাইয়া প্রাণ ধনে, জ্বলিতেছি হুতাশনে, নাহি জানি সেই রতনে, পাইব কি পাইব না। বিনা সেই ফুলবাণ, অসুস্থ আছয়ে প্রাণ, ত্যজিনু ভোজন পান, হেন প্রাণ রাখিব না। ছেড়ে সেই প্রিয়জন, জীবনে কি প্রয়োজন, প্রভুদাস কয় রমণ, পা-ইবে প্রাণ ত্যজিও না॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ যাবে ধনী খাট পরে, পড়িলেন মূর্চ্ছা ঘোরে, আজ্ঞা দিল সব দাসীগণে। তোমরা অন্তরে থাক, নিকটেতে আস নাক, বন্ধুধ্যানে থাকে একমনে ॥ অচৈতন্যে রহে ধনী, অস্ত যান দিনমণি। রাত্রি হয় চন্দ্রের উদয়, ক্রমে ধনী সচেতন, নেত্র করে উন্মীলন, শোভাকরে দুঃখ বৃদ্ধি হয় ॥ পেয়ে চাঁদনি সুন্দর, হাতে নিয়া পদ্মফুল, বিরহিণী করে অন্বেষণ। দেখে লক্ষ করি বুকে, হাত যুড়িয়া বন্ধুকে, করিলেন মনোদুঃখ জ্ঞাপন। নিশাশেষ হৈল পার, করে ধনী হাহাকার, কান্দিয়া ভিজায় ধরাতল। এই রূপে রহে সতী, শুকাইলেন নিশাপতি, সূর্য্য উঠে হইয়া প্রবল ॥ তিমির পলায় ডরে, লুকাইল গুহা ঘরে, পৃথিবী হইল আলময়। প্রাতঃ বায়ু লাগে অঙ্গে, উঠে সবে নিদ্রা ভঙ্গে, আপন আপন কর্ম্মে রয় ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া ধনী, উঠিলেন সুবদনী, করিলেন মুখ প্রক্ষালন। নিশিতে নয়ন জল, পড়েছিল মহীতল, তাই ভিজে পুষ্প তরুগণ। সকলে বলে শিশির, কিন্তু সে চক্ষের নীর, নাহি জল নাহি সে নীহার ॥ দর্পণে

দেখিয়া সতী, হইলেন দুঃখমতী, হেরিয়া দুর্গতি আপনার। ছিল সুন্দরী অধৈর্য্য, ধরিলেন কিছু ধৈর্য্য, আপন মনেতে বিচারিয়া। মুখে কথা বার্ত্তা কয়, হৃদয় অনলময়, তবু রাখে গোপন করিয়া॥ উন্মত্তা থাকে অনঙ্গে, পরিপাটী নাহি অঙ্গে, না মস্তক না মুখের জ্ঞান। খুলিয়া পড়িলে কেশ, মলিন হইলে বেশ, তবু তার নাহি কিছু জ্ঞান॥ মুখে নাহি মিসি আছে, চিকুর খুলি গিয়াছে, মনোযোগ নাহি তার প্রতি। খোলে কাঁচলি কষন, নাহি সিন্দুর চন্দন, তবু নাই মনে কিছু স্মৃতি॥ কোথা বা গলার হার, কোথা তার চন্দ্রহার, কোথা খোপা কোথা বা সে মণি। কোথা নথ কোথা মল, মদন সদা প্রবল, অযতনে থাকেন অমনি॥ কোথা কানে কানবালা, সতত বিচ্ছেদ জ্বালা, কোথা কঙ্কণ কোথা নূপুর। কোথা চুড়ি কোথা সাড়ি, যেন ধনী কড়্যা রাঁড়ি, কোথা কেয়ূর কোথা বা ঘুঙ্গুর॥ কিন্তু রূপবতীগণ, ত্যজিলে বেশ ভুষণ, দ্বিগুণ তাহার রূপ হয়। যদি বেশ ত্যজ্য করে, যেন আছে বেশ ধরে, যে ভাল সে ভাল সদা

রয়॥ কান্দে হয়ে দুঃখযুক্তা, যেন পড়িতেছে মুক্তা, বস্ত্র শূন্য বুকে পদ্মদ্বয়। বিরহে মুখ বিবর্ণ, যেন শশি পাণ্ডু বর্ণ, যার জ্যোতে দিক্‌-উজ্জ্বল হয়॥ যদি ছাড়ে হিমশ্বাস, যেন মলয়া বাতাস, চাঁদনিতে অনিল বহিছে। রচে কহে প্রভুদাস, সুন্দরী থাকে নিরাশ, শুনি মোর অ-ন্তর দহিছে॥

অথ বদরমণিরের অধৈর্য্য ও ক্ষীণতা
এবং তারার নিষেধ।

পয়ার। পড়িল বিচ্ছেদ ফাঁদে বদরমণির। সতত অসুস্থ প্রাণ চক্ষে বহে নীর॥ এমন যৌ-বন আর রূপ স্বর্ণ প্রায়। তার শোক তাপ শুনে মনে দুঃখ পায়॥ যেথা বসে উহু করে ক্ষীণতা ছলায়। হইল চক্ষের জল ঠিক রক্ত প্রায়॥ মিছা কর্ম্মে দাসীগণে দূরেতে পাঠায়। আপনি উঠিয়া যায় পাদপ তলায়॥ কিন্তু সেই পাদপের মূলদেশে যায়। যেথা হৈতে গুপ্ত ভাবে দেখিতেন রায়॥ দিবা অবসান কালে আসেন সেথায়। সন্ধ্যাবধি থাকে ধনী বসিয়া

ছায়ায় ।। এইরূপে এক মাস গত হৈয়া যায় । প্রাণের বল্লভে ধনী দেখিতে না পায় ।। ভা- বিয়া ভাবিয়া তার ক্ষীণ হৈল কায় । সতত জাগিয়া থাকে নাহি নিদ্রা যায় ।। পাগলিনী কমলিনী বিরহ জ্বালায় । জিজ্ঞাসিলে ফোঁপে রয় নাহি দেয় সায় ।। অপবাদ শঙ্কা তার ভূমে চলে যায় । হয় যুক্ত যোড়তর মদন জ্বালায় ।। সতত অসুখি মন কিছু নাহি ভায় । শরীরে কিঞ্চিৎ মাত্র বল নাহি পায় ।। দুঃখ হেরে দাসীগণে বলে হায় হায় । তার সখী বিধুমুখী আসিয়া বুঝায় ।। কহে শুন রূপবতী কহি যে তোমায় । কেন নিরন্তর জ্বল তার ভাবনায় ।। তুমি ছিলে জ্ঞান রাশি বুঝাতে সবায় । হইলে এখন কেন বুদ্ধি হারা প্রায় ।। পথিকের সঙ্গে প্রেম করিলে হেলায় । যোগী নাহি করে প্রীতি বলেন কথায় ।। যৌবন করিয়া দান বিহঙ্গ জংলায় । জ্বলিতেছ সদা তুমি বিরহ জ্বালায় ।। করে কত রঙ্গ রস শেষেতে পলায় । সে কথা কহিতে বক্ষস্থল ফেটে যায় ।। পোষ নাহি মানে কভু বন্য পশুগণ । যেই স্থানে বসে সেই তা-

হার ভবন।। ভুলিয়াছ রসবতী কাহার কথায়। ভেবে দেখ আছ তুমি কিবা অবস্থায়।। কেহ যদি ভক্ত হয় হও তার ভক্ত। সে যদি আনক্ত হয় তৈও না আসক্ত।। আর যদি কেহ মিছামিছি প্রেম করে। তুমিও রাখিবে প্রেম অধর উ- পরে।। সে ত হরষিত আছে গন্ধর্ব্বিনী নিয়া। কেন নর তুমি মিছা কান্দিয়া কান্দিয়া।। তাহার থাকিত যদি তব প্রতি মন। অবশ্য আসিয়া হেথা দিত দরশন।। কহে শুনি সুবদনী মন্দ বল নাই। ভাল মন্দ যত কিছু জানেন গোঁ- সাই।। সে ত অতি সুস্বভাব নন ভাল বটে। নাহি জানি তার প্রতি কিবা দুঃখ ঘটে।। বুঝি বন্দ হইয়াছে তাই নাহি আসে। শুনে বুঝি গন্ধর্ব্বিনী প্রাণ তার নাশে।। এই জন্যে দিবা নিশি আছি ভাবনায়। ফেলিয়া দিলেক বুঝি কোন বনে তায়।। কিম্বা তাড়ে গন্ধর্ব্ব নগর হৈতে তায়। কিম্বা কোন রাক্ষসেতে ধরে তারে খায়।। চাহি না তাহার আশা সে থাকুক সুখে। এতেক বলিয়া ধনী কান্দে অধোমুখে।। লোচন হইতে তার অশ্রুধারা ঝরে। মূর্চ্ছায় পড়িল

ধনী পালঙ্ক উপরে ।। নেত্র জলে ভেজে বস্ত্র ঘন বহে শ্বাস। কান্দিতে কান্দিতে রচে ঈশ্বরের দাস ।।

অথ বদরমনিরের স্বপ্ন দর্শন।

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদি। পড়ে থাকে পালঙ্ক উপরে, লোচন হইতে বারি ঝরে। ভেবে ভেবে নিদ্রা যায়, স্বপন দেখিতে পায়, দুস্বপ্ন দেখে কবিবরে ॥ দেখে ধনী কুস্বপ্ন এমন, শত্রু যেন না দেখে তেমন। মাঠ মধ্যে কূপ আছে, ঘর বাটী নাহি কাছে, নাহি সেথা যোগি ঋষিগণ ॥ নাহি আছে সেথায় মানব, না পশু না আছয়ে দানব। নাহি সুর না অসুর, সদা থাকে শঙ্কাতুর, দুঃখের অবস্থা কত কব ॥ তরুলতা নাহি আছে তথা, কি কহিব সে কূপের কথা। যেন রাহুর উদর বাস্তবিক যমঘর, নরক হইবে বুঝি যথা ॥ শিলা আছে তাহার উপরে, কার সাধ্য উদঘাটন করে। কেহ তার অভ্যন্তরে, মরি মরি শব্দ করে, যেন কেহ কান্দে আর্ত্ত-স্বরে ।। শব্দ হয় বদরমনির, তোমা লাগি

হয়েছি অধীর। মুগ্ধ হয়ে তব রূপে, পড়িছি বিচ্ছেদ কূপে, সদা চক্ষে বহিতেছে নীর॥ তবু মনে আছে তব ধ্যান, তোমা বিনা নাহি কিছু জ্ঞান। যত দিন প্রাণ আছে, মিলনের সাধ আছে, দুঃখ যায় হেরিলে বয়ান॥ নাহি কিছু মরণের ভয়, দুঃখ যায় যদি মৃত্যু হয়। কিন্তু খেদ রবে মনে, না হেরিনু সে বদনে, গোয় মোর হবে তমোময়॥ শুনি ধনী এই বিবরণ, ভগ্নখণ্ড হইল তার মন। বিষাদ জন্মিল মনে, চাহিল অন্তঃ করণে, কহে কিছু তাহারে বচন॥ কিন্তু সতী হৈল জাগরিত, স্বপ্ন দেখি হইলেন ভিত। নাহি-দেখে সে উদ্যান, জ্বলিয়া উঠিল প্রাণ, নাহি বুঝে কিছু হিতাহিত॥ নাহি পায় শুনিতে সে বাণী, কান্দে সতী শিরে কর হানি। কাতর হইয়া শোকে, মাটিতে মস্তক ঠোকে, ভাবে বসি দিয়া গণ্ডে পাণি॥ জিজ্ঞাসিল সহচরীগণ, নাহি কহে স্বপ্ন বিবরণ। লোচনের জল ঝরে, পড়ে তার গণ্ডপরে, চাঁদনিতে নক্ষত্র যেমন॥ আতস বাজির মত শ্বাস, চিন্তা হৈল পূর্ব্বকার বাস। ক্ষীণ হৈল সর্ব্বকায়, যেমন রোগীর প্রায়, নাহি

কহে না করে বিশ্বাস ॥ কিন্তু অগ্নি লুকালে কি থাকে, বস্ত্রে মণি ঢাকিলে কি ঢাকে। লুকায়ে রাখিলে প্রেম, বৃদ্ধি হয় পরিশ্রম, কিন্তু ভাবে বলিবেন কাকে ॥ ছিল দাসী কওক প্রধান, সেবা করি বাড়ে ছিল মান। বিবরণ স্বপনের, কহে নিকটে তাদের, কান্দে সবে করে বোধ দান ॥ শুনিলেক মন্ত্রিসুতা তারা, কান্দিয়া কান্দিয়া হয় সারা। অন্তর হইল জীর্ণ, বক্ষস্থল শীর্ণ শীর্ণ, যেন হয় ফণী মণি হারা ॥ তার পরে প্রভুদাস শুনে, পরিতাপ পায় কত মনে। দান করে উপদেশ, ধরি যোগিনীর বেশ, যাও তারা তার অন্বেষণে ॥

অথ তারা সখীর যোগিনী বেশ ধারণ।

রাগিনী মুলতান, তাল ঃপোস্ত।

অন্বেষণে তারি, হব আমি ব্রহ্মচারী। ধ্রু। মন চোরে আনিবারে দেখি পারি কি না পারি ॥ প্রেমের যোগিনী হব, প্রেম তীর্থে তপে রব, প্রিয় শিব নাম লব, প্রেম বাঘছাল পরি। প্রেম

ছাই গায় মাখিব, প্রেম সিদ্ধি ঘুটে খাব, প্রেম ধামে বেড়াইব, প্রেম দণ্ড হাতে ধরি। প্রেম কমণ্ডলু নিব, প্রেমমালা গলে দিব, প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীতধড়া পরি। প্রেম কৃষ্ণাজিন গলে, দিব আমি কুতূহলে, স্নান করিব প্রেম জলে, হয়ে প্রেম জটাধারী॥ প্রভুদাস শিষ্য হয়ে, যাবে সঙ্গে ঝুলি লয়ে, যোগাচার দিও কয়ে, হব তব আজ্ঞাকারী॥

পয়ার। তারা সখী কহে শুন ত্বন্তিতা রাজার। কান্দ না কান্দ না যাই অন্বেষণে তার॥ বাঁচি যদি রাঙ্গা পদ করিব দর্শন। মরি যদি দিনু প্রাণ তোমার কারণ॥ শুনি কহে রসবন্তী প্রিয় সখী তারা। বাস্তবিক তুমি মোর লোচনের তারা॥ যায় যাবে মম প্রাণ না করি ভাবনা। তুমি গেলে তব মত পাবনা পাবনা॥ মিছে কেন যাবে তুমি তার অন্বেষণে। আমার নিকটে থাক বসিয়া ভবনে॥ সে ত গন্ধর্ব্বিণী আর তুমিত মানব। কেমনে হইবে দেখা তার সঙ্গে তব॥ এক জনে খোওয়াইয়া হইছি এমন। হারালে তোমায় বুঝি হবে জ্বালাতন॥ তব সঙ্গে রসরঙ্গে

কাটিতেছি কাল। একা ফেলে তুমি গেলে ঘটিবে জঞ্জাল॥ তোমার লাগিয়া মোর দহিবেক হিয়া। মরিব বসিয়া একা ভাবিয়া ভাবিয়া॥ ছায়া কহে কি কহিব কহিতে না পারি। তোমার দুর্গতি আমি সহিতে না পারি॥ বিপদ কালেতে যদি না করি উদ্ধার। প্রাণ হইল কিবা সহিতে আমার॥ এত বলি ফেলে খুলি সার অলঙ্কার। খণ্ড খণ্ড করিলেক বস্ত্র আপনার॥ কোথা বা পাঁচলি আর কোথা মুক্তাহার। কোথা বা কুণ্ডল আর কোথা চন্দ্রহার॥ ত্যজিয়া যুবতী বেশ সাজে যোগিরাজ। বাহির হইল ধনী ত্যজি গৃহলাজ॥ করিয়া সহিত ভস্ম মাখিলেক গায়। ধুতুরা খাইয়া নেত্র করে জবাপ্রায়॥ ভস্মের দিলেক রেখা ললাট উপরে। আকুল করিয়া বেণী জটা ভার করে॥ কণ্ঠেতে স্ফটিক মালা কৃষ্ণাজিন গলে। ডানি হস্তে দণ্ড ধরিলেক কুতূহলে॥ তুলে নিল ধনী কমণ্ডলু বাম করে। গাঁজা ভাঙ্গ নিল আর বাঘ ছাল পরে॥ তামাকু আফিঙ্গ নিল আর কিছু সিদ্ধি। ভাবে সিদ্ধি ঘুটে হবে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি॥ তেজস্বিনী হৈল

যেন সাক্ষাৎ ভাস্কর। চলিলেন ধনী মুখে বলি হর হর॥ স্কন্ধেতে লইয়া বীণা শিবগুণ গায়। কেদার কেদার বলি ধনী চলে যায়॥ চলিল যোগিনী সবে গালে বাজাইয়া। আপন যোগের বেশ সবে দেখাইয়া॥ দেখিয়া তাহার গতি বদর নগির। কান্দিতে লাগিল কত ভূমে পাতি শির॥ নুনারে তারায় সবে তবু না শুনিল। আশীর্ব্বাদ কর বলি বিদায় হইল॥ সবে বলে সঁপিলাম জগত ঈশ্বরে। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হৌক আইস ত্বরা ঘরে॥ কহে তারা চলিলাম খুঁজিতে তাহায়। পাই যদি তবে ফের আসিব হেথায়॥ নহে জন্ম মত এই হইনু বিদায়। এত বলি চলিলেন ত্যজিয়া সবায়॥ ছাড়িয়া মানব স্থান প্রবেশিল বনে। জিজ্ঞাসা করেন কাকে ভাবে মনে মনে॥ কভু পাছে চায় আর কভু আগে ধায়। কখন বাজায় বীণা বসিয়া ছায়ায়॥ গান করি দেয় যবে বীণার ঝঙ্কার। তরুগণ মোহ পায় গান শুনি তার॥ কিবা সে বীণার রব কিবা সেই গান। কিবা সে ঝঙ্কার আর কিবা সেই তান॥ যেখানে বাজায় বীণা যোগিনী বসিয়া। আসে পাশে

বৃক্ষগণ রহে দাঁড়াইয়া॥ কিবা সেই তাল আর সুমধুর গান। ধরা শুনি পড়ে রয় হইয়া অজ্ঞান॥ নাহিক দাঁড়ায় আর না পায় চেতন। বোধ করি চিরকাল থাকিবে এমন॥ কূপ জল নাহি চলে শুনি সেই গীত। পল্লব শুনিয়া হয় ভূতলে পতিত॥ শুনিয়া সঙ্গীত তার নাচয়ে খঞ্জন। চাতক রোদন করে করিয়া শ্রবণ॥ শুনি যোগিনীর গীত দহে তার হিয়া। চীৎকার করয়ে তাই জলের লাগিয়া॥ প্রাতঃ বায়ু মত ধনী ফেরে মাঠে ঘাটে। প্রভুদাস কহে দুঃখ শুনি প্রাণ ফাটে॥

অথ গন্ধর্ব্ব রাজ পুত্র ফিরোজের যোগিনী পরে আসক্ত হওয়া।

রাগিণী কালেঙড়া, তাল জলদ তেতালা।

বসিআছে কমলিনী যোগিনী বনে। ধ্রু॥ যেন লক্ষ্মী বসি আছে কমল বনে॥ মুখ জিনি তারাপতি, জোলে দেখে রতিপতি। হেরে যুবা পুরুষগণে ঘটে দুর্গতি॥ রূপে রূপবতী যেন

সাক্ষাৎ রতি॥ হানিতেছে নয়ন বাণ যত যুবা জনে। প্রভুদাস সাবধানেতে, বসি আছে ভবনেতে, নাহি যায় ভ্রমণেতে, কোন থানেতে; পাছে সেই যোগিনী পড়ে নয়নে।। সাবধান সবে যেন যাইও না কাননে॥

পয়ার। দেখহ প্রভুর খেলা কিবা সে ঘটায়। রাত্রি আর দিবা হয় যাহার ইচ্ছায়॥ কভু দুঃখ দেয় কভু হর্ষ করে দান। কখন প্রভাত কভু দিবা অবসান॥ সকলে জানেন দুই ধারা বসুন্ধরা। কভু ছায়া আর কভু আলময় ধরা॥ কখন বসন্ত আর কখন বা শীত। বোঝা নাহি যায় এর কিছু হিতাহিত॥ এক মাঠে এক রাত্রি যোগিনী বসিয়া। গান বাদ্য করে মৃগছাল বিছাইয়া॥ পূর্ণিমার রাত্রি ছিল কিবা মনোহর। গগনে উদয় হৈল পূর্ণ শশধর॥ পূর্ণ চন্দ্র জিনি রূপ সুধা জিনি গান। তবলা জিনিয়া তালি করি জিনি তান॥ কিবা চাঁদনির শোভা কিবা বীণা রব। তৃণ পল্লবাদি যত শ্বেতবর্ণ সব॥ আকাশেতে নিশাপতি আছয়ে উদিত। নিচেতে যোগিনী সূর্য্য মত প্রজ্বলিত॥ যোগিনী হেরিয়া

চন্দ্র হয় পাণ্ডুবর্ণ। দিনে যেন হয় দেখি ভাস্করে বিবর্ণ॥ শুনিয়া বীণার রব হইয়া মোহিত। মূর্চ্ছায় চাঁদনি হয় ভূতলে পতিত॥ নীরব হইয়া শুনে বিহঙ্গম কুল। উম্মিলন করে নেত্র পাদপের ফুল॥ হেন কালে এক জন গন্ধর্ব্ব কুমার। আছিল সন্তান সেই গন্ধর্ব্ব রাজার॥ রূপে রূপবান্ যেন ঠিক রতিপতি। অনুমানে বয়ঃ তার হইবে বিংশতি॥ কোমল শরীর আর বঙ্কিম নয়ন। শূন্যেতে যাইতে ছিল নিয়া সিংহাসন॥ ভ্রমণ করিতে ছিল চাঁদনি দেখিয়া। ডাকিত তাহাকে সবে ফিরোজ বলিয়া॥ অকস্মাৎ বীণারব শুনিয়া কুমার। আনিল তথায় সিংহাসন আপনার॥ দেখে বসিয়াছে এক সুন্দর যোগিনী। অপ্সরা জিনিয়া রূপ কানের কামিনী॥ মনে মনে বলে যাহা না দেখি কখন। অদ্য তাহা দেখি হৈল সফল নয়ন॥ লোচন যুগল পূর্ব্বে পুণ্য করে ছিল। তাহার কারণে হেন রমণী হেরিল॥ সার্থক জীবন মোর সার্থক যৌবন। এমন রমণী আমি করিনু দর্শন॥ অনুরাগী হয় তার হানে বাণ কাম। সম্মুখে যাইয়া কহে যোগিনী

প্রণাম ।। এমন যৌবন কালে কেনে যোগ সাধা। যৌবন সুখেতে কোন জন দিল বাধা ।। নবীন নবন হেরি রূপের তরঙ্গ। নিয়াছ আপনি কেনে কামরসে ভঙ্গ ।। ত্যজিয়া যৌবন সুখ নিলে যোগিবেশ। দিয়াছে তোমায় কেবা এই উপ-দেশ ।। তোমা মত যুবতিরা হইলে এমন। কি কাজ করিল তবে আপনি মদন ।। বসন্ত মলয়ানিল কি কাজে লাগিল। যৌবন কালের আর কি তেজ রহিল ।। বাহা যৌক কোথা হৈতে আইলে এখন। বিশেষ বলহ মোরে সব বিব-রণ ।। বুঝিল যোগিনী প্রেমে বন্দিনু ইহায়। ফাঁদেতে রাখিয়া পদ যাবেন কোথায় ।। জা-লেতে হইয়া বদ্ধ পলাবে কেমনে। ভাবেতে বুঝিল তার যাহা ছিল মনে ।। যেথা রূপ অনু-রাগ পাইবে সেথায়। যে রূপে কাষ্ঠের মধ্যে অনল লুকায় ॥ যোগিনী হাসিয়া কহে বলি হর হর। সে কথায় কিবা কাজ যাও নিজ ঘর ।। যেথা হৈতে আইলে তুমি যাও সেই স্থানে। কি লাভ আমার বলে তব সন্নিধানে ॥ গন্ধর্ব্ব কুমার কহে শুন গো যোগিনী। নাহেরি এমন

কভু যোগিনী রাগিণী।। একটী কথায় কেন উঠিলে জ্বলিয়া। কিঞ্চিৎ শুনিয়া বীণা যাইব চলিয়া॥ কহে রসবতী শুন নবীন কুমার। যোগিনীরে হাস্য কর একি অবিচার॥ হাস্য পরিহাস পাত্র নহেত যোগিনী। হাস্য কর ঘরে গিয়া লইয়া কামিনী॥ এইরূপে ঠারা ঠারি হয়ে দুজনায়। বসিল কুমার সন্নিধানে দাস প্রায়॥ কভু রূপ হেরে কভু শুনে বীণা তান। অনঙ্গে মাতিয়া কভু সঙ্গে সঙ্গে গান॥ বুদ্ধি হারা হৈল যেন পাগলের প্রায়। রাখিতে বীণার তান মস্তক হেলায়॥ সাজিল যোগিনী দুঃখে আপনি কুমারী। কুমার তাহার জন্যে হৈল ব্রহ্মচারী॥ না রহে গৃহের জ্ঞান না পথের জ্ঞান। না রহে অঙ্গের জ্ঞান হইল অজ্ঞান। মৃগ ছালে বসি বীণা যোগিনী বাজায়। কুমার মোহিত হয়ে বলে হায় হায়॥ এদিকে বীণার তান ছাড়ে বসি ধনী। উদিকে হইল উচ্চ রোদনের ধ্বনি॥ যেমন আছিল তার তাহার বীণায়। তেমনি হইল তার ইহার ধারায়॥ এই রূপে দুই জনে রহিল সেথায়। প্রভাত হইল নিশা–

নাথ অস্ত যায়॥ পক্ষীগণ কলরব করিয়া উঠিল। নিদ্রায় আছিল রবি জাগিয়া উঠিল॥ পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ যেমন সুবর্ণ। কুমুদ সুবর্ণ ছিল হইল বিবর্ণ॥ যুবক যুবতি যায় করিবারে স্নান। চক্রবাক চক্রবাকী হৈল এক স্থান॥ পল্লবের অগ্রহৈতে শিশির নিশার। পড়িতে লাগিল ভূমে মুক্তার আকার॥ রাত্রি অন্ধ লোক যত হৈল হরষিত। প্রিয়া নিয়াছিল যারা হৈল বিষাদিত॥ যোগিনী রাখিল বীণা বাজনা ত্যজিয়া। আলস্য রাখিল মৃত্তিকায় ভর দিয়া॥ গন্ধর্ব্ব কুমার ধরি যোগিনীর কর। আসনেতে বসাইয়া উড়িল সত্বর॥ উঠিল গগন মার্গে লইয়া তাহায়। মানা না শুনিয়া তায় সঙ্গে নিয়া যায়॥ উত্তরিল আসি-দৌড়ে গন্ধর্ব্ব নগরে। যোগিনীরে নিয়া যায় আপনার ঘরে॥ পিতার নিকটে গিয়া কহিল কুমার। কিছু নিবেদন আছে কাছে আপনার॥ এনেছি যোগিনী এক পরম সুন্দরী। অনুমতি হৈলে হেথা আনয়ন করি॥ সুমধুর গান বাদ্য করে সে যোগিনী। নরের নন্দিনী কিন্তু কুলের কামিনী॥ শুনিলে তাহার বীণা হইবে মোহিত।

গান শুনি তব মন হবে হরষিত॥ অনুমতি দিল রাজা পুত্রে আপনার। কেমন যোগিনী বাপ। ডাক এক বার॥ ফিরোজ কহিল গিয়া আপন প্রিয়ায়। আইল যোগিনী ধনী রাজার সভায়॥ মহারাজ বলেন যোগিনী এস এস। উজ্জ্বল করিয়া ঘর সিংহাসনে বস॥ চরিতার্থ হৈনু মোরা পিতা ও নন্দন। আমাদের শিরোপরে তোমার চরণ॥ যোগিনী বলিয়া মুখে হর হর নাম। বসে স্বীয় মৃগছালে করিয়া প্রণাম॥ রাজা বলে যোগিনী গো বৈস সিংহাসনে। সে বলে যোগিনী আমি বসি চর্ম্মাসনে॥ গন্ধর্ব্বের অধিপতি করিয়া সম্মান। রহিতে উত্তম স্থান করিল প্রদান॥ নানা উপহার রাজা দিল যোগিনীরে। প্রভুদাস কহে থাক পাবে বেনজিরে॥ মনোবাঞ্ছা ফলোন্মুখ হয়েছে তোমার। অচিরাৎ পাবে তায় সন্দেহ কি আর॥

অথ ফিরোজের সভা প্রস্তুত করা এবং
যোগিনীকে তথায় আহ্বান।

পয়ার। থাইল যোগিনী ধনী করিয়া রন্ধন।

দেখিতে দেখিতে করে সন্ধ্যা আগমন॥ ধরিল যোগিনী বেশ বিভাবরী রঙ্গে। মলিন হইল ভস্ম লেপ করি অঙ্গে॥ গ্রহগণ রূপ স্ফটিক মালা গলে। গন্ধর্ব্ব নগরে আইলেন কুতূহলে॥ চন্দ্ররূপ মুখ তার অতি প্রজ্বলিত। তেজ হেরে তার হৈল দিবা লুক্কায়িত॥ গন্ধর্ব্বের রাজা পাত্র মিত্র সবাকারে। সভায় ডাকিল গান বাদ্য শুনিবারে॥ আসিয়া সভায় সবে বসে রীতিমত। হেন কালে হইলেন যোগিনী আগত॥ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান সকলে করিল। অতি সমাদরে সিংহাসনে বসাইল॥ সবে বলে যোগিনী গো করি নিবেদন। কৌতুকী হয়েছি বীণা করিতে শ্রবণ॥ আসিয়াছি মোরা শুনি প্রশংসা তোমার। ছাড়হ বীণার তান শুনি এক বার॥ যোগিনী বলেন আমি নহি বাদ্য কর। শুদ্ধ শিবগুণ গাই বলি হর হর॥ শিব নাম করি নানা প্রকারে জপন। কখন মুখেতে আর বীণাতে কখন॥ বাদ্য লাগি আজ্ঞা কর একি অনুচিত। তোমরা নাহিক বুঝ কিছু হিতাহিত॥ কি করিব বদ্ধ আছি তোমাদের করে। এত বলি যোগিনী রহিল মৌন-

ভরে॥ তারা বলে যোগিনী গো চৈতন্য করিছ। আমাদের প্রাণে কত বেদনা দিতেছ॥ ইহা যদি [illegible] বাধা কর কিছু নাই। [illegible] কিছু [illegible] প্রয়োজন নাই, [illegible] তুমি হৈলা [illegible] সবাকার। [illegible] উঠাইয়া নিজ হস্তে আপনাই। [illegible] করিলে [illegible]। [illegible] [illegible] শুনি হইল [illegible]॥ [illegible] [illegible] দাঁড়াইয়া। [illegible] হইল [illegible] [illegible] শুনিয়া॥ [illegible] হইল [illegible] [illegible] লোকের পাখিনী চলিল ভুলিয়া॥ কেহ [illegible] ভার মুখের পানেতে, কেহ [illegible] স্তব্ধ হইয়া থাকেতে॥ কেহ অঙ্গুলির [illegible] করে নিরীক্ষণ। [illegible] দুটি চায়ে [illegible] নয়ন॥ বিশেষতঃ তার ভক্ত ফিরোজ কুমার। [illegible] দৃষ্টি করে তার [illegible] তার॥ কখন কাঁদেন আর কখন হাসেন। পশ্চাতেতে থাকেন কভু সম্মুখে আসেন॥ যোগিনী লুকায়ে তারে করে দরশন। কুমার চাহিলে পরে ফিরায় লোচন॥ ইহা দেখি ফিরোজের মনে জন্মে খেদ। তার [illegible] তবু সহে না বিচ্ছেদ॥ যদি কেহ

যোগিনীর প্রশংসা করেন। তোমার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসায় বলেন॥ চক্ষের পলক নাহি মারেন কুমার। তাহার আনন্দ পারে নেত্র তারা তাঁর॥ প্রশংসা করিয়া কহে ফিরোজের পিতা। নিবেদন করি শুন মানব দুহিতা॥ প্রত্যহ আসিবে তুমি আমার সভায়। কিঞ্চিৎ বীণার তান শুনাবে আমায়॥ এই রাজবাটী জানিবেন আপনার। অদ্যাবধি আমি দাস হইনু তোমার॥ সম্পত্তি ও ধন আদি জানিবে আপন। যাহা আবশ্যক হয় করিবে গ্রহণ॥ যোগিনী বলেন মোর নাহি প্রয়োজন। চিরস্থায়ী হৌক তব রাজ্য আর ধন॥ কোথায় গন্ধর্ব্ব আর কোথা নর নারী। আনিল আমাকে হেথা অন্ন আর বারি॥ এত বলি বাস গৃহে আইলা যোগিনী। শুইয়া নিদ্রায় পোহাইলেন যামিনী॥ এই রূপে রহিলেন গন্ধর্ব্ব নগরে। মনে ভাবে দেখি মোর প্রভু কিবা করে॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি রহিল তথায়। প্রত্যহ নিশিতে যায় রাজার সভায়॥ গান বাদ্য করে এক প্রহর সেথায়। সুধা জিনি বাক্য হাসে সবায় ভুলায়॥ কিন্তু প্রজাপতি

স্মৃত ফিরোজ কুমার। ভাবিয়া ভাবিয়া হৈল কাষ্ঠের আকার ।। নাহি একালের জ্ঞান না পরকালের। না স্বর্গের আশা নাহি ভয় পাতালের ।। শুদ্ধ যোগিনীর ধ্যান সদা তাঁর মনে। পোহায় দিবস নিশি তাহার স্মরণে। সদা তার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় । ছল ক্রমে ঘন ঘন তার কাছে যায় ॥ যোগিনীও ভাব ভঙ্গি দেখাইয়া তায়। দিনে দিনে করিলেন পাগলের প্রায় ॥ কখন উদাস কভু হরষিত করে। কখন নিকটে বৈসে কখন অন্তরে ॥ কখন নয়ন বাণ হানেন তাহায়। কভু সুধা জিনি বাক্যে তাহাবে ভুলায় ॥ করিয়া ক্রোধের কথা কভু মারে তায়। কভু হরষিত মনে ডাকেন তাহায় ॥ কখন হাসিয়া তারে করে আহ্লাদিত। কভু শোকান্বিতা হয়ে করে বিষাদিত ॥ কভু মুখ ঢাকে কভু দেখায় তাহায়। ফলতঃ কখন মারে কখন বাঁচায় ॥ সরল স্বভাব ছিল গন্ধর্ব্ব কুমার। যোগিনী চতুরা অতি জানে কত ঠার ॥ গন্ধর্ব্ব লোকেরা কিছু নাহি জানে ছল। হেরে মান রঙ্গ ভঙ্গ হইল পাগল ॥

প্রভুদাস কহে এতো গন্ধর্ব্ব নন্দন। হেরিলে দেবতাগণ হইত এমন ॥

অথ ফিরোজের যোগিনীর চরণ ধারণ।

রাগিণী বাহার তাল আড়াঠেকা।

যদি প্রিয় চরণ করে ধারণ লাজ কিবা তায়। ধ্রু ধন্য বলি তায় যেই ধরে হেন পায় ॥ পদ ধরে যে প্রিয়ার, সার্থক জীবন তার, বাঞ্ছানদী হবে পার, অত্যন্ত ত্বরায়। পদ নয় স্বর্গোদ্যান, নূপুর করি তার প্রমাণ, ধরিলেই পরিত্রাণ, নরক হৈতে পায়। প্রভুদাস বুঝে মনে, কহিতেছে কবিগণে, পদে বলে এই কারণে, পাদ পদ্ম সবায় ॥

লঘু ত্রিপদী।—গন্ধর্ব্ব কুমার, এরূপ প্রকার, সদা সহে জ্বালাতন। যায় কত দিন, হৈল তনু ক্ষীণ, কহে তারে তার মন॥ সহা নাহি যায়, বল না প্রিয়ায়, আমার যত দুর্গতি। নহে চলে যাই, যাতনা এড়াই, হয়েছি দুঃখিত অতি ॥ লাজ নিয়া থাক, সৈতে পারি নাক, বারি হয়ে আমি যাই। সম্মান লইয়া, থাকহ বসিয়া, জ্বালাতন

সহে নাই ॥ এতেক শুনিয়া. ভাবেন বসিয়া, কি করি এবে উপায় । না কহিলে মন, করিবে গমন, বলিতে হইল তায় ॥ এত ভাবি মনে, আসিয়া গোপনে, কান্দিয়া বহায় নীর । অধৈর্য্য হইয়া, রহিতে নারিয়া, ধরে পদ যোগিনীর ॥ যোগিনী হাসিয়া, কহেন রোষিয়া, অদ্য একি বিপরীত । হেরি কার রূপ, বুঝি এইরূপ, হ-য়েছ রূপে মোহিত ॥ কিম্বা আছি বলে, দুঃখ যুক্ত হলে, তাই তাড় ছলে কলে। ভেব না ভেব না, রব না রব না, কল্য আমি যাব চলে ॥ আর নাহি রব, ক্লেশ হয় তব, চরণে ধরি তা-ড়াও । একথা শুনিয়া কহেন কান্দিয়া, কেন আর দুঃখ দাও ॥ সহে না বিচ্ছেদ, সদা মনে খেদ, অধিক দিওনা জ্বালা । জান এত ঠাট, বেশ্যা মত নাট, হইয়া কুলের বালা ॥ এমনি কথায়, জ্বলে আছে কায়, অধিক সহে না আর । যেন বজ্রাঘাত, মৃতে খড়্গাঘাত, কেন কর বার বার ॥ শুন গো যোগিনী, হৈও না রাগিনী, আমি তব অনুরাগী । তোমার লাগিয়া, দহে মোর হিয়া, হইয়াছি দুঃখ ভাগী ॥ আমি তব

দাস, রাখি তব আশ, তব রূপ মোর স্মৃতি। তুমিত নির্দয়, দয়া নাহি হয় আপন দাসের প্রতি॥ এতেক শুনিয়া, কহেন হাসিয়া চরণে পড়িলে কেনে। কহেন কুমার, কত কব আর, জান না কি তুমি জেনে॥ নাহি সহে আর, দাসত্ব আমার, কর না তুমি স্বীকার। হেসে কহে ধনী, যদ্যপি আপনি, কর কিছু প্রতিকার॥ বিপদ উদ্ধারে, করিলে আমারে, দাসি হব আমি তব। হয়ে আজ্ঞাকারী, নিকটে তোমারি, মরণ অবধি রব॥ ইহা শুনি কয়, করিয়া বিনয়, বল দেখি অভিপ্রায়। পারি যদি তবে, প্রতিকার হবে, দিব প্রাণ যদি যায়॥ কহে রসবতী, শুন মোর গতি, কেন হইনু যোগিনী। কহি সবিশেষ, লঙ্কা নামে দেশ, আছে স্বর্গপুরী জিনি॥ নরপতি তায়, মছউদরায়, আছে তার এক কন্যা। চন্দ্র জিনি রূপ, মদনের কূপ, সবে বলে ধন্যা ধন্যা॥ রূপে রূপবতী, গুণে রসবতী, বদরমনির নাম। একই উদ্যান, করিয়া নির্ম্মাণ, তথা করেন বিশ্রাম॥ ত্যজে পরিজনে, থাকেন নির্জ্জনে, পিতা মাতা তেয়াগিয়া। আছে তার

মন্ত্রী, আমি তার পুত্রী, আনে মোরে সঙ্গে নিয়া ॥ বাল্যাবধি সঙ্গে, ছিনু রস রঙ্গে, প্রিয় সখী হয়ে তার। ত্যজিয়া আমারে, রহিতে না পারে, আনে সঙ্গে আপনার ॥ আসি উপবনে, থাকি দুই জনে, ভাল বাসি ভাল বাসে। একত্র শয়ন, একত্র অশন, কাল কাটি রসাভাসে ॥ নাহি ছিল দুঃখ, সদা মনে সুখ, জীবনে স্বর্গের মত। বিধির ঘটন, এক যুবজন, উদ্যানে হইল আগত ॥ রূপে রূপবান, যেন ফুলবাণ, বদন বিধু জিনিয়া। সেই রাজবালা, হয়ে কুলবালা, আশক্ত হয় হেরিয়া ॥ মোহিল দুজন, হইল মিলন, সুখে ভুঞ্জে দোহে রতি। কিন্তু এক নারী, গন্ধর্ব্ব কুমারী, বলে ছিল তারে পতি ॥ সেই গন্ধর্ব্বিণী, শুনি এ কাহিনী, ফেলিল তারে কোথায়। কিম্বা কারাগারে, বদ্ধ করে তারে, তাই আর নাহি যায় ॥ তাহার লাগিয়া, যোগিনী হইয়া, আসিয়াছি খুজিবারে। হইয়া সহায়, যদ্যপি তাহায়, আনিয়া দেহ আমারে। আছি যে অসুস্থ, হয় মন সুস্থ, প্রাণ সমর্পি তোমায়। শুনি রাজা পত্য, করাইয়া সত্য, সন্ধানে দূত পাঠায় ॥

ডাকি দৈত্যগণে, কহে জনে জনে, কর দেখি অন্বেষণ। গন্ধর্ব্ব নগরে, কেহ কোন নরে, করেছে নাকি বন্ধন॥ তোমাদের যেই, বার্ত্তা দিবে এই, সন্তুষ্ট তারে করিব। বাহুদ্বয়ে তার, পালক সোনার লাগাইয়া আনি দিব॥ শুনি এই পণ, করে অন্বেষণ, দিবানিশি সন্ধ্যা প্রাতে। প্রভুর ইচ্ছায়, এক জন যায়, যেথা সে চন্দ্র-কূপাতে॥ বিলাপ ক্রন্দন, করিয়া শ্রবণ, কূপের নিকটে যায়। করাল আকার, দ্বারি ছিল তার, জিজ্ঞাসা করিল তায়॥ শুনি কহে দ্বারী, গন্ধর্ব্ব কুমারী, চন্দ্রাননী নাম যার। এক যুবজন, নরের নন্দন, রাখিল মধ্যে কূপার॥ সংবাদ পাইয়া, ত্বরায় উঠিয়া, আইল ফিরোজ সদন। যে কিছু দেখিল, সব জানাইল, যাহা করিল শ্রবণ॥ ফিরোজ শুনিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, পূর্ণ করে স্বীয় পণ। কহে প্রভুদাস, জন্মিল উল্লাস, শুনি এই বিবরণ॥

অথ চন্দ্রাননীর প্রতি ফিরোজের পত্রিকা লিখন।

খর্ব্ব ভঙ্গত্রিপদী।—গন্ধর্ব্ব রাজার পুত্র, চন্দ্রাননী প্রতি পত্র। লেখেন রুষিয়া, ভৎ'সনা করিয়া, কে দিয়াছে এ কুমন্ত্র॥ নর আনি গোপনেতে, বন্ধ কর উদ্যানেতে। মরণের ভয়, নাহি বুঝি হয়, সাধ নাহি জীবনেতে॥ লিখি যদি তব বাপে, এখনি ঠেকিবে পাপে। ওরে নারী বার, কহি বার বার, প্রাণ যাবে পরিতাপে॥ এমন ব্যাপার তব, তব ভস্মকারী হব। ঘরে আন নর, নাহি মোর ডর, ভুলিয়া গিয়াছ সব॥ লজ্জা ভয় ত্যাগ করে, ভাতার করিলে নরে। একি আই আই, কভু শুনি নাই, ত্যজে জাতি নরে বরে॥ গন্ধর্ব্ব কি পাইলে না, স্বজাতিরে বরিলে না। মানবের ভক্ত, হইলে আসক্ত, ধর্ম্ম রক্ষা করিলে না॥ ভাল চাহ আপনার, মুক্তি কর সে যুবার। কূপ হৈতে তায়, ভুলিয়া ত্বরায়, আন নিকটে আমার॥ যথার্থ শপথ কর, পুনঃ না আনিবে নর। যদি ফের আন, পাইবে না ত্রাণ, পাঠাইব যম ঘর॥

ইহা শুনি চন্দ্রাননী, ভয়ে ধরিল কাঁপনি। ঘু-চিল আহ্লাদ, ঘটিল বিষাদ, ত্রাসেতে কহিল ধনী॥ দোষ করিয়াছি আমি, নর পুত্র করে স্বামী। দিতেছি তাহায়, দেহ না রাজায়, নিয়া সেই চিত্তগামী॥ কিন্তু ভুপালের কাছে, এক নিবেদন আছে। যেন কোন জন, না করে শ্রবণ, যা হবার হইয়াছে॥ পিতা মাতা পরিজন, না শুনে এবিবরণ। জানিলে সবায়, মরিব লজ্জায়, যেন জীবনে মরণ।। শুনিয়া ফিরোজ রায়, কূপের নিকটে যায়। ভৃত্যে আজ্ঞা দিলা, উঠাইতে শিলা, শুনি এক দৈত্য যায়।। যেই শিলা ছিল তায়, উঠাইল তৃণ প্রায়। ধ্বান্ত যেন ঘন, তায় যেন ধন, প্রজ্বলিত দেখা পায়।। ঘোর-তর সে তিমিরে, দেখা পায় বেনজিরে। যেন কৃষ্ণ ফণী, তার শিরে মণি, দুঃখে নেত্র ডুবে নীরে।। দেখে ফিরোজ মোহিত, যেন রাত্রে চন্দ্রোদিত। শুনি এ সংবাদ, ঘুচিল বিষাদ, প্র-ভুদাস হরষিত।।

অথ বেনজিরের কূপ হইতে বাহির হওন।

রাগিণী টোড়ি তাল একতালা।

কাটি নবঘন, উঠিল তপন, কিবা সুশোভন, যেন তমে ক্ষণ। ধ্রু। গেল বর্ষাকাল, আইল শরৎ কাল, দিক হৈল আল, শোভিত গগন॥ কলুষিত জল, হইল নির্ম্মল, রাত্রে তারা ময়, আকাশ মণ্ডল। চন্দ্রের উদয়ে, আহ্লাদিত হয়ে, সুসাজ্জ করিয়া, ভ্রমে লোকগণ॥ প্রভুদাস ভনে, চন্দ্রের বিহনে, দুঃখ অগ্নি জ্বলে, রোহিণীর মনে। নিয়া যাও সত্বরে, রোহিণীর ঘরে, হৌক পতি হেরে, হরষিত মন॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। আজ্ঞা দিল সবাকারে, রাজপুত্রে তুলিবারে, আস্তে আস্তে তোল না কুমারে। আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ, নামিল অসুরগণ, সহজে উপরে আনে তারে॥ সুধা ছিল অন্ধকারে, বরুণ আনিল তারে, মেঘ কাটি চন্দ্রের উদয়। বাঁচিয়া আছিল বটে, শেষাবস্থা ছিল ঘটে, দেহতার শুদ্ধ অস্থিময়॥ ধূলি জমে অঙ্গ পরে, অঙ্গ ধরা রূপ ধরে, যেন হয় মাটির প্রতিমা। হস্তে পদে নাহি বল, হয়েছে অতি দুর্ব্বল,

দুঃখের নাহিক পরিসীমা॥ শিরের কুন্তল তার হইয়াছে জটাভার, চর্ম্ম সার নাহি গাত্রে মাংস। বাহুদ্বয় ছিল পীন, হইয়াছে অতি ক্ষীণ, শতাংশের নাহি এক অংশ।। শোণিত শুকাইয়াছে, শির বারি হইয়াছে, বসিয়াছে নয়ন যুগল। নথ ছিল নবচন্দ্র, হইয়াছে পূর্ণচন্দ্র, হইয়াছে ইন্দ্রিয় বিকল।। কান্দিয়া ফিরোজ তায়, সিংহাসনেতে বসায়, আনে যেথা যোগিনী আছিল। রাখিয়া গোপন করে, কহে যোগিনীর তরে, তব দাস তাহাকে আনিল।। শুনিয়া কহেন সতী, কোথা সেই তারাপতি, এত ভাগ্য দেখা পাব তায়। সিহরিয়া উঠে কায়, হরিষে উন্মত্ত প্রায়, চৈতন্য ছাড়িয়া দেহ যায়।। কহে কোথা আছে বল, মোরে তথা নিয়া চল, হেরি তার মুখ পূর্ণচাঁদ। ফিরোজ কহেন থাক, এত ব্যস্ত হৈও নাক, পাছে হয় হরিষে বিষাদ।। হেরিয়া তাহারে ব্যস্ত, আনে তার ধরি হস্ত, তক্তপরে যেথা বেনজির। বলে এই নাকি সেই, বলে সেই বটে এই, নয়ন যুগলে বহে নীর।। আছিল তাহায় রত, নিছুনি লইল কত, কান্দে শির রাখি পদ পরে। পরে

রাজার নন্দন, নেত্র করি উন্মীলন, চিনিতে পা-রিল তার তরে ।। কহে রায় ওগো তারা, কোথা মোর নেত্র তারা, দাসীগণ কোথা আছে তারা। কাহার বা এ ভুবন, কহ দেখি বিবরণ, এই স্থানে বাস করে কারা ।। বল দেখি সবিশেষ, কেননা যোগিনী বেশ, কোথায় বা সেই উপবন। কহে তারা শুন কই, তোমা লাগি যোগী হই, ত্যজি-লাম প্রিয় সখীগণ ॥ এত বলি দুইজন, করে গাঢ় আলিঙ্গন, করিলেন অধিক ক্রন্দন। এ উঁহার গলা ধরে, বিস্তর রোদন করে, শুনি আদ্যোপান্ত বিবরণ ।। অস্ত যাইল বিষাদ, মনে জন্মিল আহ্লাদ, এক দিন রহিলেন তথা। পর দিন চড়ি রথে, তিন জন শূন্য পথে, আইল রাজবালা ছিল যথা।। আসিয়া নিকুঞ্জবন, রাখিলেন সিং-হাসন, বৃক্ষগণ হেরি হরষিত। হতভাগ্য হয়ে-ছিল, এবে সৌভাগ্য হইল, হর্ষেতে হইল সঞ্চালিত। বদরমনির যেথা, একা তারা যায় সেথা, পড়ে তার চরণ উপরে ।। যোগিনীরে নিরখিয়া, উঠিলেন চমকিয়া, চিনিলেন ক্ষণকাল পরে ।। কহে প্রিয় সখী মোর, নিছুনি লই যে

তোর, এতদিন আছিলে কোথায়। না ছিল মিলন আশ, আর হইতে নৈরাশ, হয়েছিনু না হেরে তোমায়।। চাহে ধনী উঠিবারে, কিন্তু উঠিতে না পারে, হয়েছিল এমনি দুর্ব্বল। কহে শোকের পীড়ায়, ক্ষীণ হইয়াছে কায়, অঙ্গে নাহি উঠিবার বল।। কণ্ঠ ধরি দুজনায়, কান্দিয়া ধরা ভিজায়, করে দোঁহে গাঢ় আলিঙ্গন। আগেতে জানিত তারা, আমা বিনা হবে সারা, সাক্ষাতে তা করিল দর্শন।। অধিক পাইল শোক, পুরী ছিল দেবলোক, এবে যেন দীনের ভবন। ধরাতে যোগিনী বেশ, ধরিয়াছে দীন বেশ, গৃহ আর পুষ্পতরুগণ।। কোথা নানা পুষ্প সব, কোথা কোকিলের রব, কোথা বা সে করির ঝঙ্কার। কোথা সেই উপবন, কোথা সেই কুঞ্জবন, কোথায় মল্লিকা সহকার।। কোথা সে গোলাব ফুল, কোথা বকুল মুকুল, কোথা মালতি কোথা কমল। কোথা বা সে সরোবর, কোথা জল মনোহর, কোথা বিহঙ্গের কোলাহল।। কোথা শুক শারি আর, কোথা বা দর্পণ তার, কোথা খাট কোথা বা পালঙ্গ। কোথা বা সে ঠাট বাট

কোথা সেই গীত নাট, কোথা রাগ কোথা সেই রঙ্গ ॥ কোথা সে ঘরের শোভা, কোথা চিত্র মনোলোভা, কোথা সেই গবাক্ষের জালি। শোকে সব দাসীগণ, নাহি কবরী বন্ধন, হইয়াছে সবে নদ হাল॥ আকুল কুন্তল সব, নাহি আছে সে উৎসব, পরে সবে মলিন বসন। নাহি হাস্য পরিহাস, জীর্ণ পরিধের বাস, কোথা বা সে কবরী ভূষণ॥ কোথা কুচ পদ্মকলি, কোথায় বা সে কাঁচলি, কোথা কার কোথা বা কুণ্ডল। কোথা বা অঞ্চল ঝোলা, কোথা বা নিতম্ব দোলা, কোথা সেই হাসি খল খল॥ কোথা বা সে বাহু পীন, তনু হইয়াছে ক্ষীণ, কোথা ক্রীড়া কোথা মারামারি। কোথা বা সেই হুড়াহুড়ি, কোথা সেই দৌড়াদৌড়ি, কোথা সেই আঁখি ঠারাঠারি॥ আর সেই রাজবালা, পাইয়া বিরহজ্বালা, অস্থি চর্ম্ম হইয়াছে সার; তারা দেখি এই গতি, হইলেন দুঃখ মতি, বহে বারি নেত্র হৈতে তার॥ তারা আইল ভবন, শুনিলেক সখীগণ, গৃহমধ্যে হৈল অতি ধুম। এ উহার মুখে শুনে, চলে সবে দরশনে, একবারে করিলেক জুম॥ কেহ হরি-

যেতে হাসে, নাহি আঁটে কার বাসে, কেহ কান্দে সুখের ক্রন্দন। কেহ কর্ম্ম ত্যাগ করে, আসি তায় কণ্ঠ ধরে, মনোমত করে আলিঙ্গন। কেহ আসে পুরী হৈতে, কেহ আসে বাড়ি হৈতে, ইতস্তত হৈতে সবে আসে। কেহ আসি হস্ত ধরে, কুশল জিজ্ঞাসা করে কেহ নীরে নেত্র দ্বয় ভাসে। কহে আদা হও ক্ষান্ত, বল্য কর আদ্যোপান্ত, পথ শ্রমে হইয়াছি শ্রান্ত। ভিড়ের লাঘব হয়, সুন্দরীরে তারা কয়, শুন আসি সব আদ্যোপান্ত॥ গোপনেতে কহে তারা, তোমার নেত্রের তারা, আনিয়াছি পরিশ্রম করে। শুন বদরমণির, আনিয়াছি বেনজির, শুনি তার নেত্র বারি ঝরে॥ বিস্মিত হইয়া কহে, একে মোর প্রাণ দহে, অধিক দিও না আর জ্বালা। এত ভাগ্য হবে মোর, পাব সেই মনোচোর, শুনিয়া কহেন মন্ত্রিবালা॥ নরকগামিনী হই, যদি আমি মিথ্যা কই, শুনি ধনী পড়িল মূর্চ্ছায়। জিজ্ঞাসা করিল তারে, আন তারে কি প্রকারে, সাবাসিরে সাবাসি তোমায়॥ তারা সব বিবরণ, করাইলেন শ্রবণ, শুনি সতী হৈল হরষিত।

জিজ্ঞাসে কোথায় তারা, কুঞ্জবনে কহে তারা রাখিয়াছি করে লুক্কায়িত ।। তব বন্ধু ছাড়াইয়া, দ্বিতীয়ে বন্ধ করিয়া, সঙ্গে আনিয়াছি দুইজন। উত্তম সময়ে আমি. হয়ে ছিনু বারগামী, সিদ্ধ করি আইনু মনন॥ কিন্তু পড়িয়াছি ফাঁদে, উদ্ধারিতে তব ছাঁদে, কি করিব বিধির লিখন। আনিতেছি এক জনে, তাড়ায়ে দ্বিতীয় জনে, কহে কেনে কর জ্বালাতন॥ বেশ্যাপনা তেয়াগিয়া, জাননা দোহারে গিয়া, নারী হয়ে জান এত ছল। আন গিয়া ত্বরা করি, বসাও পালঙ্গোপরি, পুরী মোর হউক উজ্জ্বল॥ তারা কহে ঠাকুরাণী, শুন দেখি মোর বাণী, অপরে কেমনে হেথা আনি। দুজনে একত্রে রবে, কেমনে বাহির হবে, কহে তার কিবা আছে হানি॥ আজ্ঞা দিলে বেনজির, অবশ্য হব বাহির, জিজ্ঞাসা করিও তুমি তারে। তিনি ত আমার পতি, আমি যদি হই সতী, করিব যা কহিবে আমারে॥ ইহা শুনি রসবতী, চলিলেন দ্রুতগতি, আনিলেন দোহারে ডাকিয়া। নির্জ্জনের গৃহ ছিল, আনি দোহে বসাইল, কহে বেনজির কাছে গিয়া॥ কর যদি অনুমতি,

আসে ভবে রসবতী, কহে আছে হানি কি এ-হার। আন তারে সঙ্গে করে, ভগ্নী কভু লজ্জা করে, দেখিয়া জাত্মায় আপনার॥ ইনি প্রাণের সমান, করিয়াছে প্রাণদান. ইহার নিকটে কিবা লাজ। রচে প্রভুদাস কয়, এমনি মানিতে হয়. উদ্ধারকে শুন যুবরাজ।

জেনজির ও বদরমণিরের মিলন।

আক্ষেপোক্তি পয়ার।

পেয়ে অনুমতি সতী. পেয়ে অনুমতি সতী. পতির নিকটে আইলেন রসবতী। লাজে হয়ে অধোমুখী, লাজে হয়ে অধোমুখী, প্রিয়ের নিকটে বসিলেন চন্দ্রমুখী॥ সুখ তারে ত্যজে ছিল, সুখ তারে ত্যজে ছিল, হেরিয়া বল্লভে পুনঃ দেহেতে আইল॥ চারি চক্ষু দুজনার, চারি চক্ষু দুজনার, একত্রিত হয়ে বহে লোচন দোহার। মণি মুক্তা মত বারি, মণি মুক্তা মত বারি, দোহাকার লোচন হইতে হয় বারি॥ ভাসে এর নেত্রদ্বয়, ভাসে এর নেত্রদ্বয়, ছল ছল ওর আঁখি জবা বর্ণ হয়। এ উহার ভাবি দুঃখ, এ উহার ভাবি দুঃখ,

কান্দে দুইজন ঢাকি বসনেতে মুখ। নাহি পূর্ব্ব মত বর্ণ, নাহি পূর্ব্ব মত বর্ণ স্বর্ণ বর্ণ ছিল হইয়াছে পাণ্ডুবর্ণ॥ যেনে হয়ে বিবাদিত, যেনে হয়ে বিষাদিত, যেন যেনে পীড়িতের সহিত পীড়িত। গন্ধর্ব্ব কুমার তারা, গন্ধর্ব্ব কুমার তারা, লাজে হয়ে অধোমুখী রহিলেক তারা॥ দেখি দুজনার গতি, দেখি দুজনার গতি, তারা ও ক্ষি-রোজ পাইলেন খেদ অতি। হেরি ক্লান্তি দোহা-কার, হেরি ক্লান্তি দোহাকার, বিস্মিত হইল গন্ধর্ব্ব রাজ কুমার; করি অধিক ক্রন্দন, করি অধিক ক্রন্দন, বিরহ অনল করিলেন নিবারণ। অন্ত-রেতে দাগ ছিল, অন্তরেতে দাগ ছিল, লোচনের জলে তাহা ধুইয়া ফেলিল॥ আসিয়া বিচ্ছেদ শীত, আসিয়া বিচ্ছেদ শীত, মন পুষ্প উপবন ছিল অশোভিত। আসি বসন্ত মিলন, আসি বসন্ত মিলন, সুশোভিত হইলেক মন উপবন॥ বিরহ নিশি পোহায়, বিরহ নিশি পোহায়, চক্রবাক হরষিত পাইয়া প্রিয়ায়। না থামে চক্ষের নীর, না থামে চক্ষের নীর, ভিজিল অ-ঙ্গের বস্ত্র সমস্ত শরীর॥ হেরি তারা কহে জ্বলে,

হেরি তারা কহে জলে. কেন গো ভিজাও ধরা লোচনের জলে। প্রেম হয়েছে প্রকাশ. প্রেম হয়েছে প্রকাশ, আর কেন মিছামিছি ছাড় গো নিশ্বাস॥ ছাড় ক্রন্দন বিলাপ, ছাড় ক্রন্দন বিলাপ, রোদন হেরিয়া ভব পায় হায় তাপ। নাহি কান্দিবার বল, নাহি কান্দিবার বল, ক্ষীণ হইয়াছে কায় হয়েছে দুর্ব্বল॥ আনি মৃতের প্রকার, আনি মৃতের প্রকার, কেন না বাঁচিবে স্বরা নিকটে তোমার। সেথা চিকিৎসা না হয় সেথা চিকিৎসা না হয়, প্রিয়ার ভবন রোগ মুক্তির আলয়॥ মৃতের আকার হয়ে. মৃতের আকার হয়ে. কেবল তোমার আশে বাঁচিয়া আছয়ে। তুমি ওঁর কবিরাজ, তুমি ওঁর কবিরাজ, চিকিৎসা করহ ভাল হৌক কবিরাজ॥ ভুলে গিয়া শোক তাপ, ভুলে গিয়া শোক তাপ, রোদন ত্যজিয়া কর রঙ্গরসালাপ। হাসিতে থাকহ চির, হাসিতে থাকহ চির, কভু নাহি পড়ে যেন লোচনের নীর॥ ভাল কর্ম্ম না করিলে ভাল কর্ম্ম না করিলে, একত্রিত হয়ে মুখ ভুলায়ে রহিলে। শুনি তারার ভর্ৎসন, শুনি তারার ভর্ৎসন,

বিকচ ফুলের ন্যায় হাসিল দুজন॥ অস্ত যায় শোক তাপ, অস্ত যায় শোক তাপ। হৃদয়ে প্রবেশে হর্ষ হয় প্রেমালাপ॥ অর্দ্ধ নিশি হৈল গত, অর্দ্ধ নিশি হৈল গত। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনে শত শত॥ করিয়া ভোজন পান, করিয়া ভোজন পান। শয়ন মন্দিরে দুই দুই জন যান॥ শুয়ে নির্জ্জনে দুজন, শুয়ে নির্জ্জনে দুজন। অতীত দুর্দ্দশা যত করেন স্মরণ॥ যেন দেখেন স্বপন, যেন দেখেন স্বপন। দুই পূর্ণচন্দ্রে হয় কথোপকথন॥ করি দুর্গতি স্মরণ, করি দুর্গতি স্মরণ। দুই জনে কান্দে দিয়া আননে বসন॥ কহিলেন রাজবালা, কহিলেন রাজবালা। কূয়াতে পড়িয়া হয়ে ছিল যেই হাল॥ পড়ে সেই অন্ধকারে, পড়ে সেই অন্ধকারে। কান্দিয়া ছিলাম কত না হেরে তোমারে॥ বিলাপ করিনু কত, বিলাপ করিনু কত। কোন উদ্ধারক নাহি হইল আগত॥ কূপ তমোময় ঘর, কূপ তমোময় ঘর। বক্ষপরে সদা মোর রহিল প্রস্তর॥ জীবনে রহিনু গোরে, জীবনে রহিনু গোরে। ছিল না জীবন আশ সেই তমোঘোরে। হয়ে

প্রভু দয়াবান, হয়ে প্রভু দয়াবান। গোর হৈতে উঠাইয়া আনে এই স্থান॥ শুনি কহে রাজ-বালা, শুনি কহে রাজবালা। যত কিছু পেয়ে-ছিল বিরহেতে জ্বালা॥ আমি কান্দিয়া কা-ন্দিয়া, আমি কান্দিয়া কান্দিয়া। নিদ্রা যাই এক রাত্রি পালঙ্কে শুইয়া॥ প্রভু স্বপ্ন দেখালেক, প্রভু স্বপ্ন দেখালেক। মাঠ এক আছে তায় কূয়া আছে এক॥ তায় শব্দ শুনিলাম, তায় শব্দ শুনিলাম। কেহ যেন ডাকিতেছে ধরি মোর নাম॥ বলে বদরমনির, বলে বদরমনির। এস এস হেথা বদ্ধ আছে বেনজির॥ মনে কৈনু কথা কই, মনে কৈনু কথা কই। না পারিনু খুলে আঁখি জাগরিত হই॥ ছিল একে ত বি-চ্ছেদ, ছিল একে ত বিচ্ছেদ। তায় এই স্বপ্ন হেরে হৈল মনে খেদ॥ তদবধি তব নাম, তদবধি তব নাম। স্মরণ করিয়া সদা দহিতেছিলাম॥ যত দুর্গতি তোমার, যত দুর্গতি তোমার। কেহ নাহি কহিলেক নিকটে আমার॥ তবু জানিতাম সব, তবু জানিতাম সব। সন্ধ্যা প্রাতে যে কিছু হইত দুঃখ তব॥ সেই কূপ তমোময়, সেই কূপ

তমোময়। আছিলেক মোর পক্ষে অতি অা-
লময়॥ নাহি কারে কহিতাম, নাহিকারে
কহিতাম। কিন্তু দীপ মত আমি সদা জ্বলি
তাম। জীবনেতে মৃতপ্রায়, জীবনেতে মৃত-
প্রায়। হইয়া আছিনু নাহি হেরিয়া তোমায়॥
সদা ভাবিতাম মনে, সদা ভাবিতাম মনে। তো-
মার সহিত হবে মিলন কেমনে॥ হেরি মোর
দীনবেশ, হেরি মোর দীনবেশ। অন্বেষণে
যায় তারা ধরি যোগিবেশ॥ পারে যত বিবরণ,
পারে যত বিবরণ। জাত আছ তুমি হয় যে রূপে
মিলন॥ মিলি তারার কারণ, মিলি তারার কারণ।
ভুলিব না তার গুণ থাকিতে জীবন॥ এত বলি দুই
জন, এত বলি দুই জন। দুঃখ স্মরি দুই জন করয়ে
ক্রন্দন॥ মিলিলে বিরহিগণে, মিলিলে বিরহিগণে।
জাগিয়া পোহায় নিশি কথোপকথনে॥ তারা ও
ফিরোজ রায়, তারা ও ফিরোজ রায়। নির্জ্জন
ভবনে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥ সুখে প্রভু-
দাস কয়, সুখে প্রভুদাস কয়। মিলন শুনিয়া মন
হরষিত হয়॥ গেল শোকের দিবস, গেল শোকের
দিবস। উপস্থিত হৈল আসি সুখের প্রদোষ॥

অথ তারা সখীর যোগিনীবেশ পরিত্যাগ।

আক্ষেপোক্তি পয়ার।

যামিনী হইল গত,২। কথায় ২ হৈল প্রভাত আগত॥ অস্ত যায় শশধর,২। পূর্ব্ব দিক্‌শয্যা হৈতে উঠিল ভাস্কর॥ বহে প্রাতঃ সমীরণ,২। আহ্লাদিত হৈল যত সুপ্তোত্থিতগণ॥ তিমির বিনষ্ট হয়,২। সূর্য্যের প্রভাবে পৃথ্বী হয় আলোময়। প্রভাত হইল বলি,২। নিদ্রা ত্যেজে উঠিলেক চারি কুল অলি॥ স্নানাগারে প্রবেশিল,২। স্নান করি পট্টাম্বর নূতন পরিল॥ সেই মুদ্রিতা আধার,২। ত্যজেছিল অলঙ্কার পরে পুনর্ব্বার॥ এল বসন্ত সময়,২। ফুটিলেক পুষ্প বহে পবন মলয়॥ আর সে যোগিনী ধনী,২॥ স্নান করি হইলেন স্বর্গের তরুণী॥ তেয়াগিয়া জটাভার,২। কবরী বন্ধন করি পরে পুষ্প হার॥ ভস্ম করি প্রক্ষালন,২। মাখিলেন রসবতী অগুরু চন্দন॥ ভস্মরেখা ছিল ভালে২। ধুইয়া পরিল ধনী সিন্দূর কপালে॥ অবগাহন করিতে,২। যেন রত্ন বাহির হয় আকর হইতে॥ স্নানে বারি হৈল রূপ,২। যেমন কাটিয়া মেঘ

বারি হয় ধূপ॥ চক্ষু ছিল জবাবর্ণ, ২। এখন হইল যেন ভ্রমরের বর্ণ॥ তেজে সূর্য্য প্রায় ছিল, ২। পূর্ণ শশধর প্রায় আনন হইল॥ ত্যজি স্ফটিকের মালা, ২। পরিল মুক্তার মালা সেই মন্ত্রিবালা॥ লাগাইল দন্তে মিসি, ২। ত্যজে ছাল পরে শাড়ি পাড় দন্তে মিসি॥ কৃষ্ণাজিন ছিল গলে, ২। উত্তরীয় বানারসি রাখে কুতূহলে॥ পরি কাঁচলি কসিয়া, ২। শোভিত করিল কুচ হাসিয়া২॥ পরে পরে চন্দ্রহার, ২। নিতম্ব উপরে চক্র পড়িল তাহার॥ যেন অচল উপর, ২। শোভা করি উঠিতেছে পূর্ণ শশধর॥ পদে দুই দুই মল, ২। বাদন শুনিয়া, তার যুবক চঞ্চল॥ পরে কত অলঙ্কার, ২। সিঁতা পাটী পঞ্চনর কণ্ঠে স্বর্ণহার॥ কেয়ূর বলয় পরে, ২। কর্ণেতে কুণ্ডল পরে ঝল মল করে॥ পরে নথ চম্পকলি, ২। সাজিয়া আইল যেথা ছিল তার আলি॥ হেরি ফিরোজ কুমার, ২। মূর্চ্ছা আসে চৈতন্য হরণ করে তার॥ থাকে সকলে সেথায়, ২। প্রিয়া নিয়া প্রিয়ে প্রিয় লইয়া প্রিয়ায়॥ করেছিল দুঃখ ভোগ, ২।

এবে নিমন্ত্রণ খান কত উপভোগ ॥ রহে হরিষ উৎসবে, ২। কিন্তু বিপক্ষের ভয় আছিলেক সবে ॥ ছিল সবে আহ্লাদিত, ২। কিন্তু বিয়োগের ভয়ে আছিলেক ভীত ॥ বিধি দিল প্রভুদাস, ২। বিবাহ্ করহ ঘুচে যাইবেক ত্রাস ॥

অথ বদরমণিরের পিতাকে বেনজিরের

পত্রিকা লিখন।

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ এইরূপে চারি জনে, থাকে সেই উপবনে, যৌবনের সুখেতে মাতিয়া। কতেক দিবস পরে, পরামর্শ স্থির করে, রাজপুত্র মনে বিচারিয়া ॥ বনমধ্যে লুকাইয়া, রহিনু কামিনী নিয়া, লোকে শুনে বলিবেক মন্দ। কেননা বিবাহ্ করি, নিশ্চিন্তায় কালহরি, সবে জানে আমি রাজনন্দ ॥ এত ভাবি দুই জন, ত্যজে সেই উপবন, অন্য স্থানে করিল গমন। বদরমণির তারা, পিতৃ গৃহে যায় তারা, ছল করি পিতা দরশন ॥ পরে মিলি দুই জনে, দূরে রাখি সৈন্যগণে, সিংহল দ্বীপেতে আই-

লেন। মহুউদ ভূপাল নামে, যে রাজা ছিল সে খানে, পত্র এক তারে লিখিলেন॥ রাজা মহা শূর গুণ, অশেষ তোমার গুণ, বর্ণিবারে নাহি পারা যায়। জ্ঞানে তুমি জ্ঞানবান, গুণে অতি গুণবান, দানে তুমি হাতেমের প্রায়॥ সর্ব্ব বিদ্যাতে বিদ্বান, বলে অতি বলবান, বুদ্ধিতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ত্যজ্য করি নিজদেশ, আসিয়াছি তব দেশ, মোর প্রতি হও দয়াবান॥ দয়াকরে মোর পরে, দাসত্ব স্বীকার করে, রাখ মোরে সেবক করিয়া। স্বীয় কন্যা করি দান, বাড়াও আমার মান, দেশে যাই কৃতার্থ হইয়া॥ আমিত রাজার বাল, বিপক্ষের পক্ষে কাল, পিতা মোর রাজা মহারাজ। ধন সৈন্য করি হয়, লিখে তার পরিচয়, জাতিকুল লেখে যুবরাজ॥ পৃথিবীর এই ধর্ম্ম, কুলিনে কুলিনে কর্ম্ম, শূদ্রে২ ব্রাহ্মণে২। ধনবানে২, দীনে২ সবে জানে, রাজে২ দেখ ভাবি মনে॥ শেষেতে লেখেন রায়, ইহা যদি নাহি ভায়, উপস্থিত হইবে সংগ্রাম। রাজত্ব হইবে নষ্ট, অধিক পাইবে কষ্ট, ছারখার হবে তব ধাম॥ এখন বুঝিয়া

ধর্ম্ম, আপনি করিবে কর্ম্ম, মনোনীত লিখিবে ত্বরায়। রাজা পাইয়া লিখন, জ্ঞাত হয়ে বিবরণ, বলে এবে ঠেকিলাম দায়॥ সে রাজা ত মহামান্য, অসংখ্য তাহার সৈন্য, যুদ্ধ হৈলে না জানি কি হয়। সৈন্য তার বলবান, আছে কত ধনুর্ব্বাণ, লক্ষ লক্ষ আছে করি হয়॥ মম কন্যা দিলে তায়, কিবা ক্ষতি আছে তায়, রাজপুত্র হইবে জামাই। করিলে এ শুভ কর্ম্ম, রক্ষা হইবেক ধর্ম্ম, এ বিয়াতে কিছু দোষ নাই॥ ভেবে গুণে লেখে রাজ, শুনহ হে কবিরাজ, পত্র পেয়ে হৈনু হরষিত। কিন্তু তব বাল্যকাল, নাহি জ্ঞান মন্দ ভাল, কিছু নাহি বোঝ হিতাহিত॥ ত্রাস দেখাইলে মোরে, অক্ষম নহি সমরে, হেয় জানি তোমার রাজত্ব। কিন্তু রাজ্য ধন যত, কাগজের তরি মত, জানিবেন হে রাজ অপত্য॥ কভু ডুবে কভু ভাসে, বদ্ধ আছি মায়া ফাঁসে, ক্ষান্ত হইলাম এই জন্যে। এই সবার চলন, যুদ্ধে কিবা প্রয়োজন, প্রদান করিব স্বীয় কন্যে॥ কোথা রবে ভার্য্যা ভ্রাতা, কোথা রবে পিতা মাতা, কোথা রবে যত্নের অপত্য। সক-

লই পড়ে রবে, কেহ নাহি সঙ্গী হবে, যবে প্রাপ্ত হইব পঞ্চত্ব ।। দিনু আমি অনুমতি, এস তুমি দ্রুতগতি, স্থির করি শুভ লগ্ন দিন। ঘটক লইয়া পত্র, গেল যথা রাজপুত্র, শুনি হরষিত দীনাদীন ।। পত্র পাঠ করি রায়, যেমন সাম্রাজ্য পায়, হরিষে ফুলিয়া উঠে কায়। মন ছিল মুকুলিত, হর্ষে হৈল বিকসিত, প্রস্ফুটিত কমলের প্রায় ।। বিবাহের আয়োজনে, আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে, আরম্ভ হইল বাদ্য গীত। বুঝে মনে বেনজির, শুভ দিন করে স্থির, প্রভুদাস শুনে আহ্লাদিত ॥

অথ বেনজিরের বিবাহ করিতে গমন।

খর্ব্বভঙ্গ ত্রিপদী।—প্রতীক্ষায় রহে সবে, বিয়া দিন কত্তে হবে। থাকে রস রঙ্গে, হরিষ প্রসঙ্গে, দিন কাটেন উৎসবে ॥ হরষিত দীনা দীন, আইল বিবাহের দিন। রাজার নন্দন, করে আহরণ, হর্ষে কায় হয় পীন ॥ সেনাগণ বারি হয়, পথ হয় লোকময়। পাত্র মিত্র সঙ্গে, যায় রস রঙ্গে, নিয়া কত করি হয় ॥ দেশ পূর্ণ কোলাহলে, সমারোহে সবে চলে। কেহ সাজ করে,

চড়ে উষ্ট্রোপরে, চলে অতি কুতূহলে॥ কেহ চড়িল তুরঙ্গে, কেহ চড়িল মাতঙ্গে। কেহ রথোপরে, আরোহণ করে, যায় তার সঙ্গে॥ কেহ পাল্‌কিতে চড়ি, সঙ্গে যায় দড়বড়ি। কেহ আস্তে যায়, কেহ বেগে ধায়, কেহ ভিড়ে গড়াগড়ি॥ লোকে করে কলরব, অশ্ব করে হেষা রব। মাতঙ্গ চিৎকারে, ভয় শুনিবারে, শব্দময় পথ সব॥ ত্রাসে হয় দেয় লম্ফ, বাজে কত জগ-ঝম্প। চলে দল বল, ধরা টলমল, যেন হয় ভূমিকম্প॥ নৃত্যকীরা সঙ্গে যায়, করি পরে নাচে গায়। নিতম্ব দোলায়, চুটকি বাজায়, তাল রাখে বলে হায়॥ কিবা বাদ্য তবলার, কিবা করতালি আর। যৌবনের ভার, কিবা আঁখিঠার, রূপ শশধরাকার॥ সুসাজ হইয়া রায়, বিবাহ করিতে যায়। গলে মুক্তাহার, কিবা শোভা তার, নক্ষত্রের হার প্রায়॥ দুই পাশে দুই জন, চামর করে ব্যজন। অনঙ্গ আসিয়া, চলে তারে নিয়া, রাজবালার ভবন॥ করে বাজিকরে বাজি, হয় কত অগ্নিবাজি। শব্দ হয় ব্যোমে, যেন শব্দ ব্যোমে, হয় কত তারাবাজি॥ হাউই ছুটয়ে

কত, চর্কি বাজি শত শত। পটকা তুবড়ি, ছুটে ফুল ছড়ি, জোতে রাত্রি দিবা মত্ত॥ ঘন ঘন ধ্বান্ত যেন, বাজি ক্ষণপ্রভা হেন। হয় ধুম ধাম, যেমন সংগ্রাম, পুলকিত সর্ব্বজন॥ নগরের প্রজাগণ, করিবারে দরশন। গৃহ বাহির হয়, পথে খাড়া রয়, নাহি পালটে নয়ন॥ শুনি কুল-বালাগণ, আসিয়া বহিস্তোরণ। তাতে লাজ ভয়, দ্বারে খাড়া রয়, বরে করে দরশন॥ কেহ ছাড়ি গৃহ কর্ম্ম, তাজিয়া কুলের ধর্ম্ম। দ্রুত বেগে ধায়, গবাক্ষেতে চায়, সফল করয়ে জন্ম॥ দ্বারে নারী-গণ রয়, যেন দ্বার পদ্মময়। ধরা আলময়, দেশ রবময়, কি মনোহর সময়॥ নারীগণ হেরে বরে, মনে কত খেদ করে। বলে একি রূপ, মদনের রূপ, চন্দ্র আইল ধরা পরে॥ অতি ভাগ্যবতী সেই, যার পতি হবে এই। ধন্য ধন্য তায়, হেন পতি পায়, ভালে ছিল পাইল তেঁই॥ উহ সঙ্গে লইয়া পতি, সুখেতে ভুঞ্জিবে রতি। নিদ্রা নাহি হবে, বুকে করি রবে, যেন রতিপতি রতি॥ এ ওষ্ঠ অমৃতাকার, দশনে পড়িলে তার। জ্ঞান নাহি রবে, স্বর্গ প্রাপ্ত হবে, পাবে হরি-

ষের পার ।। নাহি হবে অন্যমনা, হবে পতি পরায়ণা । পতি ধ্যানে রবে, পতিব্রতা হবে, না করিবে বেশ্যাপনা ।। রাধা পাইলে এ নাগরে, বসিয়া থাকিত ঘরে । না যাইত বন, না জুড়াত মন, নিয়া হরি নটবরে ।। বেশ্যা যদি এরে পায়, অন্য দিকে নাহি চায় । থাকে দাসী হয়ে, ইহাকেই লয়ে, আর কেহ নাহি তায় ।। আর যদি পায় সতী, অমনি ছাড়িয়া পতি । সতীত্ব ত্যজিয়া, ইহারে লইয়া, সুখেতে ভুঞ্জেন রতি ।। এই হরিলে সীতায়, মন সঁপিত ইহায় । সতীত্ব ত্যজিয়া, রহিত মজিয়া, রাম না পাইত তায় ।। পোড়া ভাল করেছিনু, পোড়া বরে বরেছিনু । আয়ু গেল চলে, যৌবন বিফলে, হয়ে কেন না মরিনু ।। বিশেষত বিরহীরা, হয়ে অত্যন্ত অধীরা । স্বীয় পতি স্মরে, জ্বলে তনু স্মরে, চঞ্চলা হয় সতীরা ।। এইরূপে নারীগণে, কত খেদ করে মনে । হেরে রাজনন্দে, স্বীয় পতি নিন্দে, দুঃখিত অন্তঃ-করণে ।। চলে রায় পায় পায়, লঙ্কা পুরী দেখা পায় । হরষিত হয়, দেহ হর্ষময়, বস্ত্রে নাহি

আঁটে কায়।। হোথা মছুউদ রাজন, করে বিয়া আয়োজন। করিয়া সত্বর, সাজাইল ঘর, বিছাইল সিংহাসন।। মখ্‌মলের শয্যা পাতি, রাখিয়াছে পাঁতি পাঁতি। জ্বলে দীপ কত, সামা শত শত, জ্বলে কত মোমবাতি।। মণি রাখি থরে থরে, ধ্বান্ত নিবারণ করে। পৃথ্বী আলময়, যেন চন্দ্রোদয় রাত্রি দিবারূপ ধরে।। দরিদ্র অতিথিগণ, সুখে করিছে ভোজন। এমন সময়, নিকটবর্ত্তী হয়, বর বরসঙ্গীগণ।। সকলে সম্মান করে, উঠিল অতি সত্বরে। উৎসঙ্কেতে করে, নিয়া যায় বরে, বসায় আসন পরে।। পাত্র মিত্র বন্ধুগণ, বরে করিয়া বেষ্টন। লিপ্ত স্বর্ণবাসে, বসে আশে পাশে, স্থান পায় যে যেমন।। কিবা সেই সিংহাসন, কিবা বরের বসন। কিবা মিষ্ট ভাষ, হাস্য পরিহাস, কিবা সভা সুশোভন।। সবে অতি হরষিত, নাহি কেহ বিষাদিত। আসে বাইগণ, পরিয়া ভূষণ, নাচে আর গায় গীত। পদে নূপুর ঘুঙ্গুর, শব্দ হয় সুমধুর। বর কাছে গিয়া, নাচে থম-কিয়া, তোলে হইলেও ক্রূর।। তালে উঠায়

অঞ্চল, হেরি হৃদয় চঞ্চল। ভূমিকম্প প্রায়, নিতম্ব দোলায়, যুবামনঃ টলমল ।। কোন বাই সাজ ঘরে, আপন সুসাজ করে। করে হুঁকা পান, মুখে করে পান, লালি জমায় অধরে ।। সম্মুখে রাখি দর্পণ, বদন করে দর্শন। কাঁচলি কসিয়া, বেণী বিনাইয়া, ভুরু করে সুশোভন ।। লোচনে কজ্জল দিয়া, পদে ঘুঙ্গুর বান্ধিয়া। অঞ্চল তুলিয়া, সভা মধ্যে গিয়া, নাচয়ে কটি ধরিয়া ।। নাচে কভু ধীরে ধীরে, কভু চায় ফিরে ফিরে। কভু ছাড়ে তান, কেড়ে লয় প্রাণ, লোম উঠয়ে শরীরে ॥ নাচে আগে যায় কভু, পশ্চাতে আসয়ে কভু। অঞ্চল ধরিয়া পড়ে উলটিয়া, দূরে কভু কাছে কভু ।। রঙ্গ করে ভাঁড় দল, হাসে লোক খল খল। যে জানিত যাহা, দেখাইল তাহা, গায় কত কবি-দল ।। কিবা রূপ কিবা গান, কিবা বাদ্য কিবা তান। লোক হরষিত, সভা সুশোভিত, যেন তথা স্বর্গ স্থান ।। ছেড়ে পতি কত নারী, বসি আছে শারি শারি। গলে পুষ্পহার, আছে সবাকার, পিঞ্জরেতে শুক শারি ।। শুনিলে

বারির কথা, শুনহ পুরীর কথা। পুরনারীগণ, হরষিত মন, নাচে গায় যথা তথা।। বালিকা যুবতী বুড়ী, করে সবে হুড়াহুড়ি। ফুল ছড়া ছড়ি, হেসে গড়াগড়ি, মারামারি দৌড়াদৌড়ি।। ও ইহার এ উহার, গলে দেয় পুষ্পহার। টানাটানি শাড়ি, মারে পুনঃ বাড়ি, ছোড়াছুড়ি অলঙ্কার। হয় বড় কোলাহল, হাসে সবে খল খল। দেয় মিষ্ট গালি, করে দেয় তালি, ছড়া ছড়ি করে জল॥ ভূষণাদি ঝল মল, খোলে সবার কুন্তল। প্রভুদাস কয়, শুনে হর্ষ হয়, জন্মে মনে কুতূহল।।

অথ বদরমণিরের পাণি গ্রহণ।

পয়ার। এইরূপে সকলেতে বসিয়া আছিল। হেন কালে বিবাহের সময় হইল।। দেশের চলন মত হইলেক বিয়া। কন্যা দান করে রাজা আহ্লাদিত হিয়া।। সবাকার সম্মুখেতে হইল বিবাহ। হার পাণ পান হয়ে বিবাহ নির্ব্বাহ।। মিষ্ট জল পান করি সবে পান খায়। হেন কালে পুরী মধ্যে [illegible] নিয়া যায়।। বেনজির চলিলেন

প্রিয়ার ভবনে। যেমন ভ্রমর যায় পুষ্প উপ-
বনে॥ পুরবাসি নারীগণ আসিয়া সত্বর। জাদু
টোনা টোট্‌কা আদি করিল বিস্তর॥ বর কন্যা
এক ঠাঁই হইল যখন। কি কহিব সে সময় কিবা
সুশোভন॥ স্বর্ণময় অলঙ্কার মণিময় বাস।
খোপাতে পুষ্পের হার মনোহর বাস॥ পদে
অলক্তক রাগ, ওষ্ঠে পর্ণরাগ। নয়ন পড়িবা
মাত্র জন্মে অনুরাগ॥ আতরের পরিমলে গৃহ
আমোদিত। বর কন্যা পুরবাসি সকলে মো-
হিত॥ দোহাকার সৌভাগ্যেতে হৈল এক
ঠাঁই। এমন মিলন হবে স্বপ্নে জানে নাই॥
প্রভুর ইচ্ছায় হৈল এমন মিলন। বিরহের
ভয় নাই থাকিতে জীবন॥ বদরমনির ধনী
বসিলেন বামে। যেন রতি বসিলেন সঙ্গে নিয়া
কামে॥ বেনজির দক্ষিণেতে বসিল তাহার।
যেন বসে কাম নিয়া ভার্য্যা আপনার॥ চন্দ্র
আর চন্দ্রপত্নী যেমন গগনে। তেমনি বসিল
দুই জনে সে ভবনে॥ রাধা আর কৃষ্ণ যেন
নন্দের মন্দিরে। সীতা আর রাম যেন পর্ণের
কুটিরে॥ উমাপতি উমা যেন বসিলা কৈলাসে।

বিদ্যা সতী বসে যেন সুন্দরের পাশে ॥ লক্ষ্মী শ্বেতকেতু যেন কমলের কাছে। মহাশ্বেতা পুণ্ডরীক যেন বসিয়াছে।। কাদম্বরী চন্দ্রাপীড় যেন এক ঠাঁই। কি দিব তুলনা তুল্য পৃথিবীতে নাই॥ দুইজনে রঙ্গ রসে বসিয়া আছিল। না সহে মিলন কালে প্রভাত হইল॥ প্রভাত হেরিয়া রাণী দুঃখিত হইল। পরের ভবনে মোর দুহিতা চলিল॥ কান্দে ভাবি এত দিনে ত্যজিল আমায়। কান্দিতে কান্দিতে সবে করিল বিদায়॥ লক্ষপতি কত ধন দিল জামাতায়। কান্দিতে কান্দিতে স্বীয় কন্যায় পাঠায়॥ দেখ মর্ত্ত্য-বাসিগণ ভাবিয়া অন্তরে। এমনি যাইবে প্রাণ দেহ ত্যাগ করে॥ স্বর্ণময় চতুর্দ্দোলা করি আনয়ন। তুলি বর কন্যা করাইল আরোহণ॥ সার্থক জীবন তার সার্থক যৌবন। যে তুলে এমন নারী উৎসঙ্গে আপন॥ পরে স্বীয় অশ্বোপরে রাজার কুমার। চড়িলেন প্রভাতের সূর্য্যের আকার॥ যেমন প্রভাতে সূর্য্য উঠে আল করি। তেমনি উঠিল রায় তুরঙ্গ উপরি॥ নৌবত পতাকা আদি চলে সঙ্গে সঙ্গে। আগে

পাশে পাত্র মিত্র যায় রস রঙ্গে ॥ চতুর্দ্দোলে চতুর্দ্দশী চন্দ্রের আকার। অশ্বোপরে দিনমণি অগ্রে অগ্রে তার ॥ যায় সবে পায় পায় পুরী দেখা পায়। খিড়কির দ্বার দিয়া বধূ গৃহে যায় ॥ কন্যার নিকটে বর হইল আনীত। করিল টো-টকা আদি যে যাহা জানিত ॥ পর দিন বেনজির প্রভাতে উঠিয়া। তারার পিতার কাছে গেলেন চলিয়া ॥ কহে শুন রাজমন্ত্রি করি নিবেদন। যে কারণে আইলাম তোমার সদন ॥ ফিরোজ নামেতে মম আছে সহোদর। বাঞ্ছা রাখি তারে তুমি স্বীয় পুত্র কর ॥ আপন কন্যায় তুমি কর তারে দান। জামাতা করিয়া তার বাড়াও সন্মান ॥ বিনয় করিয়া বুঝাইল নানা মত। ভাবিয়া তা-রার পিতা হইল সম্মত ॥ ফলতঃ ফিরোজে করি সাজাইয়া বর। বিবাহ দিলেক করি বাদ্য আড়-ম্বর ॥ পূর্ব্ব মত ধূম ধাম করিলেক রায়। পাছে গন্ধর্ব্ব কুমার মনে দুঃখ পায় ॥ করিল না সমা-রোহে তিলার্দ্ধ প্রভেদ। পাছে তার মনোমধ্যে জন্মে কিছু খেদ ॥ মনোরথ সম্পূর্ণ হইল সবাকার। সাধ হৈল দরশনে পিতা ও মাতার ॥ বিদায়

হইয়া তারা ফিরোজ কুমার। শূন্য পথে চলিলেন তারার আকার॥ গমন সময় এই করিলেন পণ। সদা তোমাদের সঙ্গে করিব দর্শন॥ যদ্যপিও মোরা হইলাম ভিন্ন ভিন্ন। সতত সাক্ষাৎ হবে হৈও না বিষণ্ণ॥ এত বলি যায় গন্ধর্ব্ব কুমার তারা। গন্ধর্ব্ব নগরে গিয়া উত্তরিল তারা॥ এদিকে চলিল রায় আপন ভবনে। প্রেম প্রণয়ের কথা প্রভুদাস ভনে॥

অথ বেনজিরের গৃহে গমন এবং পিতা মাতার চরণ দর্শন।

পয়ার। আপন নগরে রায় পৌঁছিল আসিয়া। পাত্র মিত্র হরষিত সংবাদ পাইয়া॥ দেখিয়া তাহায় হৈল সফল জীবন। বালক যুবক জরা হরষিত মনঃ॥ নগরেতে হৈল ধূম রাজার কুমার। অন্তর্হিত হয়ে ছিল আইল পুনর্ব্বার॥ সংবাদ দিলেক কেহ রাজা ও রাণীরে। সিহরিয়া লোম উঠে দোহার শরীরে॥ মূর্চ্ছায় পড়িল দোহে উপরে ধরায়। তরঙ্গ বহিল নেত্র দ্বয়ের ধারায়॥ এক বারে দুই জন আছিল নিরাশ। কহে

আমাদের মনে না হয় বিশ্বাস॥ আসিতেছে রাজ্যচ্যুত করিতে বিপক্ষ। ছল করি আসিতেছে হইয়া স্বপক্ষ॥ পাত্র মিত্র কহে শুন রাজা মহাশয়। সেই বটে সেই বটে তোমার তনয়॥ প্রত্যয় হইল কিছু নৃপতির মনে। কান্দিতে কান্দিতে যায় পুত্র দরশনে॥ যখন হেরিল রায় আপন জনক। প্রণাম করিল নত করিয়া মস্তক॥ পিতা পিতা শব্দ করি পড়িল চরণে। দেখিনু চরণ যেই আছিনু জীবনে॥ পিতা ২ শব্দ রাজা করিয়া শ্রবণ। পুত্র ২ বলি কত করিল রোদন॥ ভূমি হৈতে উঠাইয়া আপন নন্দন। ক্রোড়ে নিয়া করিলেন গাঢ় আলিঙ্গন॥ নেত্রনীরে দোহাকার ভিজিল বসন। ধুইল মনের কালী বহায়ে লোচন॥ হরষিত হৈল রাজা রাণী পুরবাসি। উপহার দিল পাত্র মিত্র গণ আসি॥ নাকারা নৌবত কত বাজিতে লাগিল। হরিষ উৎসবময় নগর হইল॥ প্রবেশ করিল রায় আপন উদ্যানে। বদরমণির যায় গোপনীয় স্থানে॥ পুত্র বধূ সহ যায় নিকটে মাতার। মূর্চ্ছায় পড়িল রাণী উপরে ধরার॥

মাতার চরণ ধরি প্রণাম করিল। স্পর্শেতে মাতার অঙ্গ শীতল হইল।। কপোল যুগল তার করিল চুম্বন। উৎসঙ্গে তুলিয়া নিল বধূকে আপন।। পুত্রের বিবাহ রাজা না করে দর্শন। এই হেতু পুনঃ করে বিয়া আয়োজন।। অতি সমারোহ করি দিল পুনঃ বিয়া। এক গৃহে রহিলেন প্রিয় আর প্রিয়া।। দেশবাসী দাস দাসী সবে হরষিত। হর্ষে শুষ্ক পুষ্পোদ্যান হইল মঞ্জরিত।। পুনর্ব্বার অলি পুষ্পে করয়ে ঝঙ্কার। কোকিল বসিয়া ডাকে সঙ্গে কোকিলার।। মলয় পবন ফের বহিতে লাগিল। মুদিত আছিল ফুল ফুটিত হইল।। প্রীতি প্রেম লীলা রচিলেক প্রভুদাস। রঙ্গ রসালাপে সাঙ্গ হৈল ইতিহাস। প্রেম নদে নহাইনু অনঙ্গ তরঙ্গ। ব্যাঙ্গ না জানিবে যথা আমার প্রসঙ্গ।। রস রঙ্গে ভঙ্গ দিয়া করিনু রচনা। কেবল করিতে সাঙ্গ মনের বাসনা।।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

বিজ্ঞাপন।

যদি কেহ এই পুস্তক লইবার ইচ্ছা করেন, তালতলায় ৺ মুন্সী গোলাম সফদর সাহেবের বাটীতে অথবা শালিকায় শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ মবারক সাহেব যাঁহার নাম উক্ত গ্রামে এবং অনেকানেক গ্রামে উত্তম রূপে বিখ্যাত আছে, এবং যিনি আমার পরম পূজনীয় পিতা মহাশয়, তাঁহার বাটীতে অন্বেষণ করিলে অবশ্য পাইবেন, সন্দেহ নাই।